পথিক

(নাটক)

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ — আশ্বিন, ১৩৫৮

মূল্য দু' টাকা চা'র আনা

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
রায় চৌধুরী প্রিন্টিং হোম,
১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত।

নাট্যকারের কৈফিয়ৎ

এই নাটক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অবহেলিত হ'য়েছে। কলিকাতার "বহুরূপী" সম্প্রদায় এই নাটকটি অভিনয় ক'রে সহরের ও গ্রামের বহু দর্শককে আনন্দ দান করেছেন এবং রসগ্রাহী দর্শকদের অভিনন্দন লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন। এই সার্থকতাই নাটকটি ছেপে সাধারণের কাছে উপস্থিত কর্ব্বার কৈফিয়ৎ হিসাবে যথেষ্ট। নিজে এই নাটকে অভিনয় ক'রে, অভিনেতা ও দর্শকদের মনের উপর এর যে প্রভাব ও তার ফলাফল লক্ষ্য ক'রেছি, তাতে নাটকটি সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা আলোচনা করা দরকার মনে হয়েছে।

অনেকে নাটককে ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়ে থাকেন। ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে নাটকের চরিত্রগুলি ফুলের পাঁপড়ির মত সাজান থাকে। ফুলটী যেমন আপনা থেকে ফুটে উঠে কোমল সতেজ শোভায় দর্শকের নয়ন মন তৃপ্ত করে, সম্পূর্ণ নাটক তেমনি ভাবে ফুটে ওঠা উচিত। ফুলের সৌরভের মত নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু দর্শকের মনে উপভোগের তৃপ্তি এনে দেয়। নাটক মূলত দৃশ্য কাব্য। রূপ বিলাসীর কাছে গন্ধহীন নয়নাভিরাম ফুলের আদরও কম নয়। সাধারণ সৌখীনদের কাছে তাই প্রাণহীন কাগজের-ফুলও তার রং বেরংয়ের বাহার নিয়ে আসর জমায়। কিন্তু প্রকৃত ফুল বিলাসীর কাছে নয়ন মজান সিজন ফুলের চেয়ে বেলা চামেলী যুঁই রজনীগন্ধার অনাড়ম্বর রূপ ও সৌরভের গৌরবটুকুর আদর বেশী।

এই তত্ত্বের উপর বিশ্বাস রেখে, আঙ্গিকের বাহুল্য সর্ব্ব প্রকারে বর্জ্জন ক'রে এই নাটক রচনা ক'রেছিলাম। বোধহয় এর চাকচিক্যের দৈন্য দেখেই

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা একে অপছন্দ ক'রেছেন। কিন্তু কলিকাতার ও মফস্বলের নাট্য রসিক দর্শকরা এর পরিবেশনের দৈন্য সত্ত্বেও একে আন্তরিক প্রশংসা ক'রে এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে এবং 'বহুরূপী' সম্প্রদায়কে উৎসাহিত ক'রেছেন। সেই উৎসাহের ফলে 'ছেঁড়াতার' নাটকটির আবির্ভাব।

প্রসাধন নারীর রূপের আকর্ষণ বাড়ায়, এ কথা যেমন সত্য তেমনি প্রসাধনে রুচি বিকৃতি সত্যিকারের রূপসীকেও বিকৃত ক'রে দেয়। নাটকের আঙ্গিক এই প্রসাধনের মত। বর্ত্তমান পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এর শক্তির তত্ত্বটুকু জানেন। কিন্তু নানা কারণে এর সৎ ব্যবহার ক'রতে না পেরে অনেক সময় বিপরীত ফল পাচ্ছেন। সঙ্গীতে—নৃত্যে—দৃশ্যপটে—রূপসজ্জায় সব কিছুতেই এখন দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য—অনাড়ম্বর সহজ সরল ভঙ্গীর আকর্ষণ বোধহয় সব সময় সুফল দেয়। অন্তত এই নাটকে সুফল দিয়েছে।

নাটকটি মূলত নিরাশাবাদের নাটক হ'লেও সম্পূর্ণ ভাবে তা নয়। প্রধান চরিত্রগুলির প্রায় সবগুলি বিফলতার প্রতীক। যশপাল, সুদর্শন, অসীম, সুমিত্রা রাসুধর, নিবারণ, আনন্দ, বুধনী সবাই তাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের চরম বিফলতার মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো যে টুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার ইঙ্গিতও এতে আছে। মানুষ হবার অদম্য বাসনা নির্য্যাতিত অবহেলিত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে কি-ভাবে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার কচ্ছে, নাটকে সেটুকু প্রকাশ কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছি ধ্বজা, বিরিঞ্চি, গোবরার দলের মানসিক পরিণতির মধ্য দিয়ে।

দর্শকের অনেকেই এ রসের স্বাদ পেয়েছেন। কেউ কেউ খুসী হ'য়েছেন আবার কেউ কেউ এর ভেতর একটা বিশেষ মতবাদের আভাষ আছে ভেবে বিরূপ হ'য়েছেন। তাঁরা বলেন এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। শেষ দৃশ্যে গুলী গোলা চালিয়ে নায়ককে খুন ক'রে, উত্তেজিত মুজুরদের মুখে বুকনী দিয়ে একটা ভাল নাটককে Melodrama ক'রে ফেলা হ'য়েছে। তাঁদের মনের

এ ভাবটা হয়ত নাটকের দৈন্য থেকে কিম্বা অভিনেতাদের দুর্ব্বলতা থেকে এসেছে। এ বিষয় বিচার করার ভার পাঠক বা যাঁরা এ নাটক অভিনয় কর্ব্বেন তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল। পাঠক যাঁরা, তাঁরা কল্পনায় নিজ নিজ মনের মাধুরী মিশিয়ে নাটকের যেটুকু রস সৃষ্টি ক'রে নেবেন সেটুকুর বেশী দাবী নাট্যকারের থাকতে পারে না। যাঁরা অভিনয় কর্ব্বেন তাঁরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে সংলাপ অভিব্যক্তি ও ক্রিয়া দিয়ে দর্শকের মনে একটা সুপরিকল্পিত ভাব এনে দেওয়ার দায়ীত্ব তাঁদের আছে।

আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব, সুবিধাবাদী, ধনলোভী সুদর্শন, যার মনে ন্যায় অন্যায়ের কোনও বালাই নাই, তার হাতে ক্ষমতা এলেই ক্ষমতার ব্যাভিচার হবেই, আর তার ফলে কল্যাণকারী আদর্শবাদী অসীম বিধ্বস্ত হবেই। এ রসটুকু যাতে প্রকাশ পায় সে দিকে পরিচালক ও অভিনেতা প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখতে হবে।

ক্ষোভে দুঃখে আনন্দ হিংস্র হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তার কোনও স্পষ্ট আদর্শ না থাকায়, সে নিজেও জলে অপরকেও জ্বালায়। যাদের বীভৎস মূর্ত্তি দেখে' সে বিদ্রোহী, অবশেষে নিজে তাদেরই হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে মহা অকল্যাণের কারণ হয়। এটুকু যাতে ভাল ক'রে প্রকাশ পায় সে বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে।

সুমিত্রা হয়ত ফুলের মত বিকশিত হ'য়ে রূপে-রসে-স্পর্শে-গন্ধে দশদিক আমোদিত ক'র্ত্তে পারত কিন্তু আজকের স্বার্থ-বাদ সর্ব্বস্ব যুগের আবহাওয়ায় তার অকালে অনাদরে-ঝরে' যেতেই হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়মান রাসুধরের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু-মন এই ধ্বংসযজ্ঞের ভিতর সৃজনের যে আভাষটুকু পেল সেটুকু যেন আশাবাদী দর্শকের দৃষ্টি না এড়ায় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

কালের যাত্রা পথের যাত্রী অসীম যেমন হঠাৎ এল তেমনি হঠাৎ চিরকালের জন্য চ'লে গিয়েও এই দুর্দ্দিনের সহ-যাত্রীদের—উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের

পথের দিশারী হ'য়ে সার্থক হ'ল এ তত্ত্ব যেন দর্শকের মনে পৌঁছায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হ'তে হবে। প্রথম দৃশ্যের আশাহীন ভাষাহীন—প্রায় পশু পর্য্যায়ের মজুরের দল—অসীমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অন্যায়ের-বিরুদ্ধে ন্যায়েরদাবী নিয়ে ল'ড়তে গিয়ে কি ক'রে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'ল, নায়কের হঠাৎ মৃত্যুতেও তারা আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অন্যায়ের সঙ্গে চিরদিনের যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল এ রসটুকু ফুটে ওঠা চাই।

এই ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন ক'রে সুঅভিনয়ে নাটকের সৌরভটুকু সৃষ্টি ক'রে যাঁরা দর্শকের কাছে পরিবেশন কর্ত্তে পার্ব্বেন না, তাঁরা যেন নাচগান সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপটের চাকচিক্যবিহীন এই নাটক অভিনয়-না ক'রেন, এই আমার অনুরোধ।

সোদর প্রতীম শ্রীমান তারিণী প্রসন্ন সান্যালের উৎসাহ এবং রায় চৌধুরী প্রিন্টিং হোমের সত্বাধিকারীদের সহায়তা না পাইলে—কাগজের বাজারে এই দুর্দ্দিনে এই নাটক প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। শ্রীমান তারিণী ইহার আদ্যোপান্ত প্রুফও দেখিয়াছে।

সর্ব্বশেষে, যে সমস্ত নির্য্যাতিত অবহেলিত দুর্গতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা আমার এই নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়াছে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। ইতি—

বিনীত—

নাট্যকার

পথিক

প্রথম অঙ্ক

[বাংলা দেশের সীমা পার হয়ে, বিহারের বাংলা ভাষা চলতি অঞ্চলের এক জনবিরল গ্রামে গ্রাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক রোডের পাশে, যশপালজীর রকমারী জিনিষের দোকান। এই দোকান ঘরটাই নাটকের একটা মাত্র দৃশ্য। মঞ্চের দক্ষিণ দিকে একটা ডবল দরজা। সেটা বাইরে থেকে দোকান প্রবেশের পথ। দরজার পাল্লাগুলি দুভাঁজ করে রাখা যায়। মঞ্চের বাঁদিকে আর একটা দরজা তাতে একটা চটের পর্দা ঝুলিয়ে অন্দরের আব্রু রক্ষা করা হ'য়েছে। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকতেই মাল পত্তর রাখার জন্য কতকগুলি কেরোসিন কাঠের বাক্স একটার পর একটা সাজিয়ে র‍্যাক করা হয়েছে এবং তাতে হরেক রকম সস্তার জিনিষ অযত্নে সাজান আছে। ঐখানেই একটা তক্তপোষে যশপালজীর গদী। চট বিছিয়ে ছেঁড়া ময়লা চাদরে তার সম্ভ্রম রক্ষা করা হ'য়েছে। গদীর ওপর কাঠের হাতবাক্স এবং তার ওপর হিসাবের খাতা রাখা আছে। গদীর পেছনেই একটা জানালা। তার ভেতর দিয়ে বাইরের মালভূমির দৃশ্যের খানিকটা এবং একটা পরিত্যক্ত কয়লা খাদের হেড গিয়ার দেখা যায়। ঘরের বাঁপাশে একটা লম্বা টেবিল। তার ওপর কাঁচের বৈয়মে বিস্কুট ইত্যাদি রাখা আছে এবং পাশে গোটা কতক টিনের চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ান আছে। এই টেবিলটা খ'দ্দেরদের চা দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এক কথায় দোকানের অবস্থা দেখলেই জরা-জীর্ণ মালিকটির সঙ্গে তার সামঞ্জস্যটুকু বোঝা যায়।

সেদিন বিকেলে যশপালজী গদীতে ব'সে হিসাবের খাতায় মন দিয়েছেন এমন সময় বাইরে একটা মোটর আসার শব্দ হল। খ'দ্দের এল বুঝতে পেরে চাকরের নাম ধরে মালিক হাঁকল।

"হলধর"

[বাইরে থেকে গাড়ীতে যে আলোচনা চ'লছিল তার সূত্র ধরে
কথা কইতে কইতে তিনটী ভদ্রলোক ভিতরে এলেন।
কালীঝুলি মাখা ওভার-অল্ এবং আধা মিলিটারী
বেশভূষায় তারা যে ভেহিকেল ডিপো থেকে
আসছেন বুঝতে পেরে মালিক হাঁকলেন]

যশপাল। হলধর। ভেহিকেল ডিপোসে বাবু সব এসেছেন চা বানাও।

১ম। যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত— বয়ঠো ভাই—

২য়। তিন কাপ্ -।

১ম। শ্রীহরি ব'লেছেন—পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম—

২য়। (বাধা দিয়ে) থাক শর্ম্মাজী ভগবান বেচারাকে ঝুঠ-মুঠ আর কেন কষ্ট দেবে ?

১ম। ঝুঠ-মুঠ। তিনি নিজে ব'লেছেন "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

২য়। তিনি ত' অনেকবার এসে অনেক ত'কলিফ ক'রে অধম মানুষের ধরম্ মেরামত ক'রে দিয়ে গেছেন। তাতে ফল হয়েছে কি ? অধম মানুষ যুগে যুগে ধর্ম্মের নামে যত পাপ ক'রেছে—হানাহানি ক'রে প্রাণী হনন ক'রেছে, নিছক পেটের দায়ে কি প্রবৃত্তির তাড়নায় তার এক সিকি ভাগও করেনি। আর ধর্ম্ম মেরামতের জন্য ভগবানকে ডাকাডাকি ক'রো না।

১ম। আরে ভাই আমরা চায় ডাকি—আর না ডাকি তিনি করুণাময় হোচ্ছেন ত' ? আমাদের ভাল তাঁর ক'র্ত্তেই হোবে।

২য়। বৃথা আশা শর্ম্মাজী। যে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত বিশাল ফ্যাক্টারীর মালিক, নিয়ম মেনে এবং নিয়ম মানিয়ে তাঁর সব কিছু চালাতে হবে, শুধু মমতা সর্ব্বস্ব হ'লে কি চলবে।

১ম। দেখো চাটার্জ্জি তুমি বড় কঠিন পেঁচ্ দিয়ে বাত বানাও।

২য়। কিচ্ছু প্যাঁচ নেই। অত্যন্ত সোজা কথা। অবতার হ'য়ে ভগবান

বেচারা ধর্ম্ম মেরামত করেছেন অনেকবার কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার অধর্ম্ম মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়েছে। অযস্র রক্তস্রোত—অশ্রুর বন্যা—যাতনা বেদনা—সব কিছু নিস্ফল হ'য়ে গেছে।

১ম। আরে ভাই এই ত' তাঁর লীলা। সুখ-দুখ, আলো-আঁধিয়ার—ধ্বংশ আওর সৃজন। এক হাতে ভাঙ্গেন ফির্ এক হাতে গড়িয়ে লেন।

৩য়। এই আমাদের Vehicle Depoর কাজের মত, বুঝলে না? মেরামত কচ্ছি—ভাঙ্ছি—আবার মেরামত কচ্ছি। এই ভাঙ্গা আর মেরামতির দৌলতে আমাদের পেট চ'লছে।

২য়। মেরামত ক'রে পোষাচ্ছে না বুঝতে পাল্লেই কর্ত্তারা কত গাড়ী Scrap ব'লে ফেলে দিচ্ছেন দেখছ ত? এবার ভগবান মেরামত ক'রে ক'রে হয়রাণ হ'য়ে হতভাগা মানুষ জাতকে Scrap ব'লে ফেলে দেবেন।

৩য়। তোমাকে Departmental Note দিয়ে জানিয়েছে নাকি?

১ম। গাঁজা ভাঙ কিছু না পিয়েভি তুমি এমন আজিব বাত বোলো।

২য়। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই শর্ম্মাজী। প্রাগঐতিহাসিক যুগের অতিকায়দের তিনি জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এবার বর্ত্তমান যুগের অতিবুদ্ধিমান-জীব মানুষের পালা। অষ্ট্রীচ পাখীকে ওড়বার ক্ষমতা দিয়ে, সাপের চলবার পা দিয়ে, শামুকের মাথা দিয়ে কাজে লাগল না দেখে পরে কেড়ে নিয়েছেন। এবার মানুষকে তিনি কি বলবেন জান?

৩য়। কি ক'রে জানব। আমাদের মত দুরাত্মার সঙ্গে তিনি ত' সাক্ষাৎ আলাপ করেন না।

১ম। দিল্লগী ছোড জী। বোলো চাটার্জ্জি বোলো ভাই।

২য়। মানুষকে তিনি ব'লবেন তোমাকে জ্ঞান দিয়েছি, বুদ্ধি দিয়েছি, বুকভরা প্রেম ভালবাসা দিয়েছি, অন্তরে সৌন্দর্য্য বোধ দিয়েছি। আর একটী অপূর্ব্ব ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছি যা আর কোনও প্রাণীর নেই বল্লেই হয়। সেটী হচ্ছে পরিবেশ পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা। এত পেয়েও যখন ক্ষমতার ব্যাভিচারেই

তোমার মন তখন সে সব কেড়ে নিয়ে তোমায় অতি সাধারণ জীব-জন্তুর মত ক'রে রাখব কিম্বা একেবারে জগৎ থেকে সরিয়ে নেব।

৩য়। [কপট ভয়ে] ওরে বাবা! তাড়াতাড়ি চা দাও—খেয়ে ত' নিই। তারপর যা হয় হবে।

[যশপালজী গদী থেকে উঠতে উঠতে]

যশপাল। আরে হলধর! এ বুধনী! আজকাল মানুষ এমন হোয়েসে কি, যার যা খুসী ক'রতেছে। না ভয় না ডর।

৩য়। স্বরাজ হয়েছে যে।

[সুমিত্রা ভিতর থেকে এসে দরজার চটের পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল। সে যশপালের ভাইপো সুদর্শন সিংএর মেয়ে। কেউ তাকে সুন্দরী ব'লবে কেউ হয়ত ব'লবে না। তবে এমন একটা লাবণ্য তার আছে যে চেয়ে দেখতেই হবে আর দেখলেই ভাল লাগবে]

সুমিত্রা। বুধনী ব'লছে হলধর ঘরে পালিয়েছে।

যশপাল। ঘরে! আরে এখনও ত' সন্ঝা হোয় নাই।

সুমিত্রা। [হেসে] সন্ধ্যা হ'লে একা যেতে ভয় ক'রবে যে।

[খরিদ্দারেরা ইতিমধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় ক'রে ইঙ্গিতে কি একটা কথা নিজেদের মধ্যে চালাচ্ছিল]

যশপাল। খরিদ্দার এসেছে—চা দিতে হোবে—

সুমিত্রা। [খরিদ্দারদের আলোচনার ভঙ্গী দেখতে পেয়ে] তোমার সাড়া পেয়েই আমি জল বসিয়েছি—চা হ'ল বলে।

[সুমিত্রা চলে গেল]

যশপাল। কি বোলি বাবু সাব। এ মুলুকের আদমী একদম্ ভূতের মতুন। কোনও কিছু খবর শুনবে ত' এমন ঘাবড়াবে। আজ চা পিতে দুটী ভদ্দরলোক এসে বলে গেল কি, যে সহর থেকে শুনে এসেছে যে সিংড়া সিং এদিকে এসে গেছে।

২য়। সিংড়া সিং!

যশপাল। জী হাঁ। ডাকু সিংড়া সিং।

২য়। নামটা তো খুব জবরদস্ত।

৩য়। আজ ডিপোতে শুনলাম যে কাল গুঝাণ্ডিব কাছে আমাদেব স্থবরাতির ট্রাক রুখে—সাত আট গ্যালন তেল নিয়েছে।

২য়। যাও যাও! তেল blackএ বেচে, ডিপোতে এসে ঐ ডাকাতিব প্যাচ ঝেড়েছে। বাবা! Vehicle depoএর লোক ত?

১ম। ভাই। ডাকাতি ত' হরদম হোচ্ছে। ওদিন সন্ঝা সময় ক্সবেদেব বাড়ী লুটে গেল।

৩য়। সেদিন—বাস্থ মহতোর ভাইটাকে গুলী কবে গেল।

যশপাল। জী হাঁ। একি স্বরাজ না গুণ্ডা রাজ হোয়েসে। অত ভারী সহর কলকাতা—অত সিপাহী—অত সার্জ্জেন—বাকি দিনে বেঙ্ক লুট কবে নিল। আমি ভাবি পুলিশ কি করে?

২য়। চিরকাল যা করে আসছে তাই করছে। হবেক বকম কৈফিয়ৎ দিচ্ছে আর বাগিযে চাকরী রক্ষা কবছে।

যশপাল। আমরা ত খবরদারীর জন্য ইনকিম্ টেক্স দিতেছি।

২য়। ন্যায্য ট্যাকস তোমরাও দাওনা—ন্যায্য কাজ তারাও কবে না। দেনেওয়ালারা ফাঁকী দেয় হাজার ফিকিরে—লেনেওযালারা ফাঁকী দেয় শ্রেফ এক ফিকির explanationএ। ট্যাকস্ ফাঁকী দাওনি সিংজী।

৩য়। ব্লাকের টাকার ট্যাকস্ নেই। ওর ত' দিতেই হয না।

যশপাল। [পরিহাসে কুণ্ঠিত হ'য়ে] আমি কয়ঠো টাকা কামাই।

৩য়। যাক্ ট্যাকস্ ফাঁকী দেও আর না দাও, দোকানটী যে রকম ফাঁকা জায়গায় তাতে যে কোনও চ্যাংড়া এসেই লুটে নেবে, সিংড়া সিংযের দরকার হবে না।

যশপাল। কি আছে কি লিবে বাবু। দশ বিশটা টাকা চিড়া কাট্টা কাপড়া লেত্তা—

৩য়। যাই বল এমন ফাঁকায় দোকান ক'রে কাজটা ভাল কর নি।

২য়। সে সব তোমার চেয়ে ওরা ঢের ভাল বোঝে। এদিকের বিশ বাইশটা গাঁয়ের লোক সহরে যাবার লরী ধরতে G T. Roadএ আসে আর এই দোকানে দম নিয়ে চা পান বিড়ি খায়।

যশপাল। যখন দোকান করেছিলাম তখন দু দুটা কলিয়ারী চালু ছিল। গাঁওটা ভি বড় ছিল। খাদ বন্ধ হ'ল, ভাল লোক সব চোলে গেল—আমি বুঢা মানুষ কি করি কুথা যাই—থাই রয়ে গেলাম।

[চা নিয়ে সুমিত্রা এল]

সুমিত্রা। ও-না। গরু রাখালটা বলে গেল, চৌকিদার নাকি ওদের পাড়ায় কি সব ব'লে গেছে।

যশপাল। [সভয়ে] কি ব'লেছে দিদি?

সুমিত্রা। ওদের কথা আমি আবার সব বুঝতে পারি না। ডাকাতের কথা কি হ'য়েছে, আর ওদের পাড়ার সবাই নাকি ঠিক ক'রেছে যে আজ রাত থেকে বাসন পত্তর কাপড় চোপড় যার যা আছে সব নিয়ে, ঘর ছেড়ে খাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। [সুমিত্রা চলে গেল]

যশপাল। দেখুন তো বাবু! একি মানুষের মতুন কাম আসে? তিন সাল আগে একবার এ রকম হ'লো যে কি বোলি। ছয় সাত মাস সব মানুষ একদম হয়রাণ হোয়ে গেল। আজ ই গাঁয়ে ত' কাল উ গাঁয়ে। আজ লুট ত' কাল খুন। তখন লড়াই ছিল—G. T Road চালু ছিল। হররখত লুরী মটর কন্‌ভয়। এখন কি যে হোবে?—

১ম। কোই ডর নাহি। ডিপোমে খবর মিলনেসে—

২য়। তুমি হাসালে শর্ম্মাজী। ডাকাত এলে দেড় মাইল দৌড়ে গিয়ে খবর দেবে—আর তোমরা সব ঘুম থেকে উঠে সেজে গুজে তৈরী হ'য়ে কুইক্ মার্চ্চ ক'রে চলে আসবে। ডাকাতরা ততক্ষণ বুঝি এখানে ব'সে ব'সে চা বিস্কুট খাবে? শুনছ না তারা জীপএ চেপে ঘুরছে

৩য়। একটা বন্দুক তুমি রাখনি কেন সিংজী—

যশপাল। ছিল বাবু—আর সাল বেচে দিয়েছি।

২য়। মোটা লাভ পেয়েছ বুঝি ?

যশপাল। বারিয়া বিলাইতি মাল ছিল। লযাবাদ কল্লিধারীর সাহেব ম্যানিজারের বন্দুক ছিল না। বাকি সুদর্শন শিকার খেলতে যেত তাই ডর্‌কে মারে বেচে দিয়েছি।

২য়। সুদর্শন কে ?

৩য়। ওর ভাইপো।

যশপাল। জী হাঁ। বেহেড সবাপী কোন দিন খুন খবাপ কি কোরে ফেলে—এই ডর্।

৩য়। কিন্তু দেখতে শুনতে কথা বার্ত্তায় ত' বেশ চৌকোশ লোক বলে মনে হয়।

যশপাল। পলাশফুলের মত্‌ন। গোমোতে থাকত'। সেখানে একটা বাঙ্গালী ডাংদরনী সাদী ক'রে লিল। বহুত কাজ কাম ক'বতে গেলো বাকী সব গুব-লিট্। ও ত' শিকার খেলতে যেত—আর ঘরে আমি দিল্ দিল্ কাঁপতাম্। বেচে দিলাম ত' আসান হোল।

২য়। [পরিহাস স্বরে] থাকলে কিন্তু আরও দাম হোত।

যশপাল। বাবু। লাভ লোকসান সব রামজীকি কিরপা। আমার ভাগে ওই তক্ ছিল, আওর কি।

[বাইরে থেকে সুদর্শন এল। পরিচ্ছদে পারিপাট্যের চেষ্টা—
আর চেহারায় অপব্যয়ের ছাপ— তবু একদিন যা ছিল
ভেবে নিলে নামের সার্থকতা বোঝা যায়।]

সুদর্শন। চাচা সিংড়া সিং এদিকে এসে গেছে। দারোগা বাবু চটপট একটা ডিফেন্স পার্টি ক'রে ফেলতে খবর পাঠিয়েছেন।

যশপাল। ডিফেন্স থোড়াই হোবে। সেবার ডিফেন্সের হুকুম হ'লো ত'

শালা লোক বোল্ল কি যে বড় লোকের ঘর সামহাল্‌তে আমরা রাত জাগবো না। মনে নেই একটা লোক হোল না ডিফেন্স কর্ত্তে। রাত রাত গাঁঠরী সামান কাচ্চা বাচ্চা লিয়ে শালা লোক থাদে গিয়ে থাকলো। গাঁয়ে কি মানুষ আছে ?

সুদর্শন। এখন পস্তাচ্ছ ত' ? একটা ভদ্র লোককে ঘরের কাছে ঘর কর্ত্তে দাও নি।

যশপাল। হাঁ হাঁ। সব কসুর ত' আমার।

সুদর্শন। যত রাড় চুহার—তোমার পেয়ারের লোক। হবে না ? তাদের ঠকিয়ে খেতে বড় সুবিধে যে। দেখুন ত' মশাই। আপনার লোক ব'লতে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কতদিন থেকে ব'লছি, চল চাচা সব বেচে দিয়ে কলকাতা যাই। আমরা কামাই কর্ব্ব তুমি শেষ বয়েসটা আরাম ক'র্ব্বে। কার কথা কে শোনে। কিসের মায়ায় এই ফাঁকা ময়দানে প'ড়ে আছে কে জানে।

যশপাল। হাঁ হাঁ— সব বেচে কলকাতা যাই। ছুদিনে টাকা সব ফাঁক ক'রে দেও—আর বুঢ়া মানুষ আমি শেষ দিনে না খেয়ে মরি।

সুদর্শন। চিরদিন এই রকম অবিশ্বাস তোমার। যখন হাড়ী বাউরী ছোট লোক নিয়েই এখানে থাকতে হবে তখন তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে ত' ?

যশপাল। আরে বাবা! তুমার ভালর জুন্যে কোনও কাজ তারা কর্ব্বে না।

সুদর্শন। Defence partyর জন্য ডাকব। না এলে থানায় রিপোর্ট কর্ব্ব। কি বলেন ?

২য়। তাতেও কিছু হবে বলে মনে হয় না। যতদিন ছোট বড় এই সব থাকবে ততদিন এই রকমই হবে। অভাবে, অন্নাভাবে ওরা মরছে দেখলেও বড়রা ওদের লুটতে ছাড়বে না—আবার গুণ্ডা বদমায়েস দল বেঁধে বড়লোকের ওপর জুলুম কল্লে ওরাও এগুবে না। মনে মনে খুসী হবে।

সুদর্শন। মনে তারা খুসী হোক আর বেজার হোক কাজ তাদের দিয়ে আমরা করিয়ে নেবই। সোজা কথায় না হয়—ডাণ্ডা দাওয়াই দিতে হবে।

যশপাল। আরে বাবা! বানিয়া বাচ্চা বানিয়ার মত বাত্ কর। ডাণ্ডা লাঠীতে কিছু হোয় না। খোসামোদ কর—মিঠা বুলি বোলো—পিঠে হাত লাগাও—কাজ উঠাও।

২য়। ও কায়দাও পুরোনো হ'য়ে গেছে সিংজী। ঠ'কে ঠ'কে মিঠা কথায় আর কেউ ভুলছে না। তাই ত' দেশের চারধারে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ছে।

সুদর্শন। বাবুজী এটা চায়ের দোকান। দশ রকম খদ্দের নিয়ে আমাদের কাজ। বিদ্রোহ বিপ্লব এসব কথার যায়গা এটা নয়।

১ম। আরে ভাই ওসব কথায় লাভ কিছু আছে?

২য়। সে কি শর্ম্মাজী—বিদ্রোহের নাম শুনেই যে সবাই চমকে গেলে। বিদ্রোহে অত অরুচি ত' ভাল নয়। অনেক দিনের অনেক রকম বিদ্রোহের ফলে আজ স্বরাজ এসেছে দেশে, সে কথা ভুলো না। মানুষ যুগ যুগ ধরে বিদ্রোহ করে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে গুহা বাসের যুগ থেকে এত দূর এগিয়েছে। সাধারণ জীবজন্তু যারা তারা সব কিছু মেনে নেয় বিদ্রোহ কর্ব্বার ক্ষমতা রাখে না। তারা আদিকাল থেকে প্রায় একরকমই আছে।

১ম। আরে ভাই তুমি আমি চেঁচালে কিছু হোবে?

২য়। তবু চেচাঁতে হবে যে। চেঁচিয়ে আপত্তি জানানো হচ্চে মানুষের মনের বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ।

সুদর্শন। থাক্ থাক্ মশাই। এসব যায়গা ভাল নয়—কে শুনে ফেলবে কার কানে লাগাবে।

২য়। আচ্ছা! জুজুর ভয় আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে দেখছি। যাক্ তোমাদের চা টুকু বড় ভাল খেলাম।

৩য়। নিবারণ তাই ডিপো থেকে রোজ এখানে চা খেতে আসে। চা টা সত্যি ভাল হয়।

২য়। চাযের গুণ কি হাতের গুণ তা বলা যায না কিন্তু।

যশপাল। সুমিত্রা চা তৈযার কল্লে জরুর ভাল হোবে। গোবিন্দপুর বিশাল পাহাড়ী—আরও দূর দূর থেকে বাবু লোক সব সহরে যাবার সময় চা পিয়ে যান। যখন ফুরসুৎ হোবে থোড়া তক্‌লিফ্ করে চলে আসবেন।

১ম। ডিপো বহুৎ দূর।

২য়। দেড় মাইল আবার এমন কি দূর। যদি বদলী হ'যে না যাই মাঝে মাঝে আসব। চলি।

যশপাল। জয় রামজী কি! [ডিপোর বাবুরা সব চলে গেলেন] ওরা সব সব পড়া লিখা করা লোক। ওদের সাথে তকরার করা ভাল না। খরিদ্দার যা খুসী বাৎচিৎ করুক, আমাদের কামসে কাম্—বাস্।

সুদর্শন। লোকটা বোধ হয় লালঝাণ্ডার দলের।

যশপাল। তাতে তুমহার কি বাবা!

সুদর্শন। আমার গোমোর **labour contract** ঐলালঝাণ্ডা ব্যাটারা খারাপ করেছে না? অতগুলো টাকা আসত তা লোকসান্ হ'য়েছে,—গোমোর সব লোকের কাছে মান গেছে—ইজ্জৎ গেছে। ওর নামটা জানলে থানায় একটা রিপোর্ট করে রাখব।

যশপাল। রিপোর্ট উপোর্ট ছোড় বাবা—আপন কামধান্দা করো।

সুদর্শন। এখানে আমার কাজটা কি? দুপয়সার বিড়ি তিন পয়সার দেশলাই—চার পয়সার মশলা—দেড় আনার গুড়—দু আনার তেল এই সব বেচা আবার একটা কাজ। বলছি সব বেচে দিয়ে সহরে চল। ভাল একটা রেস্তোরাঁ খুলি সঙ্গে বার থাকবে। তারপর দেখো আমদানী কাকে বলে।

যশপাল। সহর আমার দেখা আছে।

সুদর্শন। দেখেছ ত' ধানবাদ গিরিডী। পাকিস্থান থেকে বহু লোক চলে আসছে, জমীগুলো তাদের বেচে দোকানটা রতিরামকে বেচে দাও। মালপত্তর ঘর বাড়ীর দাম পাঁচ হাজার অবধি উঠতে পারে।

যশপাল। এই তুকান তার দাম পাঁচ হাজার দিবে!

সুদর্শন। দেবে।

যশপাল। কেনো দিবে?

সুদর্শন। রতিরাম ব'লছে যে দিন দিন আরও বাস্ সার্ভিস্ খুলবে। দোকান ভাল করে চালালে ফলফলাও হয়ে উঠবে।

যশপাল। সে ত' আমাদের ভি হোতে পারে।

সুদর্শন। কি করে হবে? তুমি ত' মাল রাখনা। তোমার **out look** নেই।

যশপাল। কি নাই?

সুদর্শন। **out look** মানে—মানে দিল আর নজর্।

যশপাল। দিল আর নজর্ করে নিজে ত' ফতুর হোয়ে গিয়েছ। আমি গোমো থেকে তোমাকে এখানে না নিয়ে এলে তুমি ত' ম'রতে হাসপাতালে—

সুদর্শন। এ নরক বাসের চেয়ে সেও ভাল ছিল।

যশপাল। সুমিত্রার কি হোত? দিল্ আর নজর্ করে টাকা উড়ায়ে শেষে লোভে পড়ে একটা জুয়াচোর সয়তানের সাথে তার সাদী দিয়ে ছিলে না। বাপ্ হোয়ে নিজের মেয়ের আখের্ খতম্ করে দিয়ে ছিলে না। সে সয়তান বুড্ঢা না মরলে সুমিত্রা ত' তার হাতের হাঁতিয়ার হোতো—যত মইলা গন্ধা বুরা কাম কর্ত্ত।

সুদর্শন। তোমার মত কঞ্জুস দেড় পয়সার দোকানদারের দয়ার অন্নের চেয়ে তাও ভাল ছিল।

যশপাল। দেড় পয়সার তুকান। আরে বাবা যাগা ভি তো দেখো। বেশী মাল রাখলে কে সামহাল দিবে। আজ ডাকু ত' কাল চোর। পয়সা দিয়ে ভি চাকর নোকর মিলে না।

[বাহিরে মোটর থামার শব্দ হ'ল। সুদর্শন দেখে এসে বল্ল]

সুদর্শন। জামডিহীর বাবু। ধানবাদ থেকে ফিরছেন বোধ হয়।

[নিকুঞ্জ বিহারী গড়াই প্রবেশ কল্লেন। সাজ সজ্জা ফিট্ ফাট্। মুখে চোখে একটা আত্মপ্রত্যয় স্বার্থকতার ছাপ। কিন্তু আভিজাত্যের অভাব চতুর লোকের চোখে ধরা পড়ে]

কুঞ্জ। [সুদর্শনকে দেখেই] হে খুড়ো! তুমি এখনও এখানে রইয়েছ যে। সেবারে বইল্লে কইলকাতা যাবে কি কি সব নুতন নুতন কাজের মতলব কইচ্ছ।

সুদর্শন। এই বুড়া চাচা আর বিধবা মেয়ে—এই ফাঁকা যায়গায় ফেলে যাই কি ক'রে? তারপর ধানবাদের খবর কি বলুন।

কুঞ্জ। বড় সুখবর আছে খুড়া। বুইঝলে নানা—কলিয়ারীর কুলীদের ইউনিয়ন কইরে, তাদের আস্কারা দিয়েই ব্যাটারা তাদের একেবারে মাথায় তুইলেছে। এবারে টিট্ হইয়ে যাবেক্।

সুদর্শন। কিসে হবে?

কুঞ্জ। আর ষ্ট্রাইক্ কইত্তে হবেক্ নাই। সে সব সরকার হইতে বন্ধ কইরে দিয়েছে। ই বাবা! একি কাজ হে! খালি মিটিং কইরে কইরে তাদের তাতাইছে আর কামটি দিবার বেলা ঢুঁ ঢুঁ। তুমিও ত' খুড়া ঐ সব মিটিংয়ে মাত দেখি।

সুদর্শন। আমি কংগ্রেসের লোক। কোনও বাজে দলে কাজ করি না। তবে কৃষাণ মজদুর এদের ভাল করা আমাদেরও প্রোগ্রাম আছে।

কুঞ্জ। কিসে ভাল হবেক? খালি ধোঁকা দিয়ে টাকা নিয়ে? যে দশটো টাকা এক সঙ্গে দ্যাখে নাই সেও এখন শও টাকা কামাইছে। কি ভালটো হইয়েছে? হপ্তা পাইল ত' মদ গিলে পইড়ে রইল তিন দিন! বিটি ছেইলেরা ফুটানী কইরে উড়াইল। এখন সব সিগ্রেট ফুঁইক্ছে। আর চুটি বিড়ি লয়কো। আসলে উহাদের স্বভাবটি ভাল নয়। টাকা দিয়ে কি সেটো ভাল হবেক্। কথায় বলে কৃমিকীট ও পাইখানাতে থাকে ভাল। ফুলের উপর তুইলে দিলে শুকাই যায়।

যশপাল। উসব বাৎ ছোড় ভাই। দুসর খবর বোলো।

কুঞ্জ। বইলছি। খুড়া সুমিত্রাকে ভাল কইরে এক পিয়ালা চা দিতে বলনা! [সুদর্শন ভিতরে গেল]

নানা! আমার কথাটো সুমিত্রাকে বলেছিলে?

যশপাল। সুমিত্রার মনটা বুঝিনা ভাই। একটা কথা বোলে শেষে গডবড় হোবে। তাই কিছু বলি না। বড় ভাল মেয়ে হোচ্ছে ত'? আমার সেবাত' এমন করে যে কি বোলি।

কুঞ্জ। ভাল না হইলে নিকুঞ্জ গড়াই থোড়াই ভাল বলে। আমার হাতে পইলে দেইখো গিনি সোনার উপর পাল্লিশের মত জেল্লাটি হবেক্। খুড়াকে আইজ্ তা হইলে কথাটো বলি? কি বল?

যশপাল। সে ভাই তুমি বুঝে দেখো।

কুঞ্জ। অমতটি কইত্তে হবেক নাই। বিটির কপাল ত' নিজে পোড়াইয়েছে।

যশপাল। রুপেয়ার লোভ।

কুঞ্জ। লোভে পাপ পাপে মরণ। খুড়ার হইয়েছে তাই।

যশপাল। সুদর্শনের বাপের ভি ওই রকম লোভ ছিল। লোভ এমন হ'ল কি দেখা শুনা নাই ঝপ্ ক'রে কইলা খাদটা লিয়ে বাস্ রুপেয়া পইসা সব খতম। দিন দিন এমন হাল হোলো যে বহু বাচ্চা ভি গেল নিজে ভি গেল। রামজী নাম লিয়ে এই দুকান তখুন ক'রে লিয়েছি তাই দানা পানি চালাচ্ছি।

কুঞ্জ। তা হইলে আইজ বইলে ফেলি কি বল।

যশপাল। আরে ভাই দু-চার রোজ সবুর করো না। আমি মওকা মাফুন সুমিত্রাকে বলে দেখি। নানা হচ্ছি ত' ঠাট্টা দিল্লাগী করতে করতে দিলকী বাত বুঝে লিব।

কুঞ্জ। এ দিকে কাজ কারবারের বড় সুযোগ আইসেছে দুচারটো কনট্রাক্ট না ধইল্লে চইলবে ক্যানে? লড়াই শেষ হবার পর হইতে দু আড়াই সাল বইসে রইয়েছি যে।

যশপাল। তা কনট্রাক্ট নিয়ে লেও।

কুঞ্জ। ই দ্যাখ। কাজটা অত সহজ লয়। কত রকম তদ্বির কইত্তে হবেক্—পার্টি দিতে হবেক্। আরও কত রকম সব কায়দা রইয়েছে যে। [হাতে টাকা বাজানর ইঙ্গিত করল] তাতেই ত সুমিত্রাকে খুঁজছি। মেয়েদের ইস্কুলে পড়া মেয়ে ইংরাজী বইলতে পারে। তার উপর অমন মিঠা গলার গান রইয়েছে। ইসব তদ্বিরের কাজ উহাকে দিয়ে করাইতে হবেক্। জান নানা! আইজকাল ঘুষের লেন দেন বিটি ছেইলা বিটি ছেইলাতে হইছে। মরদেরা নিজের হাতে ঘুষের টাকা ধইরছেই নাই।

[সুদর্শন ভিতর থেকে এল]

সুদর্শন। সুমিত্রা চা আনছে। আমি যাই চাচা বাউড়ী পাড়া দেখি যদি ডিফেন্স পার্টির কিছু করা যায়।

কুঞ্জ। এখানেও ডিফেন্স পার্টি—কইরছ নাকি? সহরেও আজ বড় শোর হইয়েছে। একটা হুলিয়া হইয়েছে সিংড়া সিংয়ের নামে। মৃত কি জীবিত—ধইরে দিতে পাইল্লে পাঁচ হাজার টাকা। [নেপথ্যে শোফারকে লক্ষ্য ক'রে] হাঁরে বন্ধইনা— হুলিয়া একটা লিয়ে আয় আর সেই বইয়ের বাণ্ডিলটো।

[সুমিত্রা চা নিয়ে এল]

কুঞ্জ। [সুমিত্রাকে] গান টান কইচ্ছ ত?

সুমিত্রা। কখনও কখনও করি।

কুঞ্জ। হারমনিটো পছন্দ হইয়েছে ত'? কইলকাতার নামী দোকান হইতে আনা করাইছি। একটা যেমন তেমন জিনিষ কি তুমার হাতে দেওয়া যায়? হাতের মত জিনিষটি চাই ত' কি বল? তা রোজ দিন গান কইচ্ছ নাই ক্যানে?

সুমিত্রা। সব সময় ভাল লাগবে কেন?

কুঞ্জ। কথাটো বইলেছ ঠিক। কিসকে ভাল লাইগবে এখানে। একটা কথা বলার লোক নাই। তাতেই ত' খুড়াকে বইলছিলাম যে সুমিত্রাকে লিয়ে

আমার ধানবাদের বাংলোয় যাইয়ে থাক। এ রকম নিমানুষ যায়গায় তোমরা থাইকতে লাইরবে।

সুমিত্রা। প্রায় বার বছর ত' কাটল।

[শোফার এল, তার হাত থেক বইএর বাণ্ডিল নিয়ে—সযত্নে হাসি মুখে সুমিত্রার হাতে দিয়া]

ইবারে তোমার মনের মতন জিনিষ আনা করাইছি। খুইলে গ্যাখ। আমার পছন্দের তারিফ তোমার কইত্তেই হবেক্।

[সুমিত্রা বইয়ের বাণ্ডিল খুলছে দেখে]

খুড়া ছলিয়াটা ভালমত যায়গায় লটকাঁই দাও।

[সুদর্শন ছলিয়া দেখতেই যশপাল চশমা এঁটে উঁকি দিয়ে দেখে বল্ল]

যশপাল। দেখে ত' বিলকুল রহিস্ ব'লে মালুম হোয়। এমন লোক সব ডাকু খুনী হোয়েসে! হে রাম!

কুঞ্জ। যুগটো কি হঁইয়েছে বল? যত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল মানুষ দেখে তুমি কিছুতে বইলতে লাইরবে কে খুনী আর কে খুনী লয়।

[সুমিত্রা ততক্ষণে চয়নিকা আর গীতিমালা বাহির করে ওলটাচ্ছে]

বল সুমিত্রা! পছন্দটো আমার কেমন হঁইয়েছে বল? কোন জিনিষটি দিলে তোমার মনটো খুসী হবেক কিছুতেই ঠাওর কইত্তে লাইরলাম্। ইকে পুছি উকে পুছি। শ্যাষে যাইয়ে এক উকিল বাবু বইল্লেন যে কবি ঠাকুরের বই লিয়ে য্যান। তখন মনে হইল যে তোমার মত মেয়ের ইটোই পছন্দ হবেক। সাড়ী কাপড় গহনাপত্তর যদি দিবার হইত ত' দেইখতে কত কি দিতাম।

[কথার ইঙ্গিতে সুমিত্রা কোন সাড়া দিল না দেখে কুঞ্জবাবু কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। কথার গতি বুঝে সুদর্শন সরে পড়বার চেষ্টা কচ্ছে দেখে]

খুড়া চইল্লে নাকি? তোমার সাথে একটু কথা র'ইয়েছে যে।

[পকেট থেকে Whiskyর ছোট শিশি বের ক'রে যশপালকে
চোক ঠেরে কথা পাড়ার ইঙ্গিত ক'রে সুদর্শনের
পিছনে পিছনে বাহিরে গেল]

যশপাল। হাঁরে সুমিত্রী! খুব ভাল কিতাব বুঝি?

সুমিত্রা। এ দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা।

যশপাল। কুঞ্জ বাবুর নজর খুব ভাল। লিখা পড়া বেশী নাই, তবু লড়াই-বাজারে সাপ্লাই কাজ লিয়ে বহুৎ টাকা কামাই ক'রেছে। লিখাপড়া লোক দশ বিশটা নোকর রাখিয়ে লিবে।

[সুমিত্রা উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে আছে দেখে]

কত তারিফ ক'রে তোর।

সুমিত্রা। তাই নাকি?

যশপাল। হাঁ। ওদিন এসেছিল না। আমাকে বোলে কি—যে হীরা রাজ মুকুটের ইজ্জৎ বাঢ়ায়—সে কি রাস্তার ধুলায় চুর হইয়ে গেল।

সুমিত্রা হুঁ।

যশপাল। তখন আমি বোল্লাম। ভাই সুমিত্রাকে দেখি আওর আমার ভি রাত দিন ওই রকম মনে হোয়। সুমিত্রাকে যে দেখে সেই আপশোষ করে।

সুমিত্রা। টাকার লোভে আমার বাপ্ আমায় বলি দিয়েছে একথা বল নাই ওকে?

যশপাল। সে সব কথা ও শুনেছে। ও ভি আপশোষ ক'রল।

সুমিত্রা। কেন মিছে আপশোষ কর তোমরা। টাকার লোভে যে বুড়োর হাতে তুলে দিয়েছিলে, সে বেঁচে থাকলেও যা হোত মরে যাওয়াতেও তাই হয়েছে। ছাখ নানা! যে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলায় মেতে থাকে সেই বয়স থেকে দুঃখের শিক্ষায় লোকের মন বুঝতে আমি শিখেছি। মিছে ভাণ করে ভোলাবার চেষ্টা কিন্তু তোমাদের চলবে না।

যশপাল। আমি সত্যি ক'রে তোর ভাল চাই।

সুমিত্রা। [কঠোর স্বরে] তাই ওই টাকার বস্তাটার হ'য়ে দালালী ক'ত্তে এসেছ।

যশপাল। তুই রাগ করিস্ ত' আমি কি ক'রব। বাকি একটা কথা আমার তুই থির হ'য়ে শোন।

সুমিত্রা। বল।

যশপাল। 'ছন্ ছন্ জীওয়ন বহে চলে যায়' আমার জীবন দুচার বরষ মে খতম হোবে।

সুমিত্রা। তা হ'তে পারে।

যশপাল। সুদর্শন কি রকম লোক তুই বুঝিস্।

সুমিত্রা। নিশ্চয়।

যশপাল। আমার মরণ হোলে তখুন তুই কি করবি দিদি ?

সুমিত্রা। মিশনারী স্কুলে মেয়েদের দয়ায় কিছু লেখাপড়া শিখেছি। কোনও রকমে পেট চালাতে পারব।

যশপাল। আরে ও বাৎ ছোড়্। মানুষ যে দুনিয়ায় পয়দা হোয় ত'রত' কিছু করার থাকে। খালি পেট চালালে কি চ'লে ?

সুমিত্রা। পৃথিবীতে জন্মে মানুষের যা কর্ত্তব্য তুমি তার কি ক'রেছ নানা।

যশপাল। আমি কর্ত্তে গেলাম ত' হোলো না। যে ধান্দা ক'রে আমি সামহাল দিলাম সে রামজী জানে। আরে আওর্ কুছভি না ক'রেছি, তোকে তো সয়তানের হাত থেকে ছোড়ায়ে তোর মার হাতে দিয়েছি। সেটা ভি তো কুছ কাম্। [এদিক ওদিক দেখে নিয়ে] শুন দিদি কিছু টাকা আমি ক'রে রেখেছি। তোর হাতে দিয়ে আমার ছুটী হোবে।

সুমিত্রা। সে টাকার খবর আমার জানা আছে।

যশপাল। কেমন ক'রে জানলি ?

সুমিত্রা। **Savings Account** এর পাশ বই সেদিন দেখালে যে। তাতে ১৩০০৲ টাকা আছে।

যশপাল। [হেসে নীচু গলায়] টাকা সব কি বেঙ্কে রাখতে হোয়। নিজের টাকা পরের হাতে গেলে ভাল না। সোনা খরিদ ক'রে আমি ঘরে গাড়িয়ে রেখেছি। যে টাকার মাল তার তিন চারগুণা দাম হোয়েসে। সব তুই লিবি। তোর যো কুছ্ দিল চায় ক'রে লিবি। খবরদার সুদর্শনকে বলবি না। কিছু আমার আছে ও বুঝেছে বাকি খুঁজে পাচ্ছে না। সব তোর দিদি সব কুছ তোর।

সুমিত্রা। [হেসে] তবে আর কথা কি? কুঞ্জবাবুর কথা আর কক্ষনো আমাকে বোলো না!

যশপাল। দিদি তোর যওয়াণী উমর। বুঢ়াকে সামহালতে সামহালতে কোন দিন তোর মন বিগ্ড়ে যাবে, সেই ডর্। তাই দিল্লগী ক'রে তোর দিলকি বাত বুঝে নিলাম্।

সুমিত্রা। নানা আমি যে তোমার ঠাট্টা যুক্তি সব কিছু বুঝি। ব্যবসাদার বানিয়ায় রক্ত আমার দেহেও আছে যে।

[কুঞ্জ বাবু বাইরে থেকে ফিরে এলেন]

কুঞ্জ। সুমিত্রা ব্যবসাদারের কথা কি ব'লছে নানা?

সুমিত্রা। বলছিলাম যে, যে সব সদ্গুণে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়, ব্যবসার সময় সে গুণগুলো বাকসে বন্ধ ক'রে রেখে একমাত্র টাকা বাড়াবার ধ্যানে না থাকলে ব্যবসায় বড় হওয়া যায় না।

কুঞ্জ। [শ্লেষটুকু ধরতে না পেরে] ঠিক্ কথা। দ্যাখ নানা! এমন কথা পড়া লিখা করা চালাক চতুর মেয়ে না হইলে কে বইলতে পারে বল?

সুমিত্রা। তাই নানাকে ব'লছিলাম। কুঞ্জ বাবুও ত' ব্যবসাদার তিনি যে খাতির কত্তে সেবারে একটা দামী হারমোনিয়াম দিলেন, এবারে দুখানা ভাল বই দিলেন, এটা কি ঠিক্ ব্যবসাদারের মত কাজ হোল?

কুঞ্জ। [উৎফুল্ল হ'য়ে] ই বাবা ভালবাসার ভিতর কি ব্যবসা আইনলে চলে? তোমাকে খুসী কইত্তে আমার মন চায়।

সুমিত্রা। আমি খুসী হবার পর আবার অন্য কিছু আপনার মন চাইবে ত' ?

কুঞ্জ। যখন চাবে তখন বইলব।

সুমিত্রা। মন আপনার কি চাবে তা এখনি ব'লতে পারি।

কুঞ্জ। [সন্দিগ্ধ অথচ প্রফুল্ল মুখে] বল।

সুমিত্রা। [একটু থেমে থেকে রূঢ় স্বরে] থাক্, সে কথা নাই বললাম। তবে আর একটা বলে রাখি। দেখুন, টাকায় আজকাল অনেক কিছু পাওয়া যায়—কিন্তু সব কিছু পাওয়া যায় না।

কুঞ্জ। [বিব্রত ভাবে] আমি ঠিক বুইঝতে লাইরছি।

সুমিত্রা। একটু ভাবলেই বুঝতে পার্ব্বেন। আপনার বই দুখানা নিয়ে যান। বুধনী—বুধনী—হারমোনিয়ামটা দিয়ে যাত'.।

কুঞ্জ। ছিঃ অমন কাজ কইরো না! তুমি কত ভাল মেয়ে বট। কত বিদ্যা কত বুদ্ধি! তাতেই ত' তোমাকে খুসী কইত্তে মনটো চায়। তুমি যখন বইলছ তখন আর কখনও কিছু দিতে চাইব নাই! [উঠে দাঁড়াল]

সুমিত্রা। আপনার একথা সত্য বলে প্রমাণ কত্তে হ'লে আপনার এখানে আসা বন্ধ ক'রতে হয়।

কুঞ্জ। বেশ ত'! তাই হবেক্। [চেয়ারে বসে পড়ল]

[বুধনী হারমোনিয়াম নিয়ে এল]

সুমিত্রা। কুঞ্জ বাবুর গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়।

কুঞ্জ। খবরদার বুধনী! রাইখে দে। বন্ধইনা গাড়ীতে start দে জলদি। আমি চইল্লেম নানা—

[কুঞ্জ বাবু দ্রুত পদে বেরিয়ে গেলেন। বুধনী হারমোনিয়মটা চায়ের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। তারপর সুমিত্রার মুখে চোখে রাগের ভাব আর যশপালের বিব্রত ভাব লক্ষ্য ক'রে একটু ইতস্তত ক'রে ভিতরে চলে গেল। যশপাল তাকে কি একটা কথা বলার ছুতো ক'রে ভিতরে যাচ্ছিল, এমন সময় সুমিত্রা বল্ল]

সুমিত্রা। নানা শোন। এখানে থাকতে হ'লে তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা পরিষ্কার হ'য়ে থাকা ভাল।

যশপাল। [সভয়ে] কি কথা দিদি।

সুমিত্রা। আমার স্বভাব সম্বন্ধে তোমার সত্যি কি ধারণা সেটা আমায় খুলে বল ত'?

যশপাল। আরে ভাই। আমার বুঢ়া পা এসে গিয়েছে না। কোন কিছু আমি ভাবতে পারি না—ইযাদ ক'রে কোনও কাম কর্ত্তে পারি না। এই দেখ সন্‌ঝা হোল ধুপ ধুনা কিছু হোলো না। এ বুধনী—ধুনোটি—বুধনী—

[প্রশ্ন এড়িয়ে পালাল। সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাড়িয়ে কি ভাবল। তারপর আত্মসম্বরণ ক'রে ভিতরেব দিকে এগুতেই সুদর্শন এসে ডাকল]

সুদর্শন। হাঁরে খুকী। বুড়া কুঞ্জবাবুকে কি বলেছে রে?

সুমিত্রা। কিছু বলে নি ত'।

সুদর্শন। মুখটা আঁধার করে গাড়ীতে গিয়ে বসল। ভাল করে কথা বল্লে না!

সুমিত্রা। নানা কিছু বলেনি। আমি হারমোনিযাম আর বই দুটা ফেরৎ নিয়ে যেতে বলেছিলাম।

সুদর্শন। ছিঃ ছিঃ। এ কি কথা! ভদ্রলোক ভালবেসে স্নেহ করে present দিলে, আর তুই সে গুলো ফেরৎ নিতে বল্লি? অনেক টাকার মালিক ও কি ওই কটা টাকা কেয়ার করে? খবরদার ওকে বেখাতির করিস্ না। বলছিল—এই দিকে নানা রকম factory খুলবে। দু দুটো কলিয়ারী ত' ওর রয়েইছে। খাতির থাকলে আমাদের সকলেরই সুবিধা হবে।

সুমিত্রা। কি সুবিধা হবে?

সুদর্শন। সুবিধা হবে না! কি যে বলে! তোর ওপর খুব টান। বলছিল 'খুড়া এখানে কেন তোমরা প'ড়ে রয়েছ! একি একটা বাসের যায়গা। আমার

ধানবাদের বাংলা খালি রয়েছে, তোমরা সেখানে গিয়ে থাক। শুধু টাকায় বড় নয় মনটাও ওর বড়। ও সহায় থাকলে একটা chance হ'তে পারে

সুমিত্রা। chance হ'য়ে কি হবে ?

সুদর্শন। আরে কখন কোন chance আসে আর কখন কোন chance এ luck ফেরে কিছু কি বলা যায় ?

[যশপালের হাত বাকসের দিকে নজর পড়তে তাতে চাবি লাগান দেখে বলল]

বাকসে চাবি লাগিয়ে রেখে কোন দিকে গেল বুড়া।

সুমিত্রা। ভিতরে।

সুদর্শন। অনেক plan আছে। সে সব পরে বলব। যাই বাউরী পাড়াটা ঘুরে আসি। Defence party একটা খাড়া ক'র্ত্তেই হবে।

[সুমিত্রা ভিতরে গেল। হাত বাকস্ থেকে টাকা নিয়ে সুদর্শন বাহিরে গেল ! ধূপদান হাতে যশপাল ঘরে এল এবং ঘুরে ঘুরে ধূপ দিল। বুধনী এসে বাতি দিয়ে গেল]

যশপাল। রাম ভজো মন রাম ভজ। সংসার হায় পরছায়া।

[Vehicle Depoর নিবারণ বাবু ঘরে এসে হাসি মুখে বল্ল]

নিবারণ। এই নাও শেঠজী। কালকের চায়ের দামটা। সন্ধার বহুণী কর ফ্যাল।

[ধূপতি রেখে। হাসি মুখে টাকা নিয়ে বাকস্ খুলে রাখতে গিয়ে মুখ কালী করে বল্ল]

যশপাল। আমি গিন্‌তি ক'রে বারটা টাকা রাখলাম সে কে নিল ? সুমিত্রা —এ সুমিত্রা—বড় তাজ্জব বাত্—

[সুমিত্রা ব্যস্ত হ'য়ে এল]

১২৲ ছিল। কে নিল ?

সুমিত্রা। বোধ হয় বাবা নিয়েছে। আমি ভেতরে যাবার সময় তাকে বাকসের কাছে যেতে দেখেছি।

যশপাল। দেখ ত' কেমন মানুষ! সন্ঝা সময় বহুণী হোয় নাই—তহবীলসে টাকা নিলে লছমী থাকে? সব বরবাদ হোয়ে যাবে।

নিবারণ। কেন মিছে চেঁচাচ্ছ। ঘরের লোক নিয়েছে।

যশপাল। কমছে কম একটা বাত ভি ত' পুছবে।

নিবারণ। পরে ব'লবে। আমায় এক কাপ ভাল ক'রে চা দেবে ত' সুমিত্রা?

[সুমিত্রা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চ'লে গেল]

যশপাল। হাঁ হাঁ নিবারণ বাবুকে চা পিলাও। আমি যাই দেখি টাকা লিয়ে কওন দিকে গেল।

নিবারণ। তুমি নিজে কেন যাবে। চাকরটাকে পাঠাও।

যশপাল। চাকর ত' এক ঘণ্টা আগে ঘর পালাইয়েসে। সিংড়া সিংয়েব নাম শুনেছ না? সুদর্শন একটা ডিফিন্সের কথা বোলতে ছিল। যাই বাউরী ঘর গুলা দেখে আসি। ও কি রকম মানুষ জান ত'? টাকা লিয়ে গিয়েসে— কি জানি ঐ মানুষ গুলোর সাথে সরাব উরাব পিয়ে হল্লা ক'রবে কি ক'রবে সুমিত্রা—জলদী কর—

[সুমিত্রা আসছে দেখে যশপাল বাইরে গেল। নিবারণ টেবিলের উপর হারমোনিয়াম ও বইগুলো দেখে সে দিকে গিয়ে বই একখানা তুলে দেখছে, এমন সময় চা নিয়ে সুমিত্রা এল]

নিবারণ। এই বই নুতন কেনা হ'ল নাকি?

সুমিত্রা। না। কুঞ্জ বাবু এনে আমায় দিয়েছেন।

নিবারণ। [সন্দিগ্ধ ভাবে] কে কুঞ্জ বাবু? এখানে দেখেছি কি কখনও?

সুমিত্রা। দেখেছেন কি না ব'লতে পারি না। সহরে যাবার পথে মাঝে মাঝে এখানে এসে চা খেয়ে যান। বাড়ী জামডিহী!

নিবারণ। হুঁ। [চায়ে চুমুক দিল] আজ তিন চারদিন পর তোমার দেখা পেলাম। রোজই চা খেতে আসি। বেশ খানিকক্ষণ বসিও কিন্তু তোমার আজকাল কাজের ফুরসুৎই হয় না। দোকান ঘরে বড় একটা আসই না।

সুমিত্রা। ভিতরে কাজে থাকি। আজ হলধর পালিয়েছে তাই চা আমায় দিতে হ'চ্ছে।

নিবারণ। আগে মাঝে মাঝে তোমার গান শুনতে পেতাম। আজকাল শুনি না কেন?

সুমিত্রা। কুঞ্জ বাবু এই হারমোনিয়মটাও দিয়েছেন। এটা পেয়ে প্রথম প্রথম কদিন গান গেয়েছি। একই গান রোজ গাইতে ভাল লাগে না তাই আর গাই না।

নিবারণ। হুঁ ভাল না লাগারই কথা। তুমি হয়ত জান না। আমার কিন্তু গাইয়ে ব'লে বেশ একটা সুনাম আছে। আমার কাছে শেখ না?

সুমিত্রা। ঘরে কাজে সময় পাওয়া মুস্কিল। আর তা ছাড়া কোথায় বসে শিখব। ভেতরে শোবার ঘরে ঠাকুর বসান আছে। নানা কাউকে সে ঘরে যেতে দেয় না।

নিবারণ। তোমাকেও না!

সুমিত্রা। আমরা যাই বৈ কি। তবে ঝি চাকর কি বাইরের লোক কাউকে ঢুকতে দেয় না।

নিবারণ। আচ্ছা তোমার নানার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইব। এই ডিপোতে বদলী হ'য়ে এসে অবধি প্রায় রোজই চা খেতে আসি। অনেক আলাপ হয় তোমার নানার সঙ্গে—তোমার সম্বন্ধেও অনেক কথা হয়।

সুমিত্রা। নানার বড্ড বকা অভ্যেস।

নিবারণ। বুড়োদের অমন হয়। তোমার সঙ্গে দেখা ত' সব দিন হয় না—তোমার কথা কিন্তু রোজই হয়। শুনে শুনে তোমার সব খবর বোধ হয় জেনে গেছি।

সুমিত্রা। আমার কথা জানবার এত ইচ্ছে আপনার কেন ?

নিবারণ। বলছি [চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে] আজ দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল। তিন মাস আগে যেদিন চা খেতে এসে প্রথম তোমায় দেখি, সেই দিন থেকেই তুমি আমার মনের অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে ফেলেছ। তোমার চলা বলা গান সব কিছু আমায় এমন ক'রে টানে যে এই দেড় মাইল পথ হেঁটে—রোজ চা খেতে আসতেই হয়। ওকি ! কোথা যাচ্ছ ?

[নিবারণের বাক বাহুল্যে বিব্রত হ'য়ে সুমিত্রা বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল]

সুমিত্রা। নানা ফিরছে কিনা তাই দেখছি। সে না ফেরা পর্যান্ত আপনি ত' এই রকম আলাপই কর্বেন ?

নিবারণ। তোমার ভাল লাগছে·না বুঝি ? আচ্ছা আমায় দেখে তোমার কি মনে হয় বলত' ? ভাল লাগে ?

সুমিত্রা। যদি বলি মোটেই ভাল লাগে না।

নিবারণ। [অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে] আমি তাতে একটুও আশ্চর্য্য হব না। আমায় ত' তুমি ভাল রকম লক্ষ্য করে দেখনি। আমার বিষয় কিছুই জান না। তবে আমি এটা ঠিক জানি আমার পরিচয় অর্থাৎ গুণের পরিচয় পেলে তোমার মত আপনা থেকেই পালটে যাবে। শুনবে সব ?

সুমিত্রা চাকর পালিয়েছে। বুধনী একা কাজ কচ্ছে। আমার কি ব'সে ব'সে এই সব বাজে কথা শোনবার সময় আছে ?

নিবারণ। বাজে ! যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।

সুমিত্রা। [হেসে] রতনে যদি রুচি না থাকে ?

নিবারণ। হ'তেই পারে না। আমি এই যুদ্ধের ক' বছর অনেক দেশ দেখেছি, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। **American** রা ব'লত

When you know that a girl is ripe for love, all that she need is a little encouragement.

সুমিত্রা। আমি ইংরেজী বুঝি কি করে জানলেন ?

নিবারণ। তোমার নানা ব'লেছে। তুমি যখন গোমোতে থাকতে সেখানে **Missionary School** এ পড়েছ, **Scholarship** পেয়েছ। সেখানে মেম মেয়েদের সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল। সেখানে একদিন যে তোমরা রাজার হালে ছিলে সে সব কথা বুড়ো আমায় ব'লেছে যে।

সুমিত্রা। সব জেনে শুনে তারপর বুঝি ঠিক ক'রলেন যে আমার একটু **encouragement** দরকার।

নিবারণ! এই যে নির্জ্জন দেশ, এখানে একা একা দিন কাটাচ্ছ। সব কিছু যে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এটা বোঝা ত' কিছু কঠিন নয়।

সুমিত্রা। এ দোকানে যত চায়ের খদ্দের আসে, তারা সবাই আমার মনের এই ফাঁকা ফাঁকা লাগাটা দূর ক'ত্তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলে, আমার অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, সেটা একবার ভেবে দেখেছেন কি ?

নিবারণ। সবার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমায় খুব সাধারণ ভেবো না। জনপ্রিয় হবার অনেক গুণ আমার আছে। **Sport** এ বহু কাপ মেডেল পেয়েছি। একদিন সে সব এনে তোমায় দেখাব। **College Music Competition** এ একবার **first** হ'য়েছি। **All Bengal** এ **second** হ'য়েছি। **Military line** এ পাঞ্জাবী **clique** এ প'ড়ে **mechanic** হ'য়ে থাকতে হল। নইলে এতদিন অনেক দূর এগুতে পার্ত্তাম। কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে ভাবি হায়রে কি হওয়া উচিৎ ছিল আর কি হয়ে রয়েছি। তবে না লড়ে আমি কিছুতেই হটব না। জীবন যুদ্ধেও না প্রেমের যুদ্ধেও না।

[যশপাল বাইরে থেকে এল]

যশপাল। বারটা টাকা আমার বার ভূতের পেটে গেল। সুদর্শন কোন দিকে গেল কেউ ব'ল্ল না। আমার চাকর বাবু হলধর আমাকে দেখে উদিকে দৌড়ে ভাগল।

সুমিত্রা। তুমি কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ নানা ? বাবা একটু বাদেই ফিরবে।

যশপাল। বাবা ত' ফিরবে, বাকি টাকা ত' ফিরবে না। বরবাদ হ'য়ে যাবে।

নিবারণ। যাক। মন খারাপ ক'রো না সিংজী।

যশপাল। মন ভাল কিসে হোবে বাবু ? বাহারে ডাকু ফিরতেছে আর ঘরমে ডাকু লুটতেছে। আর বুঢা হোয়ে আমি এমন কম জোর হোয়েছি কি কেউ কিছু বোলে ত' আমি ডরকে মারে মাথা নীচা ক'রে থাকি। কেন ? কারও লুটি না, ঠক্‌াই না, হক্ কামাই তিন পইসা পয়দা করি ত' দু পইসা খরচা করি এক পইসা রাখি। ফির্‌ভি যত জুলুম সব হামার উপর। রামজী ভরোসা আওর্ কুছ ভরোসা নাহি। কোন দাওয়াই আছে বাবু যাতে এ ভাবনা ছুটে।

নিবারণ। বেশত' ভাবনা ছোটার দাওয়াইর ব্যবস্থা ক'চ্ছি। তুমি একটু স্থির হ'য়ে বোসো তোমায় দুটো ভজন গান শুনাই।

যশপাল। গান !

সুমিত্রা। ফিরতে রাত হবে যে।

নিবারণ। তা হোক্। অনেক দিন থেকে সিংজীকে গান শোনাব মনে ক'রে রেখেছি। আজ সুবিধে র'য়েছে হ'য়ে যাক্। তা ছাড়া তুমি র'য়েছ।

সুমিত্রা। আমার গান শোনার সময় কই ?

[সুমিত্রা ভিতরে গেল]

নিবারণ। দিন রাত কাজ নিয়ে আছে। এটি যদি তোমার নাতনী না হ'য়ে নাতি হোত, তা হ'লে তোমার দুঃখ থাকত' না।

যশপাল। বাবু দুখ সুখ সব করম কি বাৎ। বহুৎ দুঃখ ক'রে দোকানটা চালু হোল তখন রুপেয়া পইসা খরচ ক'রে একটা সাদী ক'রে নিলাম। এমন ভাগ, কি নানী তোমাদের ঘরে এসে একদিন ভাল থাকল না। দাওয়াই ইলাজ রুপেয়া পয়সা খরচা করতে করতে হামিভি হয়রাণ আওর সেও ভি খতম্। সব তক্‌দীর কি বাত।

নিবাবণ। সেত নিশ্চয। তা হ'লে গান সুরু কবি ?

যশপাল। হাঁ হাঁ। আমি ব'সে ব'সে হিসাবটা ঠিক কবি আর গানা শুনি।

নিবাবণ ভালই গায এবং যথাসাধ্য ভাল কবেই গাইবার চেষ্টা কবছিল। দু এক লাইন গাইতে না গাইতে, পানোন্মত্ত উৎফুল্ল মুখে সুদর্শন ঘবে এল]

সুদর্শন। বহুৎ আচ্ছা বাবুজী। ব'গ একদম পুবা আদায় কবেছেন। বাইবেব দিকে চেযে] চ'লে এস ভাই সব। সোজা চ'লে এস। এত তোমাদেব আপনাব ঘব আপনাব দোকান। চ'লে এস।

[কুলী মজুব শ্রেণীব কযেকজন কুবমী বাউবী ঘবে এল। যশপালেব মুখে বিবক্তিব ভাব দেখে তাবা একটু ঘাবডে গেল]

সুদর্শন। এমন সুন্দব গান অনেক দিন শুনিনি।

নিবাবণ। [তাব অবস্থা বুঝতে পেবে] সত্যি ?

সুদর্শন। বিলকুল ঠিক।

[বাপেব স্বব শুনে সুমিত্রা দবজাব কাছে এসে—অবস্থা বুঝতে পেবে স্তব্ধ হ'যে দাঁডিযে গেল]

ঐ দখুন আমাব মেযেও দাঁডিযে শুনছে। এই বকম বাজে যাযগায পডে আছি ব'লে আমাদেবকে ঠিক বাজে লোক ভাববেন না স্যব। জীবনে অনেক ভাল ভাল গান বাজনা শুনেছি, অনেক নাচ গানেব আসব মজলীস কবেছি।

সুমিত্রা। [এগিযে এসে] বাজে কথা বন্ধ কবে চুপ কবে বোস ত' বাবা। আপনি ঘবে যান নিবাবণ বাবু অনেক বাত হ'ল।

সুদর্শন। কিচ্ছু বেশী বাত হয নি। আপনাব ভয কবে যদি, আমবা আপনাকে ডিপোতে পৌছে দেব।—এই এদেব নিযে আজ থেকে ডিফেন্স পার্টি হল। আমবা সাবাবাত পাহাবা দেব। সিংডা সিং মানে ডাকু সিংড়া সিং যদি আসে তবে আমরা তাব শিং ধবে ল্যাজ কেটে দেব। পাচ হাজাব টাকা reward। **Five thousand.**

নিবারণ। আমি যে ব্যারাকে থাকি—তার অনেক নিয়ম কানুন। আজ উঠি। [উঠতে গেল—সুদর্শন টেনে বসাল]

সুদর্শন। বসুন। আমার কুলী মজুর ভাইদের একটা ভাল গান শুনিয়ে দিন। কিরে ভাই বোস—একটা ক'রে চেয়ার টেনে বোস্।

১ম। ই বাবা—আমরা কি বাবুদের সঙ্গে চেয়ারে বইস্‌তে পারি?

সুদর্শন। আলবাত্ পারিস্। এখন স্বরাজ হয়েছে। এখন আমরা সব মানুষ সমান।

২য়। সব সমান কি হইতে পারে বাবু। ভগবান হাতের পাঁচটো আঙ্গুল যে সমান করেন নাই।

১ম। বাবু ছোট বড় কথা দুটো যতদিন রইবেক্ ততদিন ছোট বড় যে রইতে হবেক্।

সুদর্শন। কেন? এই বাবু কিসে বড়—আমি কিসে বড়?

২য়। বড় হইয়ে জইন্মেছেন। তার উপর কর্ম্ম কইরে যে বড় হইয়েছেন।

১ম। বাবারে! ভদ্রলোকের ছেইলাদের কি রাম খাটুনী আমি দেইখেছি ত'। বিহান হইতে পইড়তে লাইগল। দুপহরে গেল ইস্কুল। আইল, খাইল, খেইল্ল—ফির সাঁঝ হইতে আবার পড়া। ঘুমাইছে ত' এই মাইর। অত কষ্ট কইরেছে বড় হবেক নাই। আমরা গুটিক খাইলাম আর খেইল্লাম্। আমরা কিস্‌কে সমান হব বল?

সুদর্শন। লেখাপড়া এবার তোদেরও ক'ত্তে হবে। সব কিছু শিখতে হবে। দুনিয়ার দরবারে সবার সমান হ'য়ে মাথা উঁচু করে চ'লতে হবে। লেখাপড়ায় এই বাবুরা বড় ত'? সেই রকম লেখাপড়ার সুবিধা চাষী মজুর সবাইকে দেওয়া হবে।

১ম। সেটি আমরা পাইরবক্ নাই। উসাল সরকার হইতে একটা রাইত ইস্কুল হইয়েছিল। চৌকীদার ভাইকে ভাইকে গাঁয়ের বুয়ান বুঢ়া অনেক জনকে লিয়ে গেইছিল।

২য়। তুইও গেঁইছিলি !

১ম। আঃ আর বল ক্যানে হে। বিনি পয়সার অনেক ছিলম তামুক খাইতে দিত। তা বাবু কত দিন গেইলম কিন্তু কিছু কইরতে লাইরলম্। বইটো হাতে লিয়েছি কি ঘুম বলে কুথাকে আছি।

২য়। উসব ঘটজল ঘটজল কইত্তে কইত্তে ব্যাংটো চেকাই যায় !

১ম। যায় তো।

২য়। বাবু সমান টমান বুঝি না। টাকা পয়সার কথা বল বুঝি। হাজিরি বাইরবে বল ত' চল জয়-হিন্দ কইচ্ছি। লিখাপড়ার কথা বল ত' লাইরব।

নিবারণ। অনেকদিন অনেক রকম বক্তৃতা দিতে হবে তবে এদের দিয়ে কাজ পাবেন। আজ আমায় ছেড়ে দিন।

সুদর্শন। যাবেন ? আচ্ছা আসুন। আপনি খুব ভাল গান করেন। মাঝে মাঝে এসে দয়া করে আমার মেয়েকে একটু একটু শেখাবেন। ওর গলা খুব মিষ্টি ; এমন দেশে এসে পড়লাম ; ওরও কিছু হল না, আমারও কিছু হল না। গোমোতে যখন ছিলাম তখন কত বড় বড় রেল অফিসার বড় বড় ব্যবসাদারের সঙ্গে খাতির ছিল, যাওয়া আসা ছিল। এখন সে সব কাহিনী হয়েছে। কিন্তু একটা কিছু ত' কত্তে হবে। একটা ইঁদুর গর্ত্তে বন্ধ হ'য়ে থেকে জীবনটা নষ্ট করা কি উচিত ?

নিবারণ। নিশ্চয় না।

সুদর্শন। বলুন। আমি কতদিন থেকে চাচাকে ব'লছি। চাচা চল ক'লকাতা। সে সব কথা ও কানেই তোলে না। এতটুকু প্রাণ মশাই ওর। সাহস নেই কিচ্ছু নেই। এই দুনিয়ায় বাহুবল আর বুদ্ধিবল এই দুটোই আসল বল। আমি একটা বুদ্ধি ঠাউরেছি শুনুন।

নিবারণ। [বিব্রত হয়ে] আর একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে শুনব। অনেক রাত হ'ল আজ। [উঠে দাঁড়াল]

সুদর্শন। [টেনে বসিয়ে] বসুন। আজ আর অত আরাম খোঁজার দিন আমাদের নয়। আজ সারা দেশে একটা কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে। নেতারা ব'লছে **produce** বা **perish.** ব'লছে না?

নিবারণ। ব'লছে ত'! কিন্তু কাজে হচ্ছে কই।

সুদর্শন। ঠিক। হ'চ্ছে কৈ, কচ্ছে কে? আমাদের দেরী না ক'রে কাজ সুরু ক'রে দিতে হবে। এই আজ **defence party**র কাজে হাত দিলাম। এই থেকে দেখবেন একের পর এক কাজ হাতে এসে যাবে। গ্রামে গ্রামে কৃষক কৃষাণ কুলী মজদুর এদের সব দলবদ্ধ করা হবে। আর এতে ক'রে ক্রমে আমরা বড় বড় কাজের ভার নেবার উপযুক্ত হব। সরকার এই চাইছে কিন্তু হ'য়েছে কি জানেন—কতগুলো বাজে লোক—লাল ঝাণ্ডার দল এদের মনে খালি হিংসা জাগাচ্ছে। লোভ দেখিয়ে দলে টেনে নিয়ে যত অকর্ম্ম কুকর্ম্ম এদের দিয়ে করাচ্ছে। কোনও লাভ আছে এতে? বলুন।

নিবারণ। না এতে আর লাভ কি?

সুদর্শন। গোমোতে আমার একটা **labour contract** ছিল ওরাই সব নষ্ট ক'রেছে। ওরা লোক ভাল নয় কি বলেন?

নিবারণ। নিশ্চয় ভাল নয়।

সুদর্শন। আপনাদের ডিপোতেও ঐদলের লোক আছে। তাদের নামটা দেবেন ত' থানায় একটা **report** ক'রে রাখব।

নিবারণ। আচ্ছা আমি খোঁজ ক'রে দেখব। আজ চলি।

সুদর্শন। আপনি খুব ভাল লোক। আপনার সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল **idea** আমার মাথায় আসছে। ভাল ভাল **plan**—

নিবারণ। ওসব এখন আসবে। আজ থাক্ আর একদিন শুনব।

[নিবারণ হাত ছাড়িয়ে পালাল]

সুদর্শন। নামটা দিতে ভুলবেন না। আমি **report** কর্ব্ব—

যশপাল। আপনা কাম করো, রিপোট উপোট ছোড়—

সুদর্শন। 'কাজই ত' কচ্ছি। লোক চেনা আর তাদের চালিয়ে কাজ করাকে ইংরাজীতে কি বলে জান।

যশপাল। আর বুড়াকে ইংরেজী শিখায়োনা বাবা।

সুদর্শন। ইংরাজীতে বলে **Leadership** আর বাংলা হিন্দীতে বলে নেতা। দূর কোনও জোর নেই। নেতা! যেন ন্যাতা ন্যাতা ঠ্যাকে। কোনও আঁট সাট নেই লড় বড় ঝুল ঝুল ক'চ্ছে। **Leadership**! গোমোতে সন্তোষ আমায় এই কথাটার মানে প্রথম বুঝিয়ে দ্যায়। আচ্ছা দেখি কতদূর কি হয়। এই তোরা একএক জন কজন করে মেম্বর দিবি বল।

২য়। মেম্-বর!

সুদর্শন। দূর মেম নয়—মেম্বর—মানে লোক।

১ম। লোক আমরা কি দিব বাবু! টাকা দিবেন আপনে!

সুদর্শন। টাকা দেব নিশ্চয়। তোর কাছে চার জন চাই।

১ম। আমার ত' আর কেউ নাই। শুধু ছেইলাটো।

সুদর্শন। ওসব ছেলে পিলে দিয়ে কিছু হবে না।

১ম। পাইরবেক্। চেঁচামিচি—জয়হিন্দ—নিশান লাড়া লাড় সে সব পাইরবেক্। লায়েক আছে।

২য়। দুটাকা কইরে বইলছ বাবু। তাতে আমরা পাইরব নাই। আইজ কাল দাদন দিয়ে তিন টাকা কইরে মাল কাটা লিছে।

সুদর্শন। সে কাজ ছাড়বি কেন? রাতে এ কাজ দিনে ও কাজ, হাজিরা দিয়ে গাঁইতি নিয়ে খাদে নেমে ঘুমিয়ে নিবি।

২য়। ই বাবা তারা মাইপে মাইপে কাজ নেয়।

সুদর্শন। বাজে কথা রাখ। দু টাকা ক'রে দেব। এক একজন চাইরজন ক'রে লোক আনবি।

২য়। আমরা গটা রাইতটো জাইগতে লাইরব। ই দ্যাখ, বিরিঞ্চি ঘুমাই গেল। এই উঠ্—উঠ্—

[গুঁতা খেয়ে উঠে হাই তুলে বিরিঞ্চি বল্ল]

বিরিঞ্চি। তোমরা টাকার কথাটো ঠিক কইরে ফ্যাল ত'।

[বলে পাশ ফিরে শুল]

১ম। তিন টাকার কম এ রাইত জাগা কাজ লাইরব।

সুদর্শন। থানার সিপাহী এসে যখন কানে ধ'রে করাবে তখন ?

২য়। ক্যানে ? কানে ক্যানে ধইরবে। আমাদের ইউনিয়ন রইয়েছে। ধইল্লে হইল ?

সুদর্শন। চোপ্। কথা বাড়াস্ না। বাড়ী গিয়ে খেয়ে দেয়ে তৈরী হ'য়ে নে। আমিও খেয়ে আসছি। নামাকুলী কুসুমকানালী থেকে ভালুকসোঁধা পর্য্যন্ত ঘুরতে হবে।

১ম। টাকাটো বাবু অখন দিলে হইত। আমার লুইটার মা টাকাটি হাতে না দিলে ঘর হইতে বিরাইতে দিবেক্ নাই।

সুদর্শন। আচ্ছা দাঁড়া। [যশপালকে] খুচরা দশটা টাকা দাও।

যশপাল। টাকা কুথা পাব তহবিল খালি।

সুদর্শন। ভিতর থেকে এনে দাও।

যশপাল। টাকা নাই। উদিন সেভিং এ রেখে এলাম।

সুদর্শন। কি! আমিও বানিয়া বাচ্চা। ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না। তোরা ঘর যা আমি টাকা নিয়ে আসছি।

১ম। [পা দিয়ে গুঁতিয়ে] উঠরে বিরিঞ্চি। বাবু লুইটার মা—

২য়। কম দিলে আমরা লিব নাই। ই শালা আবার শুইল—

১ম। ঘরে ঘুমাইতে লারে যে। উহার বিটি ছেইল্যাটো বড় ভাল বুদ্ধি বাইর কইরেছে। ই শালা ঘুমাইল ত' উ আইসে দমাক্ দমাক্ পিটাইতে লাইগল।

সুদর্শন। কেন ?

১ম। ই শালা বউটাকে বড় মাইত্ত বাবু। মাইর খাইতে খাইতে মাগী শেষে এই বুদ্ধি কইরেছে। ই চোখ বুঁইজল ত' উ আইসে পিটাইতে লাইগল।

ই জাগা থাইকতে ত' ইহার সাথে পাইরবে নাই। শালা খুব ঢিট হঁইয়েছে। পাঁচ দিন ঘুমায় নাই।

বিরিঞ্চি। [হাই তুলে] ছয় দিন হইল বাবু। দুটা রাইত ঘুমাইতে পাইলে হয়। তারপর হারামজাদীকে মাইরে মরাই দিব। চুলে ধইরে দে চট্‌কন্ দে চট্‌কন—টাঁই টাঁই—কি বইলব বাবু রাঁইধে খাইতে লারি যে, তা না হইলে অমন হারামী বিটি ছেলে লিয়ে আমি ঘর করি। আমার টাকাটো দাও—আমি খুঁটে বাঁইধে এইখানে ঘুমাই। তোমরা যখন হাঁকাইতে যাবে আমাকে ডাইকে লিও।

যশপাল। এটা ডুকান ঘর। মুসাফির খানা থোড়াই আছে। যাও ঘর যাও।

২য়। দ্যাখ তাভাইতে লাইগল। এখনি বলছিল আপন ঘর বটে।

সুদর্শন। তোরা যা আমি টাকা নিয়ে এখুনি আসছি।

১ম। বাবু লুইটার মা—

২য়। মাথা পিছু আড়াই টাকার কম—

৩য়। গটা রাইতটা জাইগতে

সুদর্শন। যা তোরা—যা বলছি।

[ধমক খেয়ে ওরা চলে গেল]

সুদর্শন। টাকা দাও।

যশপাল। টাকা নাই বোলতেসি।

সুদর্শন। কোনও কথা শুনব না। টাকা চাই। না পেলে—

যশপাল। কি ক'রবে? মার দাঙ্গা—

সুদর্শন। খবরদার! এটা তামাসার কথা নয়। টাকা চাই। তোমার ওপর আমার দয়া মায়া কিচ্ছু নেই। তুমি আমার বাপের কলিয়ারী ডুবিয়েছ—আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

যশপাল। এমন নেশা ক'রেছ কি বোলো যে কলিয়ারী ডুবাইয়েছি।

সুদর্শন। হাঁ তুমি ডুবিয়েছ। Pump ক'রে জল শেষ করা যাবে না—ভিতরের ফাটল দিয়ে জল ঢুকে সব নষ্ট হবে জেনেও তুমি তাকে সাবধান কর নি!

যশপাল। দুশওবার হুঁসিয়ার ক'রেছি। কাঁচা টাকার গরম, সাথে ইয়ার দোস্ত—কোনও বাত কানে নিল না। দুলাখ টাকা ঐ খাদে ডুবায়ে দিল।

সুদর্শন। তুমি স্বার্থপর—ইতর—নিমকহারাম। আমার বাবার টাকায় এই দোকান করেছ অথচ তার ঘোর দুর্দ্দিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। ফেরাও নি? জবাব দাও?

যশপাল। দশ বরষ নোকরের মত খেটেছি। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে ত' খুব দিয়েছে না?

সুদর্শন। তুমি তাকে আশ্রয় না দিয়ে তাড়াও নি? নিমকহারাম।

যশপাল। আরে বাবা! একটা মানুষ যেখানে রাজার মতুন ছিল সেখানে ছোট হ'য়ে থাকতে পারে? যাও—যাও—

সুদর্শন। তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমার বাপের টাকায় আর তুমি আমার জন্য দু একশ টাকা খরচ ক'র্ত্তে পার না?

যশপাল। দু একশও! আমি হাজারো রুপেয়া খরচা ক'রেছি। মেয়ে ছোড়াতে মামলা খরচ কে দিল? হাসপাতালে ডাংদর দাওয়াই কে দিল? গোমোতে সব মানুষের কাছে হাওলাত ক'রে খেয়েছ সে সব টাকা কে দিল? ফির্ বাত বোলো—

সুদর্শন। আলবৎ বোলেগা। তুমি ইতর তুমি ছ্যাচড় তুমি কৃমি কীট।

যশপাল। কি?

সুদর্শন। কৃমি কীট। তাই এই নরকে প'ড়ে আছ। আমার ফুলের মত মেয়েটা এখানে শুখিয়ে গেল। চাচীকে এই নরকে রেখে মেরে ফেলেছ। তুমি শয়তান তাই আমাদের এতটুকু ভাল করতে তোমার বুক ফাটে।

যশপাল। এই হাড়ী বাউরী নিয়ে হল্লা ক'রে বেড়ালে কি ভাল হোবে বাবা।

সুদর্শন। তুমি fool, তুমি idiot। এই যে ডিফেন্স পার্টি আজ হ'ল, এ থেকে পঞ্চায়েৎ তারপর জেলা কমিটী তারপর provincial—কতদূর—কতদূর যাওয়া যাবে জান ?

যশপাল। হাঁ হাঁ যাবে। এখন ঘরে গিয়ে খানা খাও।

সুদর্শন। তোমার অন্ন খাই ত' গোরক্ত খাই।

যশপাল। [কানে চাপা দিল] আরে বাবা চিল্লাও মৎ। ঘরে যাইয়ে খানা খাইয়ে—

সুদর্শন। তোমার ঘর নরক্। তুমি যখ্, টাকা নিয়ে পড়ে থাক। আমার যেদিকে দুচোখ যায় চ'লে যাই। সুমিত্রা, সুমিত্রা—

[সুমিত্রা এসে সব বুঝে বাপের হাত ধরে বল্ল]

সুমিত্রা। ঘরে চলত'। খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাকবে।

সুদর্শন। আর এ ঘর নয়। চ'ল চ'ল আমরা পালাই। আরসীতে নিজের মুখ দেখিস্? কি ছিলি আর কি হ'য়েছিস্ জানিস্। এই যখ্ বুড়োর তাঁবেদারী ক'রে কি তোর জীবনটা শেষ করবি। তুই যে রাণী হবার মত মেয়ে। আর তোকে বিনি মাইনের ঝি ক'রে রেখেছে। তোর দিকে চাই আর আমার বুকটা ফেটে যায়। আমার ডাক ছেড়ে হাঁউ মাউ ক'রে কান্দ্‌তে ইচ্ছে করে।

সুমিত্রা। কাঁদতে ইচ্ছে হয় ত' ঘরে গিয়ে কাঁদ।

সুদর্শন। বাপের মন তুই বুঝিস্ না মা। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। এ বুড়ো মরতে মরতে তুই বুড়ী হবি আর এদেশের হাড়ী বাউরীর মত চুহাড় হ'য়ে বেঁচে থাকবি। চল আমরা কুঞ্জ বাবুর বাংলোয় গিয়ে থাকব। [সুমিত্রার হাত ধরিল]

সুমিত্রা। [হাত ছাড়িয়ে] হাত ছাড় বাবা।

সুদর্শন। কী! তুই আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাস্?

সুমিত্রা। বড় দুর্দ্দিনে নানা আশ্রয় দিয়েছে তাকে ছেড়ে যেতে পারি না বাবা।

যশপাল। ও নেশায় চিল্লাচ্ছে।

সুদর্শন। কি! নেশায় চিল্লাচ্ছে। দিনের পর দিন এখানে আমার দম বন্ধ হ'য়ে এসেছে। তবু আমি মুখ ফুটে কিছু বলিনি। আজ আর কোনও পরওয়া নেই। বিপদ আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমি এই শেষবার বলছি—আমার সঙ্গে চ'লে আয় সুমিত্রা।

সুমিত্রা। আমি কি যেতে পারি বাবা? ঘরে চল খাবে। [হাত ধরল]

সুদর্শন। খবরদার! [হাত ছাড়িয়ে নিল] এই বুড়া শয়তান তোকে যাদু ক'রেছে। ভুলিয়ে এই নরকে এনে পুরেছে। চাচী যেমন শুকিয়ে ম'রেছে তুইও তেমনি মরবি। আচ্ছা আমি যদি মরদ বাচ্চা হই ত' তোমার শয়তানীর শোধ আমি নেব।

[বলে এগুতে যশপাল তাকে ধরল। এক ধাক্কায় তাকে ঠেলে ফেলে সুদর্শন টলতে টলতে চ'লে গেল। সুমিত্রা যশপালকে ধ'রে তুলল]

যশপাল। সরাপী এমন চিজ্—। উঃ আঁধেরি রাত। কোনখানে যাবে, কোনখানে গিরবে—

সুমিত্রা। যা হয় হবে। তুমি তার কি করবে। দরজা বন্ধ ক'রে খাবে চল।

যশপাল। আরে ভাই। গ্রাণ্ডটাঙ্ক রোড—হরবখত লরী মোটর—আর কি তেজ চালায়। ধাক্কা খাবে ত' সুদর্শন জরুর ম'রবে। দেখি—এ সুদর্শন—সুদর্শন—

[ডাকতে ডাকতে যশপাল বাহিরে গেল। সুমিত্রা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবতে লাগল। বুধনী ধীরে তার পাশে এসে তার মুখ দেখে আশ্বাস দেবার জন্য ব'লল]

বুধনী। কোনও ডর্ নাই দিদি। মদ খাইলে মানুষ অমন কত রঙ্গ করে। আমি মাতাল লিয়ে ঘর করি ত'। রোজ দিন ত' খায় না—যে দিন খাইল

সে দিন-মইল। এই লাচ ত' এই লাচ। এই হাইসছে এই কাঁইদছে। ভাবনা নাই কোনও। ছোট মালিক আইল ব'লে।

সুমিত্রা। আমি সে জন্য কিছু ভাবছি না। বাবা ব'লে গেল যে এখানে থাকলে এখানকার লোকের মত হবি। আমি তাই ভাবছি।

বুধনী। ই একটা কথা বটে। এ দেশের জলটো সত্যি ভাল লয় দিদি। মানুষ যেন কেমন হঁইয়ে যায়। আমিই কি এমনটী ছিলাম দিদি। চইলে গেলে কত জন চাইয়ে থাইক ত'।

সুমিত্রা। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে] সত্যি, দিনে দিনে কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছি।

বুধনী। কিস্‌কে ভাল লাইগবে এখানে। ঘর নাই বর নাই ছেইলা নাই পুইলা নাই এখানে কিস্‌কে থাইকবে। বুঢা যে কয় দিন সেই কয় দিন।

সুমিত্রা। সে কদিন কে জানে ? আচ্ছা বুধনী নানীকে দেখেছিস্ ? মনে আছে ?

বুধনী। আমার সব মনে আছে। আমার বিহার পরের বছর মইরেছেন ত'।

সুমিত্রা। কি অসুখ হ'য়েছিল জানিস্ ?

বুধনী। বড় রোগা হইয়েছিলেন। ঘর থাইকে বিরাইতেন না।

সুমিত্রা। বোধ হয় মনটা শুকিয়ে গিয়েছিল। এ যায়গায় কেন যেন কিছুতেই মন টেকে না।

বুধনী। হাওয়াটো ভাল নয়।

সুমিত্রা। একটা কথা সত্যি ক'রে বলত' বুধনী। না থাক্—

বুধনী। কি কথা বলনা।

সুমিত্রা। আচ্ছা নানা কেমন লোক ?

বুধনী। ভালই বটে। তবে একটু টাকার পিচাশ।

[যশপাল ও অসীম এল। অসীমের পরণে মলিন কাপড় গায়ের
জামায় ধুলা কাদার দাগ। মুখে একটা অদ্ভুত ভাব আছে।
যেন ব্যথা ও আনন্দ এক সঙ্গে মেশান। কাঁধে
একটা **kit bag.**]

যশপাল। বস্থন বাবুজী। বাবুকে এক কাপ চা পিলাও স্থমিত্রা। একদম গুণ্ডা রাজ হ'য়েসে। গিরিডী পৌছাবে বলে ধানবাদে বাবুকে এক জীপ গাড়ীতে উঠায়ে লিল। সাঁঝ হ'ল কি রুপেয়া পইসা ছিনায়ে লিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালাল। কি জুলুম দেখ'। স্থদর্শন কোন দিকে গেল দেখতে পাই নাই। যাই আউর একবার দেখে আসি। আপনি আরাম ক'রে বসেন বাবুজী। আঁধার হ'য়েসে, ঐ ডাঙ্গালের পাথরটার উপর আপনি ব'সেছিলেন। আমি দেখে বড় ডরাইয়ে গেলাম। দিন কাল বহুৎ খারাব। ঐ দেখেন পাঁচ হাজার টাকা ইনাম কবুল করে একটা হুলিয়া হ'য়েসে। চা পিলাও স্থমিত্রা।

[যশপাল বাহিরে গেল। অসীম উঠে লটকান
proclamation দেখতে গেল]

স্থমিত্রা। বুধনী যা ভাত নামিয়ে এক কাপ জল কেটলীতে চাপিয়ে দে।

[বুধনী চ'লে গেল। অসীমকে স্থমিত্রা বল্ল]

আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বস্থন।

অসীম। ছবি দেখে ত' লোকটাকে খারাপ ব'লে মনে হয় না। মনে হ'চ্ছে যেন ওকে কোথায় দেখেছি।

[ব'সে বই দু'টি তুলে নিল]

এই বই দু'টি আপনারই না?

স্থমিত্রা। হাঁ। আমার বই কি করে বুঝলেন?

অসীম। [হেসে] এখন পর্য্যন্ত যে কজনকে এখানে দেখলাম তার ভেতর রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়বার মত চেহারা একমাত্র আপনারই আছে।

স্থমিত্রা। কাব্য পড়ার সঙ্গে চেহারার কি সম্বন্ধ?

অসীম। হাত পা অবয়ব এত সকলেরই থাকে। কারও কারও সমস্ত অবয়বের সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে একটা লাবণ্য থাকে। সাধারণতঃ লোকে তাকে শ্রী বলে। যে যেমন কাজ করে তার সেই রকম শ্রী হয়। যাদের লক্ষ্য করে দেখার অভ্যাস আছে তারা শুধু চেহারা দেখে' শুধু কে কি কাজ করে তা নয়, মানুষের স্বভাব চরিত্র রুচি পর্য্যন্ত অনেকটা টের পায়।

সুমিত্রা। তা হবে। এক একজনকে দেখলেই ভাল লাগে আবার এক একজনকে দেখলেই মনটা বিরূপ হয়।

অসীম। নিজের আদর্শের ছবি অন্যের মুখে পেলে ভাল লাগে আর না পেলে মন বিরূপ হয়। মুখ দেখে লোক চরিত্র অনুমান করার একটা বাতিক আমার আছে।

সুমিত্রা। তাই নাকি! যাঁর সঙ্গে এলেন উনি আমার নানা। ওঁকে দেখে আপনার কি মনে হয়?

অসীম। সাধারণ লোক। ভীরু শান্ত। স্নেহ দয়ামায়া আছে কিন্তু সুরুচি বিশেষ কিছু নেই। নিজেকে নিয়ে আর নিজের লাভ লোকসান নিয়ে থাকতে চান। কবিতা উনি পড়বেন না। কেউ শোনালেও তখন উনি মনে মনে টাকা আনা পাইয়ের হিসাব ক'র্ব্বেন।

সুমিত্রা। আশ্চর্য্য রকম মিলে গেল। আমায় দেখে কি মনে হয় বলুন না।

অসীম। সুরুচি সৌন্দর্য্য বোধ আপনার খুব আছে। দেহের লাবণ্যের মত মনের লালিত্যও আছে—

সুমিত্রা। থামলেন কেন বলুন না।

অসীম। আমি অপরিচিত। একটা ঘটনা চক্রে প'ড়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। খুব অন্তরঙ্গের মত আপনার সঙ্গে আলাপ করা ত' উচিত নয়।

সুমিত্রা। আমি অনুরোধ কল্লেও ব'লবেন না।

অসীম। আমার অনুমান কিন্তু সব সময় ঠিক হয় না। তাও ব'লে রাখছি।

সুমিত্রা। আপনি যেটুকু পারেন বলুন না।

অসীম। আপনি নিজের সম্বন্ধে এবং আশে পাশে সব কিছু সম্বন্ধে বেশ সচেতন। দেহ মন সার্থকতার জন্য আর পরিপূর্ণতার জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছে কিন্তু বাস্তবের বাধা ঠেলে মনের আবেগের পেছনে ছোটা আপনার হ'য়ে উঠছে না। মিলছে কি ?

সুমিত্রা। [মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল] খুব মিলছে।

অসীম। ভাবুক মন যাদের তাদের মনে এ দ্বন্দ যে চিরন্তন। এই দেখুন রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

[চয়নিকার পাতা উলটে পড়তে লাগল]

একি কৌতুক নিত্য নুতন ওগো কৌতুকময়ী
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে চলিতে দিতেছ কই।
কভু বা পন্থ গহন জটিল
কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল
কভু শঙ্কট ছায়া শঙ্কিল
বঙ্কিম দুরগম্।

খর কন্টকে ছিন্ন চরণ
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ
আশে পাশে হ'তে তাকায় মরণ
সহসা লাগায় ভ্রম ॥

তারি মাঝে বাঁশী বাজিছে কোথায়
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যাথায়
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে—

কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ
চিন্তা ত্যাজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে ॥

যাক্ ভাবুক মনকে প্রশ্রয় দেবেন না। ভাবুক মন বড় জ্বালায়।

সুমিত্রা। আপনি কি সুন্দর আবৃত্তি করেন।

[ব'লে লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। কথার গতি ফেরাবার জন্য বল্ল] আপনি কোথায় যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন?

অসীম। গিরিডী থেকে কয়েক মাইল দূরে আসনা ব'লে একটা গ্রামে যাচ্ছিলাম। ধানবাদে নেমে বাসে যাব মনে করেছিলাম। শুনলাম ডাকাতের ভয়ে সন্ধ্যার পর G. T. Road এ Bus চলে না। নিরুপায় হ'য়ে সেখানে রাত কাটাব ভাবছি এমন সময় একজন লোক এসে বল্ল একটা জীপ গিরিডী যাবে। পাচ টাকা দিলে আমায় নিতে পারে। রাজী হ'য়ে জীপে চাপলাম। একটু আঁধার হতেই টাকা কড়ি ছিনিয়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে নাবিয়ে দিল। সুটকেশ বিছানা সব সে গাড়ীতে চ'লে গেল। kit bag টি বোধ হয় টিপে টুপে দেখেছিল তাই নেয় নি।

[নেপথ্যে থেকে বুধনী হাঁকল "চা এর জল হ'ল"]

সুমিত্রা। সত্যি কি অরাজক হ'য়েছে! যাই চা ক'রে নিয়ে আসি।

[সুমিত্রা ভিতরে যেতেই যশপাল এল]

যশপাল। চা পিয়েছেন বাবুজী?

অসীম। তৈরী হ'চ্ছে।

যশপাল। আপনার নামটা কি বাবুজী?

অসীম। অসীম রায়।

যশপাল। কোথা থেকে আসা হ'ল?

অসীম। কলকাতা।

যশপাল। হুঁ। কি করা হয় কলকাতায়?

অসীম। আমি—এই সাহিত্যিক আর কি।

যশপাল। সে কিসের কাজ বাবুজী—

অসীম। [বিব্রত হ'য়ে] মানে লেখা পড়ার কাজ আর কি।

যশপাল। ও খাতা লিখা কাজ। কওন ফারমে কাম করা হোয়?

অসীম। দোকানের হিসাবের খাতা আমি লিখি না। লিখি নাটক নভেল কবিতা।

যশপাল। আচ্ছা। তা উসব কামে আমদানী কি রকম হোয়।

অসীম। কোন রকমে চলে যায় আর কি।

যশপাল। [সহানুভূতির সুরে] হুঁ একটা কথা আসেনা?

উত্তম খেতি মধ্য ব্যাপার
নিকৃষ্ট নোকরি ভিক নিদার।

আপনার কাম ভিখের মত আসে না। খুসী হোবে ত' কোই কুছ দিবে। নাহি ত' নাহি।

[চা ও কিছু খাবার নিয়ে সুমিত্রা এল]

যশপাল। আরে ভাই। বাবু ভারী বিদ্বান। নাটক উটক্ লিখেন। চা পিয়ে লেন বাবুজী।

অসীম। সঙ্গে খাবার কেন? আমার যে দাম দেবার উপায় নেই?

সুমিত্রা। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন। লেন দেন যেমন আছে আতিথেয়তা বলে একটা কথাও ত' আছে।

অসীম। হাত মুখ ধোয়া দরকার যে একটু।

সুমিত্রা। ভিতরে যান। সব ওখানে আছে। বুধনী বাবুকে জল দে।

[অসীম ভিতরে যেতেই যশপাল তার **kit bag** নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল]

সুমিত্রা। ওকি! ছিঃ নানা।

যশপাল। দিন কাল খারাব। কে কখন কি ভেস্ লিয়ে আসে। না হাতিয়ার নাই খালি কাগজ। আচ্ছা দিদি আজ রাত বাবুজীকে এখানে থাকতে বোলি।

সুমিত্রা। কেন?

যশপাল। সুদর্শন হল্লা ক'রে গেল। যদি ফিরে এসে গোল করে তবে ত' মুস্কিল হোবে। সন্নাসী দেখে আমার ভারি ডর্ হোয়—

[অসীম ফিরে এসে জল খেতে ব'সল]

যশপাল। বাবুজী গিরিটী কি কাজে যাবেন ?

অসীম। ওখান থেকে মাইল দশেক দূরে আমার জন্মস্থান।

যশপাল। আপনা লোক সব সেখানে থাকে বুঝি ?

অসীম। মামাদের কে আছে কে নেই—আমি আবার অনেক দিন কোনও খবর রাখি না।

যশপাল। গিরিটী থেকে কেমন ক'রে যাবেন। লুরী যায় ?

অসীম। জানি না।

যশপাল। পায়ে চোট লেগেছে। অতদূর হাঁটতে ত' বহুৎ তক্‌লিফ হবে।

অসীম। তা একটু হবে।

যশপাল। আমি বোলি কি, আজ রাতটা থেকে যান। কাল বাসে যাবেন। গিরিটী বহুৎ দুর ভি আসে—আওর দিন কাল ভি খারাব।

অসীম। যা হবার তাত' হয়েই গেছে খারাপ আর কি হবে। যতদূর পারি এগিয়ে থাকি।

সুমিত্রা। অনেক কষ্ট পাবেন কিন্তু।

অসীম। পথিক আমি। পথের কষ্টের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই বেরিয়েছি।

[উঠে দাঁড়াল]

যশপাল। বাবুজী থেকেই যান।

অসীম। মাফ ক'র্বেন। [kit bag ঘাড়ে নিল]

সুমিত্রা। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন। থেকেই যান। আজ রাতটা বিশ্রাম ক'রে কাল বাসে যাবেন।

অসীম। আপনিও ব'লছেন !

সুমিত্রা। হাঁ—থেকেই যান।

অসীম। আপনার অনুরোধ ঠেলা যায় না। শেঠজী বানিয়া দেনা পাওনা লাভ লোকসান হিসেব ক'রে কাজ করেন কথা বলেন। ওঁর কথা ঠেলা যাব। যাক্ আজ রাতটা আপনাদের আশ্রয়েই রয়ে গেলাম।

[**kit bag** নামিয়ে রাখতে রাখতে]

বাহির হলাম কবে সে নাই মনে

যাত্রা আমার চলার পাকে এই পথেরই বাঁকে বাঁকে

নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পূর্ব্ব দৃশ্যের কয়েক দিন পরের কথা। পায়ের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় অসীমের যাওয়া হয় নাই। সে কলকাতায় টাকার জন্য চিঠি দিয়ে মনিঅর্ডার আসার অপেক্ষা কচ্ছে। অসীমের শিল্পী মনের সঙ্গ পেয়ে সুমিত্রার মনেও জাগরণের সাড়া লেগেছে। কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে অসীমের চিন্তাধারার গভীরতা তাকে উন্মনা করে তুলেছে। সে দিন সকালে অসীম চায়ের টেবিলের উপর বিছানা শয্যা থেকে উঠে জানালা খুলে প্রভাতের আলোর দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে আপন মনে ভৈরবীর সুর গুন গুন কত্তে লাগল। তারপর বাহিরে যাওয়ার দরজা খুলে ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে গেল। ঘর পরিষ্কার কত্তে এসে সুমিত্রা অসীমের গুন গুন সুর শুনে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সেও সেই সুর গুন গুন ক'ত্তে ক'ত্তে ঘরের কাজ কত্তে সুরু কল্ল। যশপাল ধূপদান হাতে এসে গণেশ মূর্ত্তিকে ধূপ দেখাচ্ছে তখন সুমিত্রা তাকে বলল]

সুমিত্রা। বেলা হল—কই বৃধনী হলধর কেউ ত' এলনা নানা!

যশপাল। চুলহা ধরেছে?

সুমিত্রা। হাঁ।

যশপাল। কেট্‌লী চাপাইয়ে রাখ্‌। পহেলা লরী এসে যাবে, আর খরিদ্দার ভি এসে যাবে।

সুমিত্রা। জল বসিয়েছি। রায়বাবু এত সকালে কোথায় গেলেন?

যশপাল। ইধর উধর কোথা ঘুমতে গেছেন। তুই রায়বাবুর বিস্তারা ভিতরে লিয়ে যা।

[সুমিত্রা বিছানাটা তুলতে গেল]

যশপাল। সুমিত্রি! রায়বাবু যাবার কথা কিছু বলেছেরে?

সুমিত্রা [একটু সচকিত হয়ে] কৈ না!—সে কথা কিছু হয় নি।

যশপাল। [হেসে] হর্ বখত ত' দেখি বাত চিত চলতেছে। এত কি কথা তোরা বলিস বোল ত'?

সুমিত্রা। [হেসে] বা রে! গোমো থেকে আমাদের এনে এখানে একটা পাত কোঁয়ায় আটকে রেখেছ বল্লেই হয়। উনি একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক —তার ওপর ক'লকাতা থেকে আসছেন —দেশের খবর দশের খবর—সব রকম কথাই হয়।

যশপাল। [ঠাট্টার সুরে] ছোটিসে মছরী সাগর যাই
না তো বাটী না পার ভি পাই॥

সুমিত্রা। কথার ইঙ্গিত বুঝে হেসে] তবু বর্ষা এলে, নূতন জলের নেশায় মাছ উজিয়ে যেতে চাইবেই। এই তার স্বভাব।

যশপাল। বিলকুল ঠিক। আমার ত' মানুষটা ভাল ব'লে মালুম হোয়। বাকি—এখানে রহে কি না রহে।

সুমিত্রা। তুমি ভেবেছ যে উনি নিজের কাজ কর্ম্ম সব ফেলে এইখানেই প'ড়ে থাকবেন।

যশপাল। [হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে] হুঁ। সুদর্শন চ'লে গেল। ২।৪ রোজ বাদ একদিন ধানবাদ যেতে হোয়। সনঝা পর ত' লরী ছোড়ে না। কাম্ ধান্দা সামহাল্‌তে দেরী হ'লে রাতে না ফিরি—তব্ তো—। খালি ঘর— বোলে ক'য়ে কয় রোজ রায়বাবুকে রাখ।

সুমিত্রা। তুমি বল্লেই পার।

যশপাল। আমার কথায় তো রহে নাই। তোর কথাতে রহেসে। ফিরভি তুই বোলবি ত' রহে যাবে।

সুমিত্রা। আমার কথার এত জোর!

যশপাল। কথার ভি জোর আছে, মুখের ভি জোর আছে—

[নেপথ্যে সাইকেল বেল্ বাজল। "যশপালজী" বলে ডেকে ভালুকসোঁধা কলিয়ারীর বৃদ্ধ ওভারম্যান রাসবিহারী ধর প্রবেশ করল। সুমিত্রা বিছানাটা নিয়ে ভিতরে গেল]

যশপাল। এত সবেরে কোন্ দিকে যাবেন রাসুবাবু।

রাসবিহারী। জামডিহী। আমাদের মালিকের কাছে। তোমার সুদর্শন বাবু আমাদের ম্যানেজার হয়ে পরশু এসেছে।

যশপাল। হাঁ!

রাসবিহারী। ম্যানেজার বাবু ছ'মাস ছুটী নিয়েছে তার বদলী।

যশপাল। হুঁ। ম্যানেজারী কামের ও কি জানে!

রাসবিহারী। চেয়ারে কাজ চলে হে—চেয়ারে কাজ চলে। জান্তে হয় না। এই আজ কাল আমাদের দেশের লাট বেলাট সব হোচ্ছেন—কাজ চলছে ত'! তবে লোকটা বড় অপয়া।

যশপাল। একদম বদ নসীব। কোনও দিন কিছু কর্ত্তে পারে নাই। যাতে হাত লাগাবে—ব্যাস্ গুবলিট্।

রাসবিহারী। হুঁ। তবে এবার শুধু নিজে ত' নয়, সবাইকে নিয়ে গুবলিট্।

যশপাল। [সন্দিগ্ধ হ'য়ে] কেন? কিছু হোয়েসে?

[অসীম বাইরে থেকে এল]

এত সবেরে বাহারে গিয়েছিলেন রায়বাবু?

অসীম। পায়ের ব্যাথাটা গেল কি না একটু হেঁটে দেখে নিলাম। খুব ভাল লাগল আজকের সকালটা। মাঠে মাঠে ধান কাটা সুরু হ'য়েছে ছেলে মেয়ে বুড়ো যোয়ান সব আনন্দে গান গাইতে গাইতে কাজে যাচ্ছে।

যশপাল। এ সব আপনার ভি ভালো লাগে?

অসীম। আমি খুব গণ্ডগ্রামে এক গরীব চাষীর ঘরে জন্মেছি। মাঠে কাজ কর্ব্বার বয়স অবধি সেখানে ছিলাম না—তবে এ খেত থেকে ও খেতে হুঁকা জল খাবারের মুড়িগুড় নিয়ে গেছি এসেছি।

রাসবিহারী। মশাইর কি করা হয় এখন ?

যশপাল। বাবু বড়া বিদ্বান—কিতাব ওতাব লিখেন—নাটক নভেল—

রাসবিহারী। সেই জন্যে [হাসি মুখে মাথা নাড়তে লাগল]

অসীম। হাসছেন যে ?

রাসবিহারী। প্রথম বয়সে আমার এক বন্ধুও ঐসব কত্তেন।

অসীম। তারপর !

রাসবিহারী। তারপর আবার কি। মিথ্যেবাদীদের যা হয়—কোনখানে কিছু হ'ল না—কেউ আমল দিলে না।

যশপাল। [উদ্বিগ্ন হ'য়ে] এ সব কি বাত রাস্থ বাবু। ভদ্দর লোকের সাথে এ কি রকম বাত !

অসীম। উনি ঠিকই বলেছেন যে।

রাসবিহারী। মেড়ো বানিয়া তুমি এসব কি বুঝবে হে। শোন—শোন —ওদের হ'ল খালি মিথ্যে নিয়ে কারবার। রকম রকম মিথ্যে সাজিয়ে এমন সব গল্প ওঁরা লেখেন—

অসীম। [হেসে] যে কিছু লোকে পয়সা দিয়ে কিনে তাই পড়ে।

রাসবিহারী। ছাই কেনে। তিন চারখানা বই ছাপিয়ে—দেনা টেনা হ'য়ে, এখন ওসব ছেড়ে বন্ধুটী ইস্কুলে ছেলে ঠেংগাচ্ছে—কি ক'রবে ? পেট চালাতে হবে ত ? মশাই তুনিয়ায় ক'রে খাবার শ্রেফ্ তুটী রাস্তা। হয় খেটে খাবেন না হয় লুটে খাবেন। এই আমি খেটে খাচ্ছি—যশপাল লুটে খাচ্ছে। অন্য কোন পথ নিয়েছেন কি সব গুবলিটু।

যশপাল। রাসবিহারী বাবু মজাক্ কর্চ্ছেন।

[সুমিত্রা চা এনে রাসবিহারী বাবুকে দিল]

অসীম। আজ তুমি স্বয়ং চা দিচ্ছ।

সুমিত্রা। চাকরেরা কেউ নেই—

অসীম। চাকর নাই তুমি চা কর তাই। বেশ আমার চাও তোমার হাত থেকেই আসুক।

সুমিত্রা। এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। ওই ত' হলধর হাজির।

[হলধর বাইরে থেকে এল]

যশপাল। [বিরক্ত ভাবে] দো ঘণ্টা বেলা হোলো—এখন বাবু ঘর্ থেকে ডুকানে এলেন চা পিতে।

হলধর। ভালুকসোঁধা গেঁইছিলম্। কোন বিহানে বির'াইছি। রাইতে নিদ যাইতে লাইরলম্।

সুমিত্রা। কি হয়েছিল ?

হলধর। আমার কিছু হয় নাই গো। ঐ বুধনীর মরদ রাখু কাইল সাঁঝে ঘরকে আইলো নাই। মাগী কাঁইদে কাঁইদে ঘর আর বাহির্—ঘর আর বাহির্। কি হঁইয়েছে কেউ কিছু বঁইলতে লাইরছে। কেউ বইলছে মদ গিলে পইড়ে র'ইছে—কেউ বইলছে দাদন লিয়ে বাজনা খাদে কাজ লিবে বইলেছিল তাই গেঁইছে। কেউ বইলছে নামা কুলীর পরবাসী বইলে মেয়েটো—উহাকে লটকাঁইছে। আসলে কি হঁইয়েছে কেউ ঠাহর্ কইরতে লাইরছে।

সুমিত্রা। বলিস্ কি ! তারপর ?

হলধর। মাগী একবার ইহার পায়ে পইড়ছে একবার উহার পায় পইড়ছে। কি কাঁদন গো—সারা রাত শীতের রাইতে কুকুর ছায়ের মত কুঁই কুঁই কইরেছে। বিহানে তাইত আমরা খাদে গেইলাম—খবরটো লিতে।

সুমিত্রা। খবর পেলি ?

হলধর। কেউ কিছুই বইল্লে না। কিন্তু চাউনিটো ভাল লয়কো। কিছু একটা হোঁইয়েছে।

রাসবিহারী। বসুমতী খেয়েছে রে—বসুমতী খেয়েছে। মানুষের বড় বাড় হোয়েছে। দয়া করে তিনি যা দানা পানি দেন তাতেই আর সব জীব খুসী। আর মানুষ তার বুক চিরে সব কেড়ে নিচ্ছে যে। যাবে যাবে একে একে

সব যাবে। সবাই যাবে। হাজার অস্তর ছেড়েছে—আন-বান—মারী-মড়ক—হাজার রকম দুর্ঘটনা—

যশপাল। এ সব কি বাত রাসু বাবু।

রাসবিহারী। যাক্—যাক্—আমি ভাই আফিঙ্‌চী, আমার কথা ধ'রো না—মৌতাতের সময় হয়েছে কি বলতে কি বলেছি।

[কৌটা থেকে এক বড়ী বের ক'রে গালে দিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল]

সুমিত্রা। সত্যি কিছু ঘটেছে কলিয়ারীতে ?

যশপাল। তুমি এত বিহানে মনিবের কাছে চ'লেছ। কিছু গোলমাল হ'য়েছে কি ?

অসীম। কোনও accident হয় নি ত ?

রাসবিহারী। আরে মশাই! গরীবের ত' জীবনভোর সব কিছুতেই accident. এ্যাক্‌সিডেণ্টে জন্মায়—সারা জীবন টালমাটাল ক'রে এ্যাক্‌সিডেণ্ট সামলাতে সামলাতে—অবশেষে হঠাৎ এ্যাক্‌সিডেণ্ট চ'লে যায়। চাষের ক্ষেতে—ফ্যাক্‌টারীতে--কয়লা খাদে—খেতে শুতে পথ চ'লতে—লড়াই দাঙ্গা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ সব কিছুতেই গরীবদেরই accident. তবে বড় লোকেরাও কিছু অমর হ'তে পারে নি। রক্ত শুষে তাগড়া তাজা হচ্ছে বটে—তবে আখেরে সব গুবলিট্।

অসীম। সে যাক্। বুধনীর স্বামীর বিষয় আপনি কিছু জানেন কি ?

রাসবিহারী। মশাই আমি office এ বসি। বুড়ো হয়েছি তাই খাদে নামতে হয় না। খাদে কে এল কে গেল আমি কি ক'রে জানব বলুন ?

অসীম। খাদে accident কিছু হ'লে জান্‌তে পাত্তেন ত' ?

রাসবিহারী। বড় রকম কিছু হ'লে সবাই জানে। খুচ্‌ খাচ্‌ ছোট খাটো ব্যাপারে কে কার খবর রাখে বলুন। পাতালপুরীর ব্যাপার! পাতালপুরী !!

[কেঁদে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুধনী এল। সুমিত্রার সামনে গিয়ে]

বুধনী। আমার কি সর্ব্বনাশ হইল গো—রোজ দিন সাঁঝ হইতে ঘরে আইসে—কাল ক্যানে আইল নাই।

সুমিত্রা। চুপ কর্ বুধনী। কি হয়েছে না জেনেই তুই কাঁদিস্ কেন?

বুধনী। আমি জানি--আমি জানি। কাইল সাঁঝ হইতে আমার পরাণটোয় কুডাক ডাইক্ছে। হপ্তা পাবে—আমাকে এখান হইতে ঘরকে লিয়ে যাবে। যখনই আইল না আমি তখনই জানি গো—আমার কপাল ভাইঙ্গেছে—

[নিজের কপালে ঘা দিতে লাগল]

যশপাল। তুই কেমন বোকা বোল ত? কে তোকে কি বলেসে আর তুই এমন করতেছিস্—

বুধনী। ধ্বজা—বিরিঞ্চি—গোবরা—উহারা খাদ হইতে অখন ঘুইরে আইসে বইল্লে যে, টাব গাড়ী টানা লোহার দড়িটো ছিড়েছিল মেরামত হঁইছে। অফিসের বাবু—বয়লাটের খালাসীরা সব কেমন থম্ থম্ কইছে। উহারা কেউ কিছু কেনে বইলছে নাই—আমাকে কেনে ডাইকে লিয়ে দেইখতে দিছে নাই--আমি একবার দেইখবো--জন্মের শোধ দেইখবো গো--

যশপাল। এই ইষ্টোর বাবু রহিয়েসেন্—কিছু হোলে জরুর বোলত।

[বুধনী রাসবিহারী বাবুর পায়ে প'ড়ে]

বুধনী। বাবুগো—কি হইয়েছে বল—বল—

রাসবিহারী। [উঠিয়া দাঁড়াল] আমি কি বলব বল—তার কিছু হ'য়েছে কি কোথায় চ'লে গেছে—না দেখে সঠিক না জেনে কি বলব বল।

[সুমিত্রা ধ'রে তুলে সস্নেহে বল্ল]

সুমিত্রা। ভিতরে চল্ বুধনী। যাতে ঠিক খবরটা পাওয়া যায় আমি তার ব্যবস্থা কর্ব্ব—চল্--চল্--

বুধনী। আমার বুকটো—আমার বুকটো—ট'াইসে ধইরেছে গো—আমি দম লিতে লারছি। [বুধনী ও সুমিত্রা ভিতরে গেল]

যশপাল। হলধর রায় বাবুর চা নিয়ে আয়। [হলধর গেল]
[দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল] হে রাম—হে কিরপাল—

রাসবিহারী। কি গো তুমিও মন খারাপ কচ্ছ ?

যশপাল। কেন ? মায়া দয়া কি হামার নাই। দেখেন ত' রায় বাবু—

অসীম। সত্যিই যদি অঘটন কিছু ঘ'টেই থাকে—কি দুঃখের কথা বলুন তো—

রাসবিহারী। কিছু না মশাই! এ দেশ থেকে যে যায় সেই চির দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে যায়। জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত দিন গুলো খতিয়ে দেখলেই দেখবেন—ভয় ত্রাস—জ্বালা যন্ত্রণা--নিত্য লাঞ্ছনা আর আত্মার অপমান-- যাক্ আমি মৌতাতি লোক একটু বেশী বকি—কিছু মনে ক'রবেন না।

অসীম। এমনি দুঃখীর ঘরেই আমিও জন্মেছি—এ সব দুঃখ আমিও বুঝি।

রাসবিহারী। নাটুকে লোক ত', ওসব দুঃখ কষ্ট আপনাদের সখের বিলাস। কেন মিথ্যে ব'লছেন—

অসীম। সত্যি। চাষীর ঘরে অনেক দুঃখে কষ্টে শিশুকাল আমার কেটেছে।

রাসবিহারী। চাষী ঘরে জন্মে—দুঃখে কষ্টে মানুষ হয়ে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হ'য়েছেন—দেশের দশজনের একজন হ'য়েছেন এ সব গল্প এ দেশে চ'লবে না মশাই—বিলেত টিলেত ঐ সব দেশে নাকি কালে ভদ্রে কখনও সখনও এমন হয়—এ দেশে—? রাম চন্দ্র।

অসীম। সত্যিই তাই। আমাদের সংসারেও এমনই একদিন হঠাৎ বাজ পড়েছিল। চাষের মজুরী কত্তে গিয়ে বাবা কলেরা নিয়ে এল—মাকে নিয়ে এক সঙ্গে বিদেয় হ'ল। হাহাকারের সঙ্গে এল পেট চালানর প্রশ্ন, ভার পড়ল মামার ঘাড়ে। তিনি চাপিয়ে দিলেন সহরের এক ভদ্দর লোকের ঘাড়ে। সে বাড়ীর মাষ্টার মশায়ের দয়ায় লেখা পড়া শুরু হল। ছোট হ'য়ে জন্মেছি বলে বড়দের চেয়েও বড় হবার এমন জেদ হ'ল যে সেই ঝোঁকে পাশের পর পাশ করে— অনেক দূর এগিয়ে গেলাম।

রাসবিহারী। বটে! কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে তবে একটা ভাল চাকরী না নিয়ে বই লেখা ব্যবসাটা ধরলেন কেন?

অসীম। বেলা ন'টা থেকে দশটা পর্য্যন্ত হাবড়ার পুলের কাছে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন লক্ষ লক্ষ লেখা পড়া করা চাকুরের দল শুধু পেট চালানর দায়ে ছুটতে ছুটতে চ'লেছে। ঐ দলে একজন হ'য়ে হারিয়ে না গিয়ে একটু অসাধারণ হবার সাধ হ'য়েছিল। যদি সত্যই সত্য কিছু লিখতে পারি—আমি দুনিয়া থেকে চলে গেলেও লোকের মনে আমি থাকব—এইরকম কতগুলো কথা মাথায় ঢুকেছিল।

রাসবিহারী। বিদ্যার বদহজম হ'ল আর কি?

অসীম। [হেসে] কতকটা তাই বটে।

রাসবিহারী। পুরোপুরীই তাই। মশাই সাধারণ জীবনেই কি দেখবার শুনবার করবার ভাববার কম থাকে। এ দুনিয়াটাই ত' একটা বিরাট বিস্ময়ের কারখানা। তবে হাঁ, এ দেশে জন্মে জীবনের আনন্দ পাওয়াই বলুন বা আর যাই বলুন কোনও আশাই মিটবে না—। দেহ রাখতেই দেহ পাত হবে—হরদম ঝামেলায় দম ফুরিয়ে যাবে।—আনন্দের ছিটে ফোটা পাবেন—আর দুঃখ পাবেন ঝুড়ি ঝুড়ি। বাবে! আমি ত' ব'কেই চ'লেছি—উঠি উঠি—দু মাইল রাইক মারতে হবে।

[যেতে যেতে ফিরে এল]

এ দ্যাখ—কি ভুলো মন হয়েছে। টাকা পাঁচটা রাখ রানবাদ থেকে কালাচাঁদ নিয়ে এস। চল্লুম মশাই। দেখুন সত্যিকারের সত্য যদি লিখতে চান তবে আমাদের মত মানুষ, কি করে হাত পা মাথাওয়ালা জানোয়ার হয়ে যায়—সেই সব কথা লিখে সারা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দিন। সভ্যতার বাপ্পাটা ধরিয়ে দিন—মেকি মানুষের মুখোস খুলে সবাইকে দেখিয়ে দিন—

[রাসবিহারী বের চলে গেল]

যশপাল। মানুষটা আজ কয় বছর থেকে একটু পাগলা-পাগলা—হোয়েসে—

অসীম। খুব চোট্ পেয়েছেন বোধ হয়।

যশপাল। জী হাঁ। বহু গেল—যুয়ান বেটা গেল। রায়বাবু চোট্ দুনিয়ায় সব কোই পায়—বাকি কেউ সামহাল দেয়—কেউ চুরমার হোইয়ে যায়। হে রাম—হে কৃপাল—

[চা নিয়ে সুমিত্রা এল]

সুমিত্রা। বুধনীকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। দুজনে বড্ড ভাব ছিল কিনা। সাধ আহ্লাদ অনেক ছিল। কি করা যায় বলুন ত'?

অসীম। সত্যিকার ব্যাপারটা কি তাই ত' ঠিক বোঝা গেল না!

যশপাল। রায়বাবু— আজকাল কম্পিন্‌সিসন্ হোইয়েসে না। বহুৎ টাকা মালিককে দিতে হয়—। বাতটা এই হোয়েসে যে চাপিয়ে দিতে পারলে কে অত টাকা দিবে?

অসীম। আপনার কি মনে হয় যে accident হ'য়েছে আর খেসারৎ দেবার ভয়ে ওরা লাস গুম করে চেপে দিয়েছে।

যশপাল। সুদর্শন ওখানে এসেছে না। ওর ভাল বুদ্ধি নাই খারাপ বুদ্ধি আছে। কি জানি কি হোয়েসে। এত বিহানে বুঢ়া রামুবাবু জামডিহী মালিকের কাছে কেন যায়—সেটাভি ত' সোচ্‌তে হোবে। [কান পেতে দূরে গোল শুনে] হল্লা কিসের?

[উঠে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে]

ওরা সব খাদে থেকে এসেছে না। ওইখানে বসে গোটালা লাগায়েসে।

অসীম। কি খবর পেল জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

যশপাল। ওসব কি মানুষ আছে—এক একজন এক এক কিসিম্ ব'লবে। আমি ডাকিয়ে দি—এই বিরিঞ্চি—আরে ধ্বজা—কি হ'য়েসেরে—?

[বিরিঞ্চি—ধ্বজা—গোবরা—প্রবেশ করল]

বিরিঞ্চি। খাদে গেইছিলাম—রাখুর খবর লিতে।

অসীম। খবর কিছু পেলে?

[পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে]

বিরিঞ্চি। বইলে ফ্যাল হে।

ধ্বজা। [সাড়ম্বরে সুরু করে] হইয়েছে কি—[থেমে গেল]

গোবরা। থামলি ক্যানে বল।

ধ্বজা। তুই বল। আমি লাইরব।

গোবরা। হইয়েছে কি জানেন—টাব টানা রশিটো বড়ই কমজোর হইয়েছিল—

ধ্বজা। মালিক খালি টাকা খুঁইজছে। মানুষ যখম হবে কি মইরবে কিছু কি দেইখছে—

গোবরা। পুরান ম্যানেজার ছুটী নিল—আইলেন আমাদের সুদর্শন বাবু—তা বয়লাট্ খালাসী আর নিমু ওভারমান কাইল তাকে সে কথাটো বইলেছিল—

বিরিঞ্চি। কিছুই বলে নাই—খালি মিছা কইরে আমাদিকে শুনাইছে।

গোবরা। ও কথাটো থাইক্। আসল কথাটো বলি—

ধ্বজা। হুঁ বল্—বল্।

গোবরা। বাবু—কাইল হপ্তার দিন ছিল তো? ভোঁ দিতে আমরা ইন্‌কালাইন থেইকে উইঠে আফিস্ গেইলাম। তা উ-গায়ের সুমন্তটার পায়ে চাপ ভেইঙ্গে পইড়ে চোট লেইগেছে। তাকে ধইরে রাখু ধীরে ধীরে উঠছিল।

অসীম। রাখু কে?

ধ্বজা। বুধনীর মরদটো—

গোবরা। তারপর কি হইয়েছে আমরা কিছু জানি নাই।

বিরিঞ্চি। ও গায়ের সুমন্ত ঘর যায় নাই—রাখুও ফিরে নাই।

অসীম। কলিয়ারীর অন্য লোক কিছু বলেছে?

গোবরা। সবাই আমরা হপ্তার জন্য আফিসে ছিলাম।

ধ্বজা। আজ সুধাইতে সুদর্শন বাবু বইল্লেন—ওরা দুজনে সবার শেষে টিপ ছাপ দিয়ে হপ্তা লিয়েছে।

গোবরা। কিন্তু বয়লাট খালাসী রশিটো সাইরছে।

বিরিঞ্চি। বদলাইছে।

গোবরা। শুধাইতে বইল্ল—কাল শেষটায় ছুটো টাইনে আইনতে রশি ছিঁড়েছিল—

অসীম। তারপর।

ধ্বজা। একটা যখমী লোক লিয়ে উঠছে—টাবে ধাক্কা ত' খাইতে পারে? কি বলেন—

গোবরা। আমার মনটায় ত' তাই হইছে।

যশপাল। তা টিপ্ ছাপ দিয়ে হপ্তা লিয়েসে কেমন ক'রে?

ধ্বজা
রিরিঞ্চি } সেইটাই ত' বুইঝতে লারছি গো—টিপটা রইয়েছে।

[নিবারণ, অবিনাশ ও চাটার্জ্জী এল]

চাটার্জ্জী। টিপটা পবে ব'সেছে—সাফাই তৈরী হ'য়েছে। আমি সব শুনলাম ওদের কাছে। Compensation এড়াতে এই কীর্ত্তি হয়েছে।

ধ্বজা
বিরিঞ্চি } ইটোই হযেছে।

চাটার্জ্জী। হযেছে ত'। কিন্তু তোরা কি করবি এখন?

গোবরা। আমবা কি কইরব আইগা—আমবা অবলা জীব। কিছু বইলতে লাইরব কইরতে লাইরব। কীল খাঁইয়ে কীল চুরী ক'রে চুপ কইরে থাইকব।

ধ্বজা। আমরা সোরগোল কইল্লে—আমাদেরকে আর কাজে লিবে নাই। তখন তিন ক্রোশ দূরে কাজে যাইতে হবেক।

বিরিঞ্চি। আমরা বল্লেই কি হবেক বলেন। যে গেঁইছে সে ত' গেঁইছে। সেকি ঘুইরবেক। মাঝে হইতে আমাদের দুঃখ বাইড়বেক।

নিবারণ। তা বলে কোনও প্রতিকারের চেষ্টা করবি না—

বিরিঞ্চি। আমরা কি কইবব বলেন?

চাটার্জ্জী। কাল তোদের যদি ঐরকম হয়।

ধ্বজা। কপালে থাকে হবেক্। ইসব যখমী কাজ ছাড়া যখন পেট চলে না তখন ইসব সইতেই হবেক্।

চাটার্জ্জী। তোদের সহ্য করার ক্ষমতাকে বলিহারী।

অসীম। যুদ্ধ করার ক্ষমতা যদি অর্দ্ধেকও থাকত তাহলে অনেক দুঃখই এদের কমে যেত। দুঃখে কষ্টে অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অমানুষ হয়ে প'ড়েছে—

চাটার্জ্জী। তাইত কি করা যায়—

অবিনাশ। এক কাপ ক'রে চা খেয়ে ব্যারাকে ফিবে জল্পনা কল্পনা করা যাবে—কটা দিন বেশ হৈ চৈ ক'রে কাটবে। কৈ শেঠজী চা দাও তিন কাপ্।

সুমিত্রা। হলধরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [অসীমকে] আপনি যদি একটু খবর নেবার চেষ্টা করতেন—

অসীম। আমি—!

সুমিত্রা। দেখছেন ত' এরা মানুষ নয়—শুধু গোলই ক'রবে কাজ কিছু হবে না—

অসীম। আচ্ছা—[চাটার্জ্জীকে] আমি খাদে গেলে কিছু খবর পেতে পারি কি ?

চাটার্জ্জী। আপনাকে সত্য খবর দেবে কেন ?

গোবরা। এক লম্বরে কাজ বন্ধ শুইনে আইলাম। তুলম্বরে কাল থেকে কাজ। তাথেই ত' সন্দেহ হইছে।

অসীম। আমি যাই। স্পষ্ট কিছু না জানতে পারলেও আভাষে বুঝতে পারব ত' ?

চাটার্জ্জী। আচ্ছা চলুন। তোমরা চা খাও—গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরব—

[তারা বাহিরে গেল—সুমিত্রা ভিতরে গেল]

অবিনাশ। চাটার্জ্জী চালাচ্ছে—এক্ষুনি ফিরবে—60 miles ত' ওর ডাল ভাত—

নিবারণ। কলিয়ারীর মালিক কে শেঠজী?

যশপাল। জামাডিহীর নিকুঞ্জ বাবু

নিবারণ। হুঁ। লোকটা মাঝে মাঝে এখানে আসা যাওয়া করে না?

যশপাল। জী হাঁ—কখুনো কখুনো আসে—

নিবারণ। লোকটা সুমিত্রাকে একটা হারমোনিয়াম, বই-টই দিয়েছে না। লোকটা মহা পাজী—

[ভিতর থেকে ছুটে বুধনী দরজার কাছে গেল]

বুধনী। ওগো বাবু গো—আমাকে সাথে লিয়ে যাও গো—আমি একবারটী দেইখবো— [সুমিত্রা এসে তাকে ধরল]

সুমিত্রা। অত অস্থির হ'চ্ছিস্ কেন বুধনী?

বুধনী। কিস্‌কে স্থির হব বল? এইবার হপ্তা পাইলে ছেইলে হবার মানত কইত্তে কল্যাণেশ্বরী মায়ের থানে লিয়ে যেইতে চেইয়েছিল গো—আজ চার মাস নেশা করে নাই—টাকা জমাইছে—হায় হায় গো টাকা জমাইছে—টাকা টাকা—ঘর ঘর—ছেইলা ছেইলা কইরে জানটো দিলিরে—ওরে আমি কি কইবব—আমি কেমন করে ঘরে রইব—

বিরিঞ্চি। চিচাইলে সে কি শুইনবে থাম্—থাম্—

বুধনী। তোদের মত মাইর হাটুকা মরদ সে লয়—ঘরে যতক্ষণ রইত ততক্ষণ কাছ ছাড়া হইত নাই—আমি সেই ঘরে কেমন কইরে থাইকব গো—

সুমিত্রা। তুই আমার কাছে থাকবি—চল্ চল্ ভিতরে চল্—রায় বাবু গেলেন সব খবর নিয়ে আসবে।

বুধনী। খবর আইসবে—সেত আইসবে নাই—ঠাকুর আমাকে লিলে নাই ক্যানে—

[সুমিত্রা তাকে ধরে নিয়ে ভিতরে রেখে ফিরল]

নিবারণ। নাঃ এ বুক ফাটা কান্না আর সওয়া যায় না—

অবিনাশ। কি হ'ল আপনার মশাই—আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

নিবারণ। এ দুনিয়ায় কি ঘটছে বুঝতে পাচ্ছেন? সবাই সর্ব্বনাশের পথে চলেছে দেখতে পাচ্ছেন?

অবিনাশ। [মজুরদের দেখিয়ে] এদের কথা ব'লছেন?

নিবারণ। এদের ওদের আমাদের তাদের সবার কথা বলছি। মানুষের জীবনের কথা বলছি। খালি ঝঞ্ঝাট—ঝামেলা—হৈ চৈ--আর যে দিকে চাইবেন খালি ঘোরালো অন্ধকার। খাটছি—খাটছি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—ছুটো ছুটি ক'রে—বেদম বেসামাল হ'য়ে দিনের পর দিন একতালে চলেছি—কোথায় চলেছি বলতে পারেন?

অবিনাশ। **Paths of glory lead but to the grave.**

নিবারণ। স'য়ে স'য়ে আমরা নাশ হ'য়ে যাচ্ছি — সর্ব্বনাশের দিকে চলেছি।

অবিনাশ। না স'য়েই বা কর্ব্বেন কি?

নিবারণ। এই তোরা সবাই জুটে মালিকের কাছে যা। তাকে সব কথা বল্।

অবিনাশ। মালিক কি ক'রবে। সে এর কি জানে?

নিবারণ। ধরুন যদি **compensation** এর জন্য লোকটা গুম্ হ'য়ে থাকে। যারা এ সব ক'রেছে তারা ত' মালিকের জন্যই ক'রেছে।

অবিনাশ। তারা নিজেদের দোষ এড়াতে এ সব ক'রেছে।

ধ্বজা। যে যার জান বাঁচাইছে আইজ্ঞা। মালিক কি কইরবে?

নিবারণ। সব কিছু ক'ত্তে হবে মালিকের। আমাদের ভাল সে যদি সত্য সত্যই চায়, তা হ'লে যারা আমাদের মন্দ করছে তাদের তাড়াতে হবে।

গোবরা। সেটি কি হবেক্ আইজ্ঞা।

নিবারণ। তা হ'লে বুঝতে হবে, যারা আমাদের মন্দ করে মালিকের টানে তারাই তার পেয়ারের—আমাদের উপর মালিকের সত্যিকারের দরদ কিচ্ছু নেই।

গোবরা। কথাটো তাই বটে।

নিবারণ। আমাদের উপর যে মালিকের দরদ নেই তার ওপর আমাদেরই বা দরদ থাকবে কেন?

অবিনাশ। আরে! আপনি যে আজ চাটার্জ্জীর মত speech দিচ্ছেন।

নিবারণ। Speech নয়। কাজের কথা বলছি। তোরা থানায় খবর দিয়েছিস্?

বিরিঞ্চি। থানায় খবর কে দিবে আইজ্ঞা।

গোবরা। যে দিবে তার নামটো জানা জানি হ'লে তার আর ও খাদে কাজ কইত্তে হবেক নাই।

ধ্বজা। বড়দের সব মুখ সোঁকাসুঁকী র'ইয়েছে। ও সব আমরা পাইরব নাই বাবু।

নিবারণ। তোরা নিজেরা না পারিস্ ইউনিয়নে খবর দে।

গোবরা। ভোটের সময় তারা লড়ে চড়ে—ইসব কাজে তারা লইড়বে কেনে? ইহাতে হাজিরা বাঢ়ার কথা নাই—ভাত। রেশন বাঢ়ার কথা নাই।

বিরিঞ্চি। একটা খবর দিলে হইত হে।

ধ্বজা। কাজ কামাই কইরে কে যাবেক বল?

বিরিঞ্চি। বাস ভাডা পাইলে আমি যাইতম। আমার মনটোয় এমন রাগ হইয়েছে যে কি বইলব।

নিবারণ। কাল হপ্তা পেলি আর আজ বাস ভাড়া নেই!

বিরিঞ্চি। [অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে] ই-দ্যাখ। ধার শুইধলাম। দকানী কাবুলী—

গোবরা। আর হেঁইড্যার দোকানের শুঁড়ির কথাটো বল।

ধ্বজা। আমরা সব গোলা লোক আইজ্ঞা। হিসাব টিসাব বুঝতে লারি। দিছি ত' দিছি ধার আর শোধ হইছেই নাই।

নিবারণ। থাম্—থাম্। শেঠজী একটা টাকা দাও না।

যশপাল। এখন বউনি ভি হোয় নাই। টাকা কোথা ?

নিবারণ। ভিতর থেকে এনে দাও না।

যশপাল। আরে ভাই—হিসাব উসাব ক'রে মাল পত্তর আনার চিঠ্ লিখে, সব আলগ আলগ ক'রে বেন্ধে রেখেছি না ? হাথ লাগালে সব গোলমাল হোইয়ে যাবে।

অবিনাশ। দিতে হয় নিজেই টাকাটা দাও না।

নিবারণ। আমি সঙ্গে কিছু আনিনি যে।

অবিনাশ। সকালে ধারে চা খেয়ে আর বিকেলে শুধ্‌তে আসবে। বেড়ে আছ ভাই। এই টাকা নাও।

নিবারণ। [টাকা নিয়ে বিরিঞ্চিকে দিয়ে] ফাষ্ট বাস এখনও যায় নি। সেই বাস ধর্ গিয়ে।

বিরিঞ্চি। ধ্বজা—ঘরে বলিস মাসীর ঘরে গেইলাম। আমি খানবাদে ইউনিয়নের অফিস যাইছি কাউকে বলবি নাই। [বিরিঞ্চি চ'লে গেল]

ধ্বজা। আমাদেরকে আইজ্ঞা ঐ বিরিঞ্চির বউটোর মত কইত্তে হবেক্।

নিবারণ। তার মানে ?

ধ্বজা। বউটো কমজোর—উহার সাথে পারে নাই। তাথেই ও রোজ দিন কথায় কথায় তাকে ধইরে রাম ঘুস্যুনী দিছে।

নিবারণ। [অবিনাশকে] কি আশ্চর্য্য দেখুন। বাইরের ঝাল ঘরে এসে ঝাড়ে। বাইরে খাবে লাথি আর ঘরে এসে ঠ্যাঙাবে বউকে ধ'রে। কি মজার দেশ আমাদের—

[রাসবিহারী ধর প্রবেশ করল]

রাসবিহারী। নরক মশাই নরক। ঐ যে বলে না স্বর্গ নরক সবই এই

পৃথিবীতেই। তা স্বর্গ এর কোন দেশে তা জানি না। তবে আমাদের দেশ যে নরক তা খুব ভাল ক'রেই জানি। তাইত' কেউ ম'লে খুসী হ'য়ে হরিধ্বনি দিয়ে বিদেয় করি। বলি—যা বাবা বেচে গেল।

যশপাল। তুমি এত জলদী জামডিহী সে ঘুরে এলে ?

রাসবিহারী। বাঁকীর পুলের পর চড়াইটা উঠতে দম গেল। সাইকেল থেকে নেমে দম নিচ্ছি—দেখি কর্ত্তার গাড়ী হুস ক'রে চ'লে গেল। খবরটা রাতেই কেউ দিয়েছে বোধ হয়।

যশপাল। তবে তুমকে ফির্ পাঠালে কেন ?

রাসবিহারী। নরক ভোগ অদৃষ্টে আছে তাই। আসতে আসতে তাইত' ভাবছিলাম, যে ভগবান যদি মরণ না দিত তবে সারা দুনিয়া জুড়ে অমর মানুষগুলো দল বেঁধে পাগল হ'য়ে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াত। পাগল হবার আগে আমার ছুটী হ'লে আমি বাচি। সব তেতো হ'য়ে উঠছে—সব তেতো—

যশপাল। দম লিয়ে এক কাপ চা খাও। হলধর জলদী লাও রে। রাস্ত বাবুকে বেশী চিনি দিবি।

রাসবিহারী। মেয়েটা একটু স্থির হয়েছে ?

অবিনাশ। না। এখনও কান্নাকাটি ক'রছে।

নিরাবণ। কিসে স্থির হবে বলুন ?

রাসবিহারী। হবে—হবে। তবে সময় লাগবে। ভগবান বড় বুদ্ধিমান মশাই। তাঁর সব ব্যবস্থা করা আছে। সব বুঝে সুঝেই এমন ভোলাবার ক্ষমতা মানুষকে দিয়ে রেখেছে যে তাতেই সব সামাল হচ্ছে। এ মেয়েটাও ভুলবে। তবে টাটকা চোট্—তাই কাতরাচ্ছে।

নিরাবণ। ওর স্বামী মরেছে ঠিকই—কি বলেন ?

[হলধর চা নিয়ে এল]

রাসবিহারী। কি ক'রে বলি বলুন। আমি ত' মরতে দেখিনি। নিন্ চা খান্। [চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে] দেখুন এই দুনিয়ায় কোটী কোটী

মানুষ মরেছে—উঃ যুগ যুগান্তর হিসেব কল্লে সে কত কোটীই না হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখুন—এই মহাশ্মশানে—এই বিরাট গোরস্থানে—ঘর গ'ড়ে মানুষের কি মাতামাতি—কি দাপাদাপি—। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর পাইনে মশাই!

যশপাল। আজ মৌতাত একটু বেশী ক'রে ফেলেছ না?

রাসবিহারী। [চায়ে চুমুক দিয়ে নিয়ে আপন মনে ব'লতে লাগল] সে বারেও এমনি হ'ল। হুলুস্থুল—কান্নাহাটী—ছাদ ভেঙ্গে ২১টা লোক গেল। কেন গেল? মালিকের লোভ—থাম্ কেটে কয়লা টেনে নিলে! এল ইন্‌কোয়ারী - বাস্ থর মিছে ব'লে মেরে দিল ৫০০৲ টাকা। পরদিনই তার এল—দেশে কলেরা লেগেছে—ছেলেটারও হয়েছে। ছুটু ছুট্—টাকা কটা বেমালুম লুট হ'য়ে গেল—দশদিনে বউ ছেলে শেষ ক'রে—বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চ'লে এলাম। ফাটকায় মার খেয়ে—মালিকের হাত থেকে কলিয়ারী ভাটিয়া মালিকের হাতে গল—হাত ফের—হাত ফের—এল নিকুঞ্জ গড়াইয়ের হাতে। কেউ কি আছে মশাই যে সব খতিয়ে হিসেব রাখে—কে জানে—কে জানে—

[হলধর চা দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল
নেপথ্যে চেয়ে সে ব'লে উঠল]

হলধর। লরী ফিরে আইল।

রাসবিহারী। কে এল?

হলধর। রায়বাবু থাদে গেঁইছিলেন সুধাইতে—ঘুইরলেন।

[অসীম ও চাটার্জ্জী এল]

চাটার্জ্জী। **No admission.**

নিবারণ। কি হল?

চাটার্জ্জী। আমাদের পেছু পেছু মালিকের গাড়ী এল। তিনি বল্লেন বিনা হুকুমে কলিয়ারীতে ঢোকবার আইন নেই।

রাসবিহারী। নিজে যারা বে আইনী করে তারাই বেশী ক'রে আইন দেখায় মশায়।

নিবারণ। তাহলে কোনও খবর পাওয়া গেল না?

অসীম। ঢুকতে না দেওয়াতেই খবর পেলাম।

চাটার্জ্জী। বুঝতেই যদি পেরেছিলেন তবে ওর সঙ্গে আবার কথা বাড়াচ্ছিলেন কেন?

অসীম। **Permission** এর কথা উনি বল্লেন কিনা। তাই বল্লাম আপনিই ত' মালিক **permission** টা আপনিই দিন না।

নিবারণ। তারপর?

অসীম। মালিক বল্লেন অন্য দিন হ'লে দিতাম। আজ পারি না। কুলী মজুররা মানুষ নয়। একটা গুজব যখন রটেছে আবার তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হ'লে ওরা এক বুঝতে আর বুঝবে। তার ওপর ওদের তাতাবার লোক নাকি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আজ কাল।

অবিনাশ। অতএব **No admission.** বারে মালিক!

নিবারণ। লোকটা অতি ছোটলোক।

চাটার্জ্জী। যাক্—চল ফিরি। অনেক দেরী হল যে।

নিবারণ। লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না ক'রলে ক্রমশঃ ওর বাড় বেড়েই চ'লবে। ওকে টিট করা আমাদের উচিত।

অবিনাশ। যারা ভুগছে তাদের চেয়েও যে তোমার রাগ বেশী দেখছি।

নিবারণ। **American** রা বলত—

[নেপথ্যে গাড়ী থামার শব্দ। হলধর বাইরের দিকে চেয়ে বল্লে]

হলধর। সুদর্শন বাবু আইলেন।

রাসবিহারী। [চমকে] এঁ্যা—বলিস কি! [উঠে আড়াল হবার চেষ্টা করল]।

হলধর। কুঞ্জবাবুর গাড়ীতে আইলেন।

[সুদর্শন ঘরে এল। বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে যশপালের দিকে চেয়ে বল্ল]

সুদর্শন। আমি কুঞ্জবাবুর ভালুকসোঁধার ম্যানেজার হয়েছি—শুনেছ চাচা?

যশপাল। হাঁ।

সুদর্শন। কার কাছে শুনলে? ও—এই যে রাসু বাবু——এইখানে ব'সে রয়েছেন ত? কুঞ্জ বাবু ঠিকই বলেন—বুড়ো হাবড়া দিয়ে সত্যিই কোন কাজ হয় না। আপনাকে না জামডিহী পাঠান হ'ল? আপনি এইখানে আড্ডা দিচ্ছেন?

রাসবিহারী। ঐ চড়াইটার কাছে যেতেই দেখি কর্ত্তার গাড়ী বেরিয়ে গেল।

সুদর্শন। তাই ফিরে এসে আড্ডা জমালেন। যাহোক নিমকহারাম লোক আপনি। আপনাকে যে খবরটা দিতে পাঠান হল— সেটা দেওয়াই হল না।

রাসবিহারী। উনি ত' কলিয়ারীতে গেলেন?

সুদর্শন। কি করে জানলেন যে উনি কলিয়ারীতে গেলেন?

রাসবিহারী। এই এঁরা বল্লেন।

সুদর্শন। [চাটাজ্জীকে] আপনি কলিয়ারীতে কেন গিয়েছিলেন বলুন ত?

চাটাজ্জী। অসীম বাবুকে পৌঁছে দিতে আমি গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম।

সুদর্শন। Vehicle এর গাড়ী আজকাল ভাড়া খাটে নাকি?

চাটাজ্জী। এ সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। চল হে উঠি।

[নিবারণ অবিনাশ ও চাটাজ্জী উঠল]

সুদর্শন। আপনার নামটা বলবেন কি?

চাটাজ্জী। আমার নামে আপনার কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না।

সুদর্শন। [রেগে বল্ল] প্রয়োজন আছে।

যশপাল। [ভীত হ'য়ে] সুদর্শন—

সুদর্শন। চুপ কর চাচা। এই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লদের শায়েস্তা করা দরকার। নাম বলবেন না ত?

চাটাজ্জী। বলতাম না। তবে শায়েস্তা করার কথাটা বল্লেন কিনা তাই

নামটা জানিয়ে দিয়ে কি করেন্ তাই দেখবার জন্ম অপেক্ষা কর্ব্ব। আমার নাম বামশঙ্কর চাটার্জ্জী। [সুদর্শন নোট বইয়ে টুকে নিল]

নোট করা হয়েছে ত? এইবার আমরা যেতে পারি?

অবিনাশ। ভদ্রতার বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অনুমতি চাইছ কি! চল--চল--

চাটার্জ্জী। এদের মত লোকের সঙ্গেই বেশী ভদ্রতা করা উচিত। দেখে শুনে এদের শিখতে হবে ত? চল নিবারণ।

[Vehicle এর লোকেরা চলে গেল। রকম সকম দেখে কুলীদলও পালাচ্ছিল। তাদের ধমকে' সুদর্শন বল্লে]

সুদর্শন। তোরা এখানে কি কচ্ছিলি?

গোবরা। বিড়ি লিতে আইসেছি আইজ্ঞা।

সুদর্শন। বিড়ি লিতে! রাস্তায় একদল—বাউড়ী পাড়ার সামনে একদল —এখানে একদল—কিসের জটলা।

ধ্বজা। আইজ্ঞা—জটলা কিছু লয়কো। শীতের সকাল—সকলে রোইদ তাতাইছে। চল্ গোবরা—

সুদর্শন! [বাধা দিয়ে] দাঁড়া তোদের সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে [অসীমকে] আপনার নামটা কি বলুন তো?

অসীম। অসীম রায়।

সুদর্শন। আপনিও Vehicle Depo তে কাজ করেন?

অসীম। না।

সুদর্শন। কোথায় কাজ করেন আপনি?

[সুদর্শনের ঔদ্ধত্যে অসীম বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফেরাল উত্তর দিলনা]

যশপাল। বাবুজী কয় রোজসে এইখানে রহেসেন।

সুদর্শন। এই দোকানে?

যশপাল। পায়ে চোট্ লেগে দরদ ছিল। তাই রহে গিয়েসেন্।

সুদর্শন। [অবিশ্বাসের সুরে] পায়ে চোট্ লেগেছিল! কলিয়ারীতে গিয়েছিলেন কেন?

অসীম। একটা লোকের খোঁজ নিতে।

সুদর্শন। কার?

অসীম। বুধনী ব'লে যে মেয়েটা কাজ করে—

সুদর্শন। তার মরদটার খোঁজ নিতে?

অসীম। হ্যাঁ।

সুদর্শন। আপনার এত দরদ কিসের? [অসীম বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফেরাল। —আপনি পরদেশী। এদের বিষয় কিচ্ছু জানেন না। হঠাৎ ঘর বাড়ী ছেলে মেয়ে পরিবার—সব ফেলে পালিয়ে যাওয়া এদের ভেতর হামেসাই ঘটে।

অসীম। ওরা accident হয়েছে বলে সন্দেহ কচ্ছে।

সুদর্শন। ওরা কচ্ছে না আপনারা করাচ্ছেন? আপনাদের মত কতগুলো লোক হঠাৎ বেজায় দরদী হয়ে উঠেছে। ব্যাপার কি? আপনি কোন দলের লোক বলুন ত?

অসীম। কিসের দল বলুন তো?

সুদর্শন। আপনি সোসালিষ্ট না কমিউনিষ্ট না কংগ্রেস—

অসীম। [হেসে] আমি কিছুই না। কোনও দলের নয়।

সুদর্শন। কোনও দলের নয় কেন?

অসীম। আমার ধারণা, সব দলেরই মূল উদ্দেশ্য প্রায় এক। অন্তত তারা বলে তাতে তাই মনে হয়। যে দ্বন্দ সেটা কেবল ক্ষমতা দখল করা নিয়ে। আমি ক্ষমতা চাই না তাই কোনও দলেই ছাপ নিয়ে ভিড়বার দরকার হয় না। আমি সব দলের ভাল টুকুও লক্ষ্য ক'রে প্রশংসা করি, তেমনি মন্দটুকুও খুঁটিয়ে দেখে নিন্দা কর্ত্তে ছাড়ি না।

সুদর্শন। কথা বার্ত্তায় ত' আপনাকে বেশ চালাক চতুর বলে মনে হচ্ছে। এই সব বাজে লোকের ঝামেলায় সময় নষ্ট না ক'রে, নিজের চরখায় তেল দিন। আপনি কি কাজ করেন?

অসীম। বিশেষ কিছু না।

সুদর্শন। এখানে কাজ কর্ম্মের খোঁজে এসে থাকেন ত' আমার কলিয়ারীর অফিসে যাবেন। দু একটা কাজ খালি আছে।

অসীম। চাকরীর খোঁজে এখানে আসি নি।

সুদর্শন। হুঁ। —দেখুন, যেখানে যাবার হয় আজই চলে যাবেন। ঐ Vehicle Depoর লাল ঝাণ্ডার দলে ভিড়ে গোলে প'ড়বেন। আমি থানায় report কর্ব্ব। ওরা সরকারী গাড়ী সরকারী তেল নষ্ট ক'রে কুলী মজুরদের তাতাচ্ছে। ওদের সঙ্গে মাতলে বিপদে প'ড়বেন।

অসীম। [হেসে] সে ত্যাখা যাবে।

সুদর্শন। [অত্যন্ত রেগে] ত্যাখা যাবে নয়। এক্ষুনি আপনাকে চলে যেতে হবে।

অসীম। যেতে হয় যাব। আপনি অনেক প্রশ্ন আমায় করেছেন। আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন ত'?

সুদর্শন। প্রশ্ন! কি প্রশ্ন?

অসীম। বুধনীর স্বামীর কি হয়েছে?

সুদর্শন। আমি কি ক'রে জানব? কাল সন্ধ্যার আগে হপ্তা নিয়ে সে চলে গেছে, এই টুকু জানি।

অসীম। কোনও accident হয় নি?

সুদর্শন। এই সব কথা কে রটাচ্ছে বলুন ত? রাসু বাবু।

রাসবিহারী। Sir.

সুদর্শন। কাজ ফাঁকি দিয়ে এইখানে ব'সে ব'সে এই সব ক'চ্ছেন।

রাসবিহারী। আমি কিছু বলিনি ত?

সুদর্শন। বলিনি! নেমক হারাম—

যশপাল। সুদর্শন! বুড়া মানুষকে ঝুঠ মুঠ—

সুদর্শন। বুড়া মানুষ! বুড়া শয়তান। নিতাই বাবুদের আমলে এক গোল বাধিয়ে মালিকের কাণ ম'লে ৫০০৲ খেয়েছে। এবার আমার হাতে প'ড়েছেন খেয়াল রাখবেন। কোনও চালাকী চলবে না। পুরা ব্যবস্থা আমি কর্ব্ব।

[রাস্থ বাবুর দুই চোখ জলে উঠলো। যশপাল সেটা লক্ষ্য ক'রে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল]

যশপাল। রাস্থ বাবু! রাস্থ বাবু!!

রাসবিহারী। থাম ত' যশপাল। কি ব্যবস্থা করবেন শুনে নি।

সুদর্শন। ও সব চোখ গরমের তোয়াক্কা আমি থোড়াই করি। লাথি মেরে —দুর ক'রে দেবার ব্যবস্থা কর্ব্ব।

রাসবিহারী। সবার ব্যবস্থা করার মালিক একজন আছে। সে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্তর থেকে কীট পতঙ্গ সবার ব্যবস্থা করে। সে ঢাকে কাঠি দিয়ে ব্যবস্থা আগেই সেরে রেখেছে। লাশ গুমের খবর সবাই জেনেছে—

সুদর্শন। চোপরাও মিথ্যাবাদী—

[তেড়ে এগিয়ে যেতেই যশপাল রাস্থ বাবুকে ও অসীম সুদর্শনকে ধরল]

রাসবিহারী। মিথ্যাবাদী! শেষ রাত্তিরে ডেকে তুলে জামডিহী পাঠাবার ছুতা ক'রে আমায় কলিয়ারী থেকে কেন সরালে আমি বুঝি না?

সুদর্শন। ছেড়ে দাও —ও কত বড় টেঁটিয়া আমি দেখে নিচ্ছি—

রাসবিহারী। মশাই লাশ কলিয়ারীতেই আছে। তাই এক নম্বর খাদ বন্ধ।

সুদর্শন। ছেড়ে দিন—

রাসবিহারী। মরার হাতের টিপ নিতে আফিস থেকে pay বই চাই, তাই ছুতো ক'রে আমায় সরিয়েছে—লাশ ঐখানেই আছে—

[চীৎকার ও কলহ শুনে সুমিত্রা অন্দরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল—তার পেছনে বুধনীও এসেছিল; সে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল]

বুধনী। ঐ শোন গো শোন—আমি যাই একবার দেইখে আসি—একবারটি জন্মের শোধ— [বুধনী ছুটে চ'লে গেল]

সুমিত্রা। [তার পেছু পেছু গিয়ে ডাকল—] বুধনী—বুধনী— —হলধর—যা ওর সঙ্গে যা—কোথায় প'ড়বে কি ক'রবে। [হলধর চ'লে গেল]

—রাসুবাবু আপনিও যান। যদি বুধনী কলিয়ারী অবধিই যায় ওকে একটু দেখবেন।

রাসবিহারী। দেখব বৈকি নিশ্চয় দেখব। বুড়ো হয়েছি লড়তে পারব না। তবু মন বলছে—এ চোখের জলের হিসেব নিকেশও একদিন হবে—

যশপাল। জলদী যাও রাসুবাবু—

রাসবিহারী। নিশ্চয় হবে। [উপরে চেয়ে] তুমি ঘুমিয়ে আছ? নাঃ তুমি নেই।

[দ্রুতপদে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড সবাই স্তব্ধ হ'য়ে থাকল। যশপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' গদীতে গিয়ে বসল। সুদর্শন অসীমের দিকে চেয়ে বল্ল]

সুদর্শন। আচ্ছা—ওসব পাগলামীর দাওযাই আমার জানা আছে। ভাল রকম ব্যবস্থা কর্ব্ব।

অসীম। বুধনীর কি ব্যবস্থা করবেন?

সুদর্শন। কিসের ব্যবস্থা?

অসীম। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।

সুদর্শন। আমি তার কি কর্ব্ব?

অসীম। আপনি কলিয়ারীর ম্যানেজার—এর ব্যবস্থা কর্ব্বার দায়িত্বও আপনারই।

সুদর্শন। যত সব বাজে ঝামেলা। আজ তিনদিন হ'ল কাজে এসেছি—আর চারদিক থেকে ঝঞ্ঝাট্ সুরু হ'য়েছে।

অসীম। ঝঞ্ঝাট্ যখন সুরু হ'য়েছে তখন পোহাতেই হবে।

সুদর্শন। হয় হবে আপনাকে ওকালতি ক'র্ত্তে কে বলেছে?

অসীম। কেউ বলে নি। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের মালিকরা যখন অন্যায়ে মেতে ওঠেন তখন দুর্ব্বল অসহায় উৎপীড়িতের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানই মানুষের স্বভাব।

সুদর্শন। [রেগে অস্থির হ'য়ে] আপনিও ত' কম টেঁটিয়া নন্! বেরিয়ে যান এখান থেকে।

যশপাল। [ব্যস্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে বল্ল] সুদর্শন।

সুদর্শন। চুপ্ কর চাচা। যত সব vagabond এর দল জুটেছে—দেখতে পাচ্ছ না। কোথাও কিচ্ছু নেই একটা বাজে ছুতো নিয়ে হৈ চৈ ক'চ্ছে।

অসীম। হৈ চৈ যাতে না হয় তা করেন নি কেন?

সুদর্শন। [গর্জ্জন ক'রে] Shut up। হৈ চৈ এর তোয়াক্কা আমি থোড়াই করি। জানোয়ারের দলের মুরোদ আমার জানা আছে। ডাণ্ডা লাগালেই ঠাণ্ডা—

অসীম। যাদের জানোয়ার বলছেন—যাদের জানোয়ার ক'রে রেখেছেন তাদের দলের শক্তি সম্বন্ধে সত্যি ধারণা আপনার নেই তাই—

সুদর্শন। Vagabond। Rascal! মুরুব্বিয়ানা ফলাবার জায়গা পাও নি? বেরোও এখান থেকে—

যশপাল। সুদর্শন!

সুদর্শন। বেরোও—

অসীম। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হ'য়ে গেলেই আমি যাব।

সুদর্শন। Rascal! Swine বেরোও—

[অসীমের ঘাড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। যশপাল গদী থেকে উঠে এসে অসীমকে ধরে সুদর্শনের দিকে চেয়ে স্থিরভাবে বল্ল]

যশপাল। সুদর্শন! এটা আমার দুকান। এখানে কাউকে কোনও কথা বলার এক্তিয়ার তুমার নাই।

সুদর্শন। কি!

সুমিত্রা। বাবা!

সুদর্শন। তুই চুপ কর সুমিত্রা। তোর কিচ্ছু বলতে হবে না। বুড়ো আমাদের চিরকালের শত্রু। এর শোধ একদিন নেবই।

সুমিত্রা। এসব কি বলছ—বাবা!

সুদর্শন। ঠিকই বলছি। সঙ্গে গাড়ী আছে। চল এক্ষুনি এখান থেকে চল—আমার কলিয়ারীর বাংলোয়—

সুমিত্রা। আমি ত' বলেছি নানাকে ফেলে আমি যাব না।

সুদর্শন। এই হারামি যখ্‌ বুড়োকে তুই এখনও চিন্তে পারিস্‌ নি? চ'লে আয়—

সুমিত্রা। তুমি যাও—তুমি যাও—নইলে এমন সব কথা আমার মন থেকে ঠেলে' উঠছে যা মেয়ে হ'য়ে বাপ কে বলা উচিত নয়।

অসীম। সুমিত্রা ছিঃ!

সুমিত্রা। আপনি জানেন না অসীম বাবু। জ্ঞান পেয়েছি থেকে শুধু স'য়েই আসছি। কিন্তু আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। যাও—তুমি যাও বাবা—

সুদর্শন। আমি উপড়ে ফেলব। এ ঝাড় শুদ্ধ আমি উপড়ে ফেলব। তবে আমি বাপের বেটা—আমি দেখে নেব। [সুদর্শন বেগে বেরিয়ে গেল]

যশপাল। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] হে রাম হে রূপাল!

ধ্বজা। মানুষটো এমন বটে—আমার যে রাগ হইছে—

গোবরা। বলে কি দেইখবে।

ধ্বজা। এ্যাঃ, কি দেইখবেরে? আমরা ত' ম'রেই র'ইযেছি—ডাণ্ডা দিবে—এঃ!—বিরিঞ্চির বউটোর মত আমরাও দাওয়াই দিব।

গোবরা। ঠিক বইলেছিস্‌। এমনি ত' পাইরব নাই। ঘুমাইলেই মাইর।

ধ্বজা। দম লিতে দিব নাই! ঘুমাইলেই মাইর। একজন মইরবে ত' আর একজন মাইরবে—আর একজন মইরবে ত' আর একজন মাইরবে। সঠিক দাওয়াই—ঘুমাইলেই মাইর—ঘুমাইলেই মাইর—

[অসীম সুমিত্রার দিকে চাইতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।]

তৃতীয় অঙ্ক

[ঐ দিন সন্ধ্যা হয়েছে। হলধর দোকান ঘরে আলো জ্বালছে। এমন সময় দূরে বহু লোকের মিলিত কণ্ঠে ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা গেল। শব্দ শুনে' সুমিত্রা বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দোকানের বাইরের দরজার দিকে গেল।]

হলধর। সবাই সোরগোল কইরে ফিরছে। কি হইল কে জানে?

[বুধনীকে নিয়ে নিবারণ ঘরে এলো। বুধনী কাঁদছিল তাই তাকে জড়িয়ে ধরে সুমিত্রা সস্নেহে জিজ্ঞাসা ক'রল]

সুমিত্রা। কি হ'লো?

নিবারণ। কিছুই হ'ল না। বুধনী আর শ্রীমন্তের বৌ ক্ষতির টাকা পেল।

সুমিত্রা। তা হ'লে রাখু আর শ্রীমন্তের কোনও খবর—

বুধনী। [ডুকরে কেঁদে উঠল] তারা আর নাই গো দিদি! তারা আর নাই। [সুমিত্রা তাকে শান্ত করার চেষ্টা ক'রল]

নিবারণ। প্রায় শত খানিক লোক জড় হ'য়েছিল। তারা কোনও ওজর শুনত না। কোনও বাধা মানত না। খাদে ঢুকে তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতই। দুটো বন্দুকধারি সেপাই কি দু চারটে দ্বারোয়ান কি ঠেকাতে পার্ত? কিছুতেই না। সবাই মরিয়া হ'য়েছিল।

সুমিত্রা। খাদ দেখা হ'ল না কেন?

নিবারণ। কে জানে? আমরা সরকারী লোক। ঠিক সামনা সামনি ত' কিছু ব'লতে কৈতে পারি না। ঐ অসীম বাবু মুরুব্বি হ'য়ে কথা বার্ত্তা চালাচ্ছিল। লোকটা মহা ভীতু। বলে কি যে অনর্থক ঝগড়া দ্বন্দ ক'রে ফল কি হবে? দুজন ত' গেছেই আরও দশজন যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

[অসীম ও ধ্বজা বিরিঞ্চি প্রভৃতি একদল লোক এল]

অসীম। এইবার বাড়ী যা। একটা কথা সব সময় মনে রাখবি। ন্যায়ের দাবী ক'রতে হ'লে ন্যায়ের পথেই চ'লতে হবে। সারাটা দিন হৈ চৈ ক'রে কাটল—এইবার বাড়ী যা।

নিবারণ। লাভটা কি হ'ল হৈ চৈ ক'রে?

অসীম। কেন বুধনী আর রাখুর বৌ ক্ষতি পূরণ পেল।

নিবারণ। তাত' পেল। এত লোক যে এগিয়ে ছিল, পেছন থেকে আমরা যে জোর দিচ্ছিলুম তার কি হ'ল?

অসীম। এদের মনের জড়ত্বটুকু দূর হ'ল। প্রয়োজন হ'লে সবাই এক হ'য়ে দাঁড়াতে শিখল। আর মালিকরাও বুঝল যে এদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মানতেই হবে। দাবিয়ে রাখা চ'লবে না।

নিবারণ। লোক দুটোর খোঁজ হ'ল কৈ?

অসীম। ঐ পাতাল পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুঁজে দেখা কি সম্ভব? আর দেখাই বা কেন?

নিবারণ। কেন? ঐ লাশ খুঁজে বার করার জন্যই ত' লড়াই।

অসীম। লাশ খুঁজে পেলে তারপর যা এরা দাবী করত তাই যখন পাওয়া গেল, তখন অহেতুক অনধিকার প্রবেশ ক'রে এদের হাঙ্গামা বাড়াবার সুবিধে দেওয়া কি ঠিক হ'ত?

নিবারণ। কি জানি আপনার যুক্তি বুঝি না মশাই। ইউনিয়ন থেকে যারা এসেছিল তারাও কি চ'লে গেছে?

অসীম। লরীর জন্য ঐ অশ্বত্থ তলায় অপেক্ষা ক'চ্ছে।

[নিবারণ হঠাৎ উঠে চ'লে গেল]

—সুমিত্রা! বুধনীকে ভেতরে নিয়ে কিছু খাওয়াও। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি।

বুধনী। [কেঁদে বল্ল] খাওয়া আমার জন্মের শোধ ফুরাই গেইছে গো—

সুমিত্রা। একে কি ব'লে প্রবোধ দেবেন অসীম বাবু?

অসীম। [একটু স্তব্ধ হ'য়ে থেকে] সুমিত্রা, মহাকালের যাত্রা পথে অনন্ত কাল ধ'রে যাত্রীর দল চ'লেছে। আসা যাওয়া এই ত' চিরন্তন। কত নামহীন গোত্রহীন জাতি এ জগতে এসে অবশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। মানুষ এসে এমনি ক'রেই চ'লে যায় কিন্তু তবু সে থাকেও, অনন্ত জীবন ধারার সঙ্গে মিশিয়ে মানুষের আশায়, মানুষের ভাষায়, মানুষের সমস্ত চিন্তায় জড়িয়ে থাকে ছড়িয়ে থাকে। তাই ত' সে অমৃতস্য পুত্র। আজ যে গেল, সে এদের জাগরণের উপলক্ষ্য হ'য়ে সার্থক হ'য়ে গেল। এ ছাড়া আর কি বলব বল?

ধ্বজা। আপনকার সব কথা বুইঝতে লারি বাবু। তবে ইটো বুইঝেছি যে পইড়ে পইড়ে মাইর খাইলে হবেক নাই। ঐ লড়াই ক'রেই বাঁইচ্‌তে হবেক্। কথায় আছে ঝাড়ের বাঁশ ঝড়ে পড়ে না—সবাই এক হইতে হবে।

সুমিত্রা। এইবার বাড়ী যা ত'। চল বুধনী।

[বুধনীকে নিয়ে সুমিত্রা ভিতরে গেল]

গোবরা। বুধনী। টাকা গুলা ওনার কাছে রাখিস্। ঘরে লিলে রইবেক্ নাই। চোরের প্যাটে যাবেক্।

বিরিঞ্চি। আজ আপনে না থাইকলে, খুনাখুনি রক্তারক্তি হইত।

ধ্বজা। আমরাও ছাইড়তাম নাই। দুঃশাসনের বুকটো চিরে রক্ত দেইখে লিতাম।

অসীম। মনে রাখিস্ সবাই মিলে এক হ'য়ে এগিয়েছিলি তাই আজ তোদের জয় হ'ল। ভয় নেই জয় তোদের হবেই। তোরা যে দুঃখ সাধনে শক্ত হ'য়েছিস্। যাদের সঙ্গে আজ লড়াই তারা ভোগে বিলাসে জর জর, ঘুনে ধরা। আমাদের দেশের এক মহাকবি ব'লেছেন—

দুঃখ সহার তপস্যাতে হোক বাঙ্গালীর জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

বুঝলি? [সঠিক মানে না বুঝে ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'চ্ছে]

ধ্বজা। বাবু ডরের কথা বইলছেন ?

অসীম। ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

সকলে। সে আর বইলতে হবেক নাই। কিসের ডর্ বাবু ? আমরা ত' মই্রেই আছি। মরার বাড়া ত' গাইল নাই। তবে আর কিস্কে ডর্ কইরব।

[অসীম হাসি মুখে মাথা নাড়তে লাগল]

গোবরা। বাবু স্বর্গ যদি দেইখতে হয় তবে নিজে মইরে দেইখতে হবেক্। আর কেউ যে মইরে আমাকে দেখাইঁ দিবেক্ সেটি ত' হবেক্ নাই।

অসীম। ঠিক্ ঠিক্। এখন বাড়ী যা।

[কলরব ক'রে মজুরের দল চ'লে গেল। অসীম একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর হলধরকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'ল্ল]

অসীম। হঁারে হলধর যশপালজী এখনও ফেরেনি। না ?

হলধর। সহরের কাজ সাইরতে পারেন নাই মনে হইছে। তবে গিরিটীর লুরীটো এখনও যায় নাই। এ লুরীতে আইসতে পারেন।

অসীম। গিরিটীর লরী এখনও যায় নাই ? আমি চল্লাম শেঠজীর সঙ্গে ঐ অশ্বত্থ তলায় দেখা হবে।

[কিট্‌ ব্যাগটা নিয়ে অসীম ব্যস্ত ভাবে চ'লে গেল। হলধর প্রথমটায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নাই। তাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল]

হলধর। ই বাবা ! এখান হইতে একেবারে চইলে গেইলেন নাকি !

[তারপর দূরে মটর কারের শব্দ হ'ল। হলধর ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে বল্ল]

—দিদিগো—কুঞ্জবাবু আইলেন।

[নিকুঞ্জ গড়াই ঘরে ঢুকলেন]

নিকুঞ্জ। হলধর্। সুমিত্রাকে বল কুঞ্জবাবু বুধনীকে নিয়ে একটু আইসতে বইল্লেন। [হলধর ভিতরে গিয়ে ব'লে এল] —যশপাল কুথায় রে ?

হলধর। ধানবাদ।

নিকুঞ্জ। সইনধার লরীর সময় ত' হইয়ে গিয়েছে।

হলধর। বইলেছিলেন সইনধায় লিশ্চয় ফিরবেন।

নিকুঞ্জ। লরী কখন কখন দেরী হইয়ে যায়। কলকত্তার কাণ্ড ত'? বিগরাইলেই হইল। যশপাল দোকান ছাইড়ে রইবেক্ নাই। আইসবেক।

[সুমিত্রা ও বুধনী এল। বুধনীর মুখে একটা রাগ ও দুঃখ মেশান ভাব ছিল। দেখে' নিকুঞ্জবাবু একটু বিব্রত হলেন]

সুমিত্রা। বুধনী কিছুতেই আপনার কাছে আসতে চায় না।

নিকুঞ্জ। আমার কি দোষ বল ?

সুমিত্রা। ওসব কথা থাক্। ওকে কি ব'লবেন ব'লে যান।

নিকুঞ্জ। তুমিও আমার উপর গোঁসা হঁইয়ে রইয়েছ দেখছি। আমাকে যদি পহিলে খবরটো দিতে ত' হৈ চৈ গোলমাল কিছুই হইত নাই। যে লোকটাকে লিয়ে এত কাণ্ড সেটো যে বুধনীর মরদ সে ত' আমি আইজ শুইনলাম।

সুমিত্রা। আবার ওসব কথা কেন ? কম্পেন্‌সেসন্ দিয়ে ত' সব মিটিয়েছেন।

নিকুঞ্জ। না কইরে কি করি বল ? মালকাটা কুলী অমন কত আসে কত যায়। তার কথা লিয়ে এমন প্যাঁচ কইরে তুইল্ল যেন সব দোষ আমাদের। সে বাবুটী শুইনলাম এখানে রইয়েছেন্।

সুমিত্রা। রায়বাবুর কথা ব'লছেন ?

নিকুঞ্জ। হঁ। তার সঙ্গে একবার দ্যাখা হইলে হইত।

সুমিত্রা। [হলধরকে] রায় বাবু কোথা রে ?

হলধর। তিনি ত' চইলে গেলেন।

সুমিত্রা। তিনি বাইরে কোথাও বেরিয়েছেন। তার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে চান কেন ?

নিকুঞ্জ। বাবুটো বেশ টন্‌টইনা, বেশ একটুক পইড়্যা বটে। তা বুধনীকে টাকা দিবার সময় মেলা মানুষ জনের ভীড়ে আলাপ কইত্তে পারি নাই। তাই ভাইবলাম ঘরে যাইতে তাকে বইলে কইয়ে আসল কথাটো বুঝাই দিব ?

সুমিত্রা। কি বোঝাবেন ?

নিকুঞ্জ। বাবুটী বল্লেন কিনা accident ঘইটেছে—তা কলকব্জীর কাজে ও রকম মাঝে মাঝে হবেক। গোল ত' তাথে লয়। গোল হঁইছে মালিকের লোভে। মালিক টাকা দিবার ভয়ে লাশ গুম কইরেছে। তখন চারিদিকে সব কুলী মজুর দল বাঁইধে দাঁড়াই র'ইয়েছে আবার উহাদের ইউনিয়নের কয়টো গুণ্ডা লোক র'ইয়েছে তখন কথাটোর জবাব দিতে পারি নাই। এখন দ্যাখা হ'ইলে বইলতাম।

সুমিত্রা। কি ব'লতেন ?

নিকুঞ্জ। মালিকের লোভের কথা কইলেন কিনা। লাভের লোভ না থাইকলে মানুষ এত শ্রম কইরে ঝুঁকী লিয়ে ব্যবসা কইরবেক ক্যানে ? ব্যবসাদারের লাভের লোভ চিরকাল ছিল চিরকাল থাইকবে। আগে এত ঝগড়া দ্বন্দ ছিল নাই। আইজ এত গোল হঁইছে ক্যানে সেটো বল ?

সুমিত্রা। আগে খেটে খাওয়া লোকেরা এ সব বুঝতে পারে নি। আজ তারা পেরেছে। অনেক স'য়ে স'য়ে আজ তারা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

নিকুঞ্জ। [হেসে] ই সব ত' শোনা কথা বইলছ। কথাটো তা লয়। আইজ কাল কুলী কামীনদেরও লোভের শেষ নাই। এই লড়াই আইসে তাদেরও পরকাল খাঁইয়েছে। সরকার এক জনের কাজে চাইর জন লাগাইল। চারগুণা টাকা দিল। নোট ছাপার কল রইয়েছে খুব ছাইপে ছাইপে সরকার বেদাগ খরচ কইল্ল। মানুষগুলা না খাইটে ভড়কী দিয়ে টাকা কামাইল। আইজ খাইটতে পাইরবেক ক্যানে ? তার উপর রইয়েছে, চা সিগ্রেট মদ কাপড় চোপড়ের কত ফুটানী। এখন লড়াইটো হঁইছে লোভের সঙ্গে লোভের।

সুমিত্রা। ও সব কথা রাখুন—বুধনীকে কেন খুঁজছিলেন তাই বলুন।

নিকুঞ্জ। কারবারের তরফ হইতে ও ত' ক্ষতির টাকা পাইল। তা দ্যাখ কতদিন এ দোকানে আসা যাওয়া ওয়ে মনে কইরবেক যে কুঞ্জ বাবু হইতে তার এই সর্ব্বনাশটো হঁইয়েছে, তাই উহাকে বইলে কইয়ে আরও কিছু টাকা দিতে আমার মন হঁইয়েছে।

সুমিত্রা। কি বলবেন বলুন।

নিকুঞ্জ। শুনা কথায় উ কাঁদা কাটি না করে। উহার মরদটো তার বন্ধুর সাথে সল্লা কইরে কুথায় চইলে গেঁইছে। নিশ্চয় ফিরবেক্। মালিক টাকার কেয়ার করে না। আরও টাকা দিয়ে আমি সেটো ওকে বুঝাই দিব। দ্যাখ সুমিত্রা তুমি যদি হেথা হইতে যাও উহাকে সাথে লিয়ে যেও।

সুমিত্রা। সে কি! আমি কোথায় যাব?

নিকুঞ্জ। তোমার বাবা বইললেন যে তুমি কলিয়ারীর কোয়াটারে তার সঙ্গে রইবে।

সুমিত্রা। নানাকে একা ফেলে আমি সেখানে কি যেতে পারি?

নিকুঞ্জ। বুঢ়ার সাথে বইন্‌ছে নাই বইললেন যে। তা যাক্ এখানে থাক সেখানে যাও বুধনীকে কাছে রাইখ। উহাকে আরও দুশ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। টাকার কেয়ার কুঞ্জ গড়াই করে না সেটো বুঝাই দিব। লাও বুধনী—

[বুধনী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল]

—উহাকে লিতে বল সুমিত্রা।

সুমিত্রা। ওর ইচ্ছে হয় নেবে না হয় না নেবে। আমি ব'লতে যাব কেন?

বুধনী। টাকা আমি লিব নাই।

নিকুঞ্জ। কথাটো বুইঝতে পাইচ্ছ নাই।

বুধনী। দশজনের লড়াই। টাকা লিলে জিত হবেক্। তাতেই ও টাকা আমি লিয়েছি। না হইলে উহার টাকা আমি পায়ে কইরে ছুঁইতাম নাই। টাকা আমি লিব নাই। মানুষের খ্যাসারত টাকা দিয়ে হয়?

[বুধনী কেঁদে রেগে চ'লে গেল]

সুমিত্রা। অমন ক'রে চেয়ে রইলেন কেন ? ইবার বাড়ী যান।

নিকুঞ্জ। আমি কিছু বুইঝতে লাইরলাম।

সুমিত্রা। দুনিয়ায় টাকাই যাদের সব কিছু তাদের এ সব বুঝতে একটু গোলমাল হবেই। হলধর্! কুঞ্জবাবু গেলে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিবি।

নিকুঞ্জ। আচ্ছা আমি চইল্লাম। বর্দ্ধইনা— [কুঞ্জ বাবু চলে গেলেন]

সুমিত্রা। দরজা বন্ধ কর হলধর্—

[নেপথ্যে গাড়ী startদেবার শব্দ শুনে]

না থাক্ দরজা খোলাই থাক। নানা না ফেরা পর্য্যন্ত তুই ত' আর ঘরে যাবি না। রায় বাবু হয়তো এখনই ফিরে আসবেন।

হলধর। উনি ত' চইলে গেছেন। [বলে' দরজা বন্ধ করল]

সুমিত্রা। চ'লে গেছেন মানে ?

হলধর। আপন থইলাটো লিয়ে, আমাকে দরজা দিতে ব'লে চইলে গেলেন। [সুমিত্রা অস্থির হ'য়ে উঠল]

সুমিত্রা। বুধনী! বুধনী! শুনে যা ত'

[বুধনী দ্রুতপদে ভেতরে এল]

—হাঁরে রায় বাবু কি তোকে বলেছিলেন চ'লে যাবার বিষয় কোনও কথা ?

বুধনী। [বিস্মিত হ'য়ে] যাবার কথা ত' আমাকে কিছুই বলে নাই।

সুমিত্রা। হলধর ব'লছে উনি চ'লে গেছেন। অথচ আমায় ত' কিছুই বলেন নাই।

বুধনী। ই বাবা! উনি কি তোমাকে কিছু না বইলে এখান হইতে যাইতে পারেন ?

হলধর। হঁ হঁ উনি গেঁইছেন্। আমি দেইখলাম—ওই অশ্বথ্ গাছের দিকে যেখানে লুরী থামে ওই দিকে গেলেন। [দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হতেই

—কে ? [জানালার কাছে এসে অসীম বল্ল]

অসীম। দরজা খোল ত' বুধনী।

সুমিত্রা। [অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] খুব লোক আপনি—আসুন—আসুন
—[ব'লে নিজেই দরজা খুলল]

অসীম। মনে ভেবেছিলাম—সন্ধ্যার বাসে সিংজী ফিরবেন। ঐ খানেই তার কাছে বিদায় নিয়ে বাসে উঠব। অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম। বাস চ'লেই গেছে নাকি? সিংজীও বোধহয় আজ আর ফিরতে পারলেন না।

[সুমিত্রা কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল]

হলধর। তবে আমি ঘর যাচ্ছি গো। [হলধর চলে গেল]

অসীম। অমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সুমিত্রা!

সুমিত্রা। আমায় কিছু না বলেই না আপনি চ'লে যাচ্ছিলেন?

অসীম। বিদায় নেবার বেদনাটুকু এড়াতে চেয়েছিলাম।

সুমিত্রা। [অভিমান আহত কণ্ঠে] যেতে চাইলে বাধা দেবার অধিকার ত' আমার নেই।

অসীম। [সুমিত্রার মন বুঝে' শান্ত কণ্ঠে] আছে সুমিত্রা। যে দিন প্রথম দেখা সেই দিন থেকেই আছে। সেদিনও যে তোমার অনুরোধ এড়াতে পারিনি বলেই আমার চ'লে যাওয়া হয়নি।

সুমিত্রা। তবে এড়িয়ে চলার এ চেষ্টাই বা কেন?

[কথাটা ব'লে ফেলে—আতিশয্য বুঝে' লজ্জিত হ'য়ে প'ড়ল!
তারপর কথার গতি ফিরিয়ে নিয়ে বল্ল]

—আপনার এখানকার কাজ করবে কে?

অসীম। এ কাজ ত' আমার নয়।

সুমিত্রা। নয়! তবে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন কেন?

অসীম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই মানুষের স্বভাব। তাই লড়তে হ'ল। এরাও ঠিক সেই জন্যেই সবাই মিলে এই দ্বন্দ্বে এগিয়েছিল। সে কাজ ফুরিয়েছে। এরপর যা আসছে—

সুমিত্রা। কি আসছে?

অসীম। যুগ যুগ বঞ্চনার বেদনায় এরা পাগল হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের উন্মাদনায় এরা অস্থির। আজই এদের উত্তেজনা সামলাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যে প্রলযেব আভাষ—যে ভয়ঙ্কর দিনের ইঙ্গিত পাচ্ছি তার কল্পনা কত্তে আমি ব্যাথা পাই। তাই সরে যেতে চাই।

[সুমিত্রা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল]

সুমিত্রা। আমারও আর এখানে ভাল লাগছে না।

অসীম। এখানে ভাল না লাগারই কথা।

সুমিত্রা। কেন বলুন ত'। কিছুতে আর মন টিকছে না।

অসীম। তোমার মনে যে জাগরণের জোয়ার এসেছে সুমিত্রা।

সুমিত্রা। জাগরণের জোয়ার। বুঝলাম না।

অসীম। যাকে নিয়ে যা কিছু নিয়ে এ জীবনের সুখ-দুঃখের ভাঙ্গা-গড়ার খেলা তোমার খেলতে হবে—তাকে যে তোমার মন নিরন্তর খুঁজে ফিরছে।

[সুমিত্রা চুপ করেই রইল। বুধনী উভযের মুখের দিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ বলে উঠল]

বুধনী। কিস্‌কে হেথাকে রইবে। একটা সাথী নাই সঙ্গি নাই এ যেন ফাঁকা ঘরে একা থাকার মত। চল সবাই মিলে চইলে যাই হেথা হইতে।

সুমিত্রা। তুই ভিতরে যাত' বুধনী।

বুধনী। হঁ যাচ্ছি। [বুধনী ভিতরে চ'লে গেল।]

সুমিত্রা। আপনি ত' জানেন নানা কিরকম ভীতু লোক। এই ফাঁকা ময়দানে দোকান। তার উপর ডাকাতির খবর ত' লেগেই আছে। বাবা কি রকম লোক দেখলেন ত'।

অসীম। তোমার নানা আমায় সব বলেছে। বেশী বকা অভ্যাস।

সুমিত্রা। আপনাকে পর ভাবেন নি তাই সব বলেছেন। তবু কেন যে আপনি চ'লে যেতে চান ?

অসীম। যেতে ত' হবেই সুমিত্রা।

[সুমিত্রা চুপ ক'রে মুখ নীচু ক'রে আছে দেখে]

—আমার মন বড় চঞ্চল বড় দুরন্ত। একটা তৃষ্ণার্ত হরিণের মত সে যেন অবিরত ছুটছে। কিসের সে তৃষ্ণা কবেই বা তা মিটবে কিছুই ঠিক বুঝতে পারি নি এত দিনে। আজ মনে হচ্ছে—বুঝিবা লক্ষ্য খুঁজে পেলাম।

সুমিত্রা। আমাদের ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। তাই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন।

অসীম। বিরক্ত মোটেই হইনি। বরং তোমাদের মায়া জালে জড়িয়ে প'ড়ছি—আর অশান্ত মনটা বলছে—খবরদার—চল চল এগিয়ে চল—

সুমিত্রা। আপনি কত সুন্দর ক'রে সাজিয়ে কথা বলেন, সব না বুঝলেও মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। আচ্ছা যদি ভালই লাগে তবে ভয় কিসের?

অসীম। ভয় ঠিক নয় সুমিত্রা। জীবনের এ খেলা আমি খেলেছি। এ খেলার নেশায় মেতে' রঙীন স্বপ্ন দেখার মত আনন্দ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। কিন্তু নেশা ছোটে, স্বপ্ন ভাঙ্গে, জেগে উঠে' মানুষ অন্য কিছু খোঁজে যাতে আনন্দের উন্মাদনা নেই—বেদনার বিহ্বলতা নেই।

সুমিত্রা। আপনি সোজা কথা সহজ ক'রে বলতে পারেন না?

অসীম। [হেসে] সহজ হওয়া খুব সহজ নয় সুমিত্রা।

সুমিত্রা। আমাদের মিশনারী স্কুলের মেম মেয়েরা বলত **shoot straight.**

অসীম। "আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ
যেই প্রভাতের আলো এল
আমি কেবল ভাঙ্গিয়ে দিলাম ঘুম।"

সুমিত্রা। তবুও পরের কথা ধার ক'রে ঘুরিয়ে বল্লেন ত? আমি বলি?

অসীম। **Shoot straight.**

[সুমিত্রা যা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। তার বদলে বল্ল]

সুমিত্রা। এই ক'দিন আপনার সঙ্গ পেয়ে, নানা রকম কথা শুনে, আমার ক'লকাতা যাবার খুব ইচ্ছা হয়েছে।

অসীম। ক'লকাতায় কেন?

সুমিত্রা। মনে হচ্ছে এখানে যেন মরে আছি। সেখানে গেলে নিশ্চয় বাঁচব। সেখানে জীবনের অফুরন্ত স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে।

অসীম। রবীন্দ্রনাথ নগরীকে কলুষিত বলেছেন, মনে আছে? বলেছেন—

হেথা উদ্ধত হ'য়েছে ঊর্দ্ধে বীভৎসের কোলাহল
কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল
গর্ব্ব ভরে
শৃঙ্খলেরে পূজা করে।

—সেখানে জীবনের আনন্দের আশায় গেলে ভুল হবে যে।

সুমিত্রা। হোক ভুল। কত লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে র'য়েছে। তারা সবাই যদি ভুল ক'রে থাকে সে ভুল আমিও কর্ব্ব। আপনি আমায় নিয়ে চলুন।

অসীম। আমি! —আমি কেন?

[সুমিত্রা নতমুখে নিরুত্তর হ'য়ে রইল]

—**Shoot straight.**

সুমিত্রা। [সহসা মুখ তুলে' সতেজে সদম্ভে বলল] আপনি যে আমায় ভাল বাসেন। আমার ভাল আপনার কত্তেই হবে।

অসীম। আমি ভেবেছিলাম—'আমার শুধু ফুল ফোটাবার পালা'।

সুমিত্রা। কথার হেঁয়ালী ছাড়ুন। আপনি জানেন না অসীম বাবু আমার মনে কত কি সাধ। কত কিছু দেখব, কত কিছু শুনব—দেশে বিদেশে দেখে শুনে কত কিছু শেখার সাধ আমার। আমি গান গাইতে শিখব, ছবি আঁকতে শিখব—কবিতা লিখব—আপনি মনে মনে হাসছেন বোধ হয়?

অসীম। হাসব কেন সুমিত্রা! মানুষের মনে এ সব সাধ যে খুব স্বাভাবিক।

সুমিত্রা। কিন্তু আমার সাধগুলো যে বড় অদ্ভুত। আকাশের সাদা মেঘের ছবির মত থেকে থেকে অদ্ভুত রকম বদলায়। আমি শুনেছি এখানকার হাওয়ায় যেন কি আছে। নানী নাকি এখানে এসেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে ম'রে গেছে। আমার মনের ভেতর যেন কেমন কেমন করে। আপনি আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন। [অসীমকে নিরুত্তর দেখে] উত্তর দিচ্ছেন না যে? মিছে ভয় কেন?

অসীম। এটা ভয় নয় সুমিত্রা। তবে যদি একে ভয় বল তবে এ মিছে ভয় নয়। কামনার পরিণতি হয় নিরাশায়।

সুমিত্রা। নিরাশা!! আমার মাও এই রকম সব কথা বলতেন। মা ত' বাঙ্গালী ছিলেন। ভালবেসে বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। কষ্ট দুঃখ পেয়েছেন অনেক। তবুও ভালবেসে ভুল করেছেন এ কথা তিনি কক্ষোনো বলেন নি। আমিও বলব' না।

অসীম। কিন্তু তবুও এটা যে ভুলই সুমিত্রা। আমি যে ভুল করেছি তাই জানি। সমাজের জাতের সিঁড়ীর অনেক নীচের ধাপে জন্মেছিলাম। তাই ঠেলে উপরে উঠতে অনেক যুদ্ধ আমায় কত্তে হয়েছে। যশ খ্যাতি অর্থ অনেক কিছু পেয়েছি কিন্তু আঘাত ও বেদনা তাও ত' পেতে হয়েছে প্রচুর।

সুমিত্রা। এই সব নিয়েই ত মানুষের জীবন। মা বলতেন দুঃখের জের টান্‌তে নেই।

অসীম। দুঃখের জের টান্‌ছি না সুমিত্রা। তবে সাবধান হয়েছি। নারীর কাম্য হবার গৌরবে, কল্পনার পূজায় মেতে' আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সুমিত্রা। আপনি আবার কথার হেঁয়ালী সুরু ক'রলেন। আমি স্পষ্ট সহজ ক'রে বলছি শুনুন। নানা অনেক টাকা জমিয়েছে। সে সবই আমায় দেবে। আমি আপনার বোঝা না হ'য়ে বরং কাজের সহায়ই হব। ক'লকাতায় গেলে কোনও অভাব হবে না আমাদের। আর যদি আপনার সেখানে যেতে মন না চায় তবে না হয় এখানেই লেখাপড়া নিয়ে থাকুন। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না, কোনও কষ্ট হবে না।

অসীম। তোমার পূজা ত' কত্তে হবে ? তোমার রূপের আরতি ত' কত্তে হবে। তোমার শিল্পী মনকে সাজিয়ে জগৎ সভায় পরিচয় ত' করিয়ে দিতে হবে।

সুমিত্রা। [বেদনাহত কণ্ঠে] আমি বুঝেছি। কোনও স্বার্থপর নির্দ্দয় মেয়ের কাছে আঘাত পেয়ে আপনার মন বিবাগীর মত হয়েছে।

অসীম। হয় ত' তাই। কিন্তু তবুও তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পার নি

সুমিত্রা। সে দিন পড়িয়েছিলাম—

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী—
রক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চ'লে যায় ডাকি
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে
শূণ্য ভরে গানে
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে
ক্লান্তি নাহি মানে ॥

তোমার ডাকেই ত' আমারও নূতন জাগরণ। নূতন ক'রে নূতন গান গাওয়ার পালা সুরু হ'ল। তোমার ডাকে এদের হ'য়ে এই দ্বন্দ্বে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন অশান্ত মন বুঝি এতদিনে সার্থকতার পথ খুঁজে পেল। আজ মনে হচ্ছে এই ভাষাহীন আশাহীন স্বাস্থ্যহীন শক্তিহীন কোটী কোটী নিপীড়িতের মুক্তির গান আমায় গাইতে হবে। তাই মন আর কামনার জালে জড়াতে চায় না। এ জালে জড়ালে মানুষের সব হারিয়ে যায়—সব ফুরিয়ে যায়।

[সুমিত্রার চোখ জলে ভ'রে এল। কি কথা বল্‌তে সে একবার অশ্রু সজল চোখ দুটি তুলে আবার নামিয়ে নিল। ঠোঁট দুটো তার কেঁপে উঠে' কেন যেন থেমে গেল। অবশেষে অভিমান অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল]

সুমিত্রা। আপনি আর যাই হোন অবিনয়ী আপনাকে কেউ বলবেনা।

অসীম। [সুমিত্রার মনের ব্যথাটুকু বুঝতে পেরে] তোমায় বোঝাবার জন্য অনেক কথাই ত' বল্‌লাম সুমিত্রা। যদি মনে থাকে তবে আজ না পারলেও একদিন তুমি বুঝতে পার্ব্বে নিশ্চয়।

[সুমিত্রার মাথা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর লুটিয়ে প'ড়ল। খোলা দরজা দিয়ে নিবারণ এসে, সব দেখে রেগে অসীমকে বল্ল]

নিবারণ। ইতর! ছোটলোক! বুড়ো বাড়ী নেই; আর সেই সুবিধা পেয়ে ভদ্রমহিলাকে তুমি অপমান কচ্ছ।

সুমিত্রা। সেকি! উনি আমায় অপমান কর্ব্বেন কেন?

নিবারণ। তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সুমিত্রা। কৈ! কাঁদিনি ত'।

নিবারণ। অত ভদ্রতা ভাল নয়। একটা বাকতাল্লাবাজ ছোটলোকের সাথে আবার ভদ্রতা কিসের? কতগুলো বাজে মিথ্যা ব'লে এখানে জুড়ে ব'সেছে। ভাঁওতাবাজ তোমাদেরও ভাঁওতা দিয়েছে। আজ সরল কুলী মজুরদের কি রকম ঠকিয়েছে জান? ওরা সবাই যে রকম চ'টেছিল আজ ভালুকসোঁধা কলিয়ারীর সবলোক সিধে হয়ে যেত। উনি আপোষ করিয়ে দিলেন! বেশ কিছু মেরেছেন বোধহয়।

সুমিত্রা। [অসীমের শান্ত মুখের দিকে দেখে] আপনি এসব কি ব'লছেন?

নিবারণ। ঠিকই ব'লছি। নিকুঞ্জ গড়াই কিছুক্ষণ আগে এখানে কেন এসেছিল আমি কি কিচ্ছু বুঝিনি? আজ সকালেই আমার কাছে ভাঁওতা দিয়ে দশটা টাকা নিয়েছে।

সুমিত্রা। আপনার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়েছেন উনি!

নিবারণ। হ্যাঁ জিজ্ঞাসা কর না। কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বল্লে যে গুণ্ডারা টাকাকড়ি সব ছিনিয়ে নিয়েছে হাতে কিচ্ছু নেই। টাকা পাঠাতে কাকে লিখেছে টাকা না এলে যেতে পাচ্ছে না। এই ছোটলোক! টাকা কটি দিয়ে, গাঁঠরীটি নিয়ে সুট্‌সুট্‌ করে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

[অসীম নিঃশব্দে একখানি দশটাকার নোট পকেট থেকে বের ক'বে তাকে দিল। সুমিত্রা রাগে দুঃখে অপমানে জ্বলে উঠল]

সুমিত্রা। টাকা আপনি আমার কাছে চান নি কেন?

অসীম। টাকা আমি ওঁর কাছেও চাই নি। এখানে আমার থাকা ওঁর ভাল লাগছে না তাই উনি নিজে থেকে যেচে আমায় চ'লে যাবার সাহায্য কত্তে টাকা দিয়েছেন।

নিবারণ। **Rascal! Liar!**

[ঘুষি তু'লে এগুতেই সুমিত্রা মাঝে এসে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে বল্ল]

সুমিত্রা। খবরদার! আপনি ওঁর গায়ে হাত তুলতে সাহস করেন? [অসীমকে] আপনি কি ক'বে এ অপমান সহ্য কচ্ছেন বলুন ত?

অসীম। আত্মসম্মানের বালাই নেই যাদের তারাই সহজে অপবেব অসম্মান কত্তে পারে। ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে মাবামাবি কত্তে গেলে ওঁতে আমাতে কোনও প্রভেদ থাকে না।

নিবারণ। ওঃ! কি মানীরে! এক পয়সাব মুবোদ নেই, পবের ঘবে ব'সে ভাত মারছে—আবার—

[সুমিত্রা কি বলতে যাচ্ছিল অসীম বাধা দিয়ে বল্‌ল]

অসীম। থাক্ সুমিত্রা। তুমি আব এ নিয়ে কোনও কথা ওঁকে ব'লো না। বেচারা তোমার কাছে আমাকে সহ্য কত্তে পাচ্ছে না কিছুতেই।

[বাইরে একটা মোটর থামার শব্দ হ'ল। কে এক জন বল্ল "এটা কি দোকান ঘর?" একটা সুবেশ ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে বল্লেন]

ভদ্রলোক। আমার গাড়ীর **Radiator leak** ক'চ্ছে। একটু টিমেসাবান হবে কি?

সুমিত্রা। আসুন দিচ্ছি। [ভদ্রলোক ভেতরে এলেন]

ভদ্রলোক। এখান থেকে গিরিডী কত মাইল?

নিবারণ। প্রায় ত্রিশ মাইল।

ভদ্রলোক। [ঘড়ি দেখে] তবে দশটা নাগাদ পৌছান যাবে।

অসীম। আপনি কি গিরিটী যাবেন ?

[সুমিত্রা অসীমের প্রশ্নটী লক্ষ্য করল]

ভদ্রলোক। আজ্ঞে হাঁ। [Driver এসে বল্ল]

ড্রাইভার। মা জানতে চাইলেন এখানে একটু হাত মুখ ধোবার সুবিধে হবে কি ?

সুমিত্রা। হবে বৈ কি ? ওঁকে আসতে বলুন। এই নিন সাবান।

[মালিকের ইঙ্গিতে ড্রাইভার সাবান নিয়ে চ'লে গেল]

ভদ্রলোক। ভাল **Cigarette** পাওয়া যাবে কি ?

সুমিত্রা। টিন পাবেন।

ভদ্রলোক। কৈ দেখছি না ত' ?

সুমিত্রা। নিরাপদ নয় বলে দোকানে বেশী মাল সাজিয়ে রাখা হয় না।

ভদ্রলোক। নিরাপদ নয় কেন ?

সুমিত্রা। দেখছেন ত' কেমন ফাঁকা যায়গা। আশে পাশে লোক জন নেই বল্লেই হয়। চোর ডাকাতের ভয় আছে ত'।

ভদ্রলোক। [ভীত হ'য়ে] পথেও তা হ'লে ভয় আছে বলুন।

সুমিত্রা। আজকাল ক'দিন কোনও গোলমালের কথা শোনা যায় নি।

[ভদ্রমহিলাটি একটা এ্যাটাচি ব্যাগ নিয়ে ভিতরে এলেন]

—আসুন। বুধনী, একটু জল তোল ত', চলুন ভেতরে। আপনার কি সিগারেট চাই বলুন—এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক। যে কোনও ভাল সিগারেট হ'লেই হবে।

[ভদ্রমহিলা ও সুমিত্রা ভিতরে গেল]

—দেশে কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। **G. T. Road**এও ডাকাতের ভয় !

অসীম। আপনি কি গিরিটীতেই থাকেন ?

ভদ্রলোক। না মশাই। বাড়ী পাকিস্থানে। নানা যায়গায় জমী খুঁজে বেড়াচ্ছি। গিরিডীর দিকে যাচ্ছি শুমে গৃহিণী সঙ্গ নিলেন।

নিবারণ। আপনিও কি বাড়ী ঘর সব ছেড়ে এসেছেন?

ভদ্রলোক। কি করি বলুন। ন্যায়নীতির বালাই নেই সে দেশে। ব্যবসা বাণিজ্য সব গেল; অসময়ের সম্বল বিষয় আশয় যা কিছু ছিল নানা ছুতায় তাও কেড়ে নেবার যে রকম নির্লজ্জ চেষ্টা চ'লছে তা দেখেও সে দেশে কি ক'রে থাকা যায় বলুন? তাই জমীর চেষ্টায় নানা যায়গায় ছুটোছুটি কচ্ছি।

অসীম। ঘর করবার মত জমী পাওয়াও কি কঠিন হ'ল?

ভদ্রলোক। একটা colony কর্ব্ব। কিছু বেশী জমী একসঙ্গে কিনে plot plot ক'রে বেচব। আজকাল এ ব্যবসার একটা chance এসেছে। আর এতে দশজনের উপকারও করা হবে।

অসীম। উপকার করে লাভ ক'ত্তে চাইলে বিষয়টা একটু কেমন গোলমেলে হ'য়ে পড়ে না?

ভদ্রলোক। কেন?

অসীম। একজনের ক্ষতি না হ'লে ত' আর একজনের লাভ হয় না।

ভদ্রলোক। আমি অসঙ্গত লাভ চাইব না।

অসীম। আপনি ব্যাথার ব্যাথি হ'য়েও যখন লাভ চাইছেন, তখন অপরে যদি অসঙ্গত লাভও ক'ত্তে চায়—তাদের দোষ দিতে পার্ব্বেন কি? আজকে আমাদের সমাজের সব চেয়ে বড় পাপ হ'চ্ছে মহৎ প্রবৃত্তির ভান করা।

[সুমিত্রা ও ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে এল]

সুমিত্রা। এই নিন সিগারেট। [সিগারেটের টিন দিল।]

ভদ্রলোক। এত' বেশ fresh মাল দেখছি, এ সব সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ ভাল একটা sign board দিয়ে, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে রাখবেন, দেখবেন বিক্রী বেড়ে যাবে। দশটা টাকার change দিতে হবে যে।

[দশটাকার নোট দিল]

সুমিত্রা। [Change দিতে দিতে] দোকান বড় হ'লে, মেলা টাকা আমদানী হয়, জানাজানি হ'লে চোর ডাকাতের হাতে আর রক্ষা নেই।

ভদ্রমহিলা। ওগো শুনছো। ইনি এই ভদ্রলোকটীকে গিরিডী অবধি সঙ্গে নিতে ব'লছেন। [অসীমকে দেখাল]

ভদ্রলোক। কেন?

ভদ্রমহিলা। উনিও গিরিডী যাবেন কিনা। উনি সঙ্গে থাকলে ভালই হবে। শুনছ ত' পথে ডাকাতের ভয়।

ভদ্রলোক। হাঁ। ডাকাত আমাদের খবর নিয়ে তৈরী হ'য়ে ব'সে আসে। যতসব—। [অসীমকে] আপনি কি গিরিডী যাবেন?

অসীম। হাঁ। তবে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তবে না হয় বাস ধ'রেই যাব।

ভদ্রমহিলা। Driverএর পাশে যায়গা হবে। কোনও অসুবিধা হবে না।

ভদ্রলোক। তুমি থাম। সঙ্গে আপনার মালপত্তর কেমন?

অসীম। কিচ্ছু নাই। শুধু একটা kit bag. ব্যস্।

ভদ্রলোক। উঁ? আপনি কি business করেন?

অসীম। Business কিচ্ছু করি না। Laziness এর ব্যবসা করি।

ভদ্রলোক। সে কি?

অসীম। বই টই লিখি। Lazy লোক যারা তারা সময় নষ্ট ক'রতে কিনে কিনে পড়ে।

ভদ্রলোক। ও Writer!! বেশ বেশ চলুন তাহ'লে।

সুমিত্রা। এই বেশ ভাল হ'ল, না অসীম বাবু?

অসীম। হাঁ ভাল হ'ল বৈকি। বাসের ভীড়ে ত' কষ্ট হ'তই। সিংজীকে আমার নমস্কার জানিও। [নিবারণকে] নমস্কার! [সুমিত্রাকে] আসি তাহ'লে?

সুমিত্রা। আপনি যে টাকা কটা আমায় রাখতে দিয়েছিলেন নিয়ে যান।

অসীম। টাকা!

সুমিত্রা। আচ্ছা ভুলো মন ত' আপনার।

অসীম। টাকা!! —ও—তা—এঁদের সঙ্গে যাব টাকার দরকার কি আমার?

সুমিত্রা। আপনি খুব ভাল লোক ত'? যে কদিন এখানে খেলেন তার দাম দিয়ে যাচ্ছেন বুঝি ভুলে যাবার ভান ক'রে? আমরা বানিয়া হ'লেও আপনজনের কাছে খাওয়া থাকার দাম নিই না।

অসীম। কথাটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। সব কিছুতেই লাভ খোঁজা আজকাল দুনিয়ার রীতি। তুমি যদি ইচ্ছে ক'রে লোকসান করতে চাও—

সুমিত্রা। ওঁদের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, আর কথা বাড়াবেন না। এই নিন্।

[নোটের তাড়া অসীমের হাতে গুঁজে দিল]

অসীম। ধন্যবাদ। তবে চলি। আবার দেখা হবে কি না কে জানে।

সুমিত্রা। দেখা হবেই। আমি ত' এই খানেই থাকব। যখন সময় পাবেন--

[ভদ্রলোক, মহিলা ও অসীম ততক্ষণে চ'লে গেছে]

নিবারণ। লোকটা অতি ছ্যাঁছড়া। নিজের টাকা থাকতে আমায় ভোগা দিয়ে দশটা টাকা নিয়েছিল। ও কলিয়ারীর মালিকের কাছেও নিশ্চয় কিছু মেরেছে আজ। ঐ তালেই ছিল কিনা? অতি ছোট লোক।

সুমিত্রা। লোক হিসেবে ওঁর সঙ্গে আপনার তুলনা হয় না।

নিবারণ। নিশ্চয় না। আমি খেটে খাই আর ও হচ্ছে পরগাছা। ব'ল্লে শুনলে না? Business করি না আমার ব্যবসা Lazinessএর। যেন একটা মস্ত বাহাদুরী।

সুমিত্রা। এইবার দরজা বন্ধ ক'রে আমি শুতে যাব। সারাদিন হৈচৈ ক'রে কাটল।

নিবারণ। ফলটা কি হ'ল? কত তোড়জোড়, কত লাফালাফি সব নষ্ট ক'রে দিলে ঐ লোকটা।

সুমিত্রা। ক্ষতির টাকা ত' পাওয়া গেল?

নিবারণ। সে ত' বুধনী পেল। ইউনিয়নের কি হ'ল? আর দশজনের কি হ'ল? আমরা যে পেছন থেকে জোর দিচ্ছিলাম আমাদের কি হ'ল? আমি যদি হ'তাম ত' অনেক কিছু ব্যবস্থা করিয়ে নিতাম। আমার মতে চ'ললে আমার কথা শুনলে—ঐ নিকুঞ্জ গড়াই—আমি যে সব প্যাঁচ ঠাউরে ছিলাম—

সুমিত্রা। আপনি নিজের ঢাক নিজে বাজাতে বড় বেশী ভাল বাসেন দেখছি।

নিবারণ। ঢাক বাজান কিছু নয়। লোকটা **Loafer,** কুলে মানে মর্য্যাদায় ও কি আমার পাশে দাঁড়াতে পারে। যে যেমন বংশের লোক তার সেই রকম নজর হয় প্রবৃত্তি হয়। তুমি ত' জান না আমার নপুরুষ আগের ঠাকুর্দ্দা নবাব মুর্সিদকুলীর খাস খাসনবীস ছিল। আর ব্যক্তিগত ভাবেই বা ও কি? একটা বাক সর্ব্বস্ব বুজরুক—

সুমিত্রা। এত বাঙ্গে কথা কেন বলছেন বলুন ত'?

নিবারণ। তুমি আমাকে ঠিক বুঝলে না কি না।

সুমিত্রা। বুঝে কি হবে?

নিবারণ। তুমি বুঝলেই ত' সব হবে। সেই আশাতেই আসা যাওয়া।

সুমিত্রা। [রুক্ষস্বরে] আপনি জানেন আমি বিধবা?

নিবারণ। ওরকম বিধবা বিধবাই নয়।

সুমিত্রা। সে যাই হোক আপনি কি আমায় বিয়ে ক'ত্তে রাজী আছেন?

নিবারণ। নিশ্চয়।

সুমিত্রা। আপনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আমি হিন্দুস্থানী ছত্রী।

নিবারণ। তাতে কি হ'য়েছে। অসবর্ণ বিবাহ ত' আইনে র'য়েছে। তা ছাড়া আজকাল **aristrocrat** সমাজে ত' রীতিমত চালু বল্লেই হয়।

[সুমিত্রা কিছু উত্তর না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল]

—কী অমন ক'রে রইলে যে?

সুমিত্রা। ভাবছি।

নিবারণ। Americanরা ব'লত One's young only once. ভাবতে ভাবতে জীবনের সুসময়টুকু হারিও না। আর এতে মেলা ভাববার কিইবা আছে।

সুমিত্রা। অসীম বাবু এ কদিন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে যুদ্ধ চ'লছে সেই কথা ব'লতে ব'লতে ব'লেছিলেন যে, মানুষ নিজের ভিতরের প্রকৃতি আর বাহিরের প্রকৃতি এ তুটোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'য়ে আজ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হ'য়েছে শুধু ধী বা বুদ্ধি বলে। অনেক মানুষের আবার সে ধী টুকু নেই। পশুর মত প্রবৃত্তির বশেই তারা চলে।

নিবারণ। Nonsense! ঐ সব মুখস্থ করা বড় বড় বুকনী ঝেড়ে লোকটা এখানে জমিয়েছিল। [পরে হঠাৎ কথাগুলো সুমিত্রা·তাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছে মনে হ'তেই সুর পালটে বল্ল] তুমি আমাকে লক্ষ্য ক'রে কথাগুলো শোনালে নাকি?

সুমিত্রা। এমনি এই সব ভাবছি।

নিবারণ। ওসব বাজে কথা একটুও ভেব না। আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে তোমার ভালরকম ধারণা নেই, তাই ভাবছ। Chance পেলে যে আমি কতদূর যেতে পারি, কি আর ব'লব। কতগুলো লোক আগে থাকতে কেমন ক'রে সব সুবিধেমত জায়গায় বাগিয়ে ব'সে গেছে। কিছুতে আর আমার মত লোকদের chance দিচ্ছে না। দেখ, তোমার আর আমার যোগাযোগ হ'লে তুমি একদিকে এগুবে আমি একদিকে এগুব। তুমি টকী আমি গ্যারেজ।

[নেপথ্যে যশপাল হাঁকল' বুধনী! বুধনীরে—]

সুমিত্রা। বুধনী! নানা ডাকছে [বুধনী ভিতর থেকে এল] নানা এল বোধ-হয়, দেখত। [বুধনী বাহিরে গেল] রাত হ'ল দেখে ভাবলাম বোধহয় তুমি ফিরতেই পাল্লে না। বাসের আওয়াজ ত' পেলাম না? কিসে এলে?

[থলে মাথায় যশপাল, মোট মাথায় বুধনী এল]

যশপাল। পরিশ্রান্ত ভাবে] লুরীতে এলাম। ডুমড়ীর কাছে এসে মেসিন খারাব। খটর মটর খটর মটর করতে করতে চালু হল। তখন G. T. Road

ছেড়ে ভালুকসোঁধার রাস্তা দিয়ে লুরী গেল। বোলে কি ফিন্ মেসিন খারাব হোবে ত' উদিকে গাঁও আছে ডর্ নাই। মানুষ এমুন হারামী হ'য়েছে যে বুঢ়া মানুষকে ভি দয়া করে না। আধা মাইল আগে ছেড়ে দিল। মাল মাত্তা সামাল উমাল লিয়ে—

সুমিত্রা। খুব কষ্ট হ'য়েছে। বুধনী মাল ভিতরে নিয়ে যা।

[বুধনী মাল নিয়ে ভিতরে গেল]

যশপাল। গোলমাল কুছ হোয় নাই ত'?

সুমিত্রা। সে সব পরে শুনো।

যশপাল। রায় বাবু কুথা?

সুমিত্রা। এই কিছুক্ষণ আগে তিনি চ'লে গেলেন।

যশপাল। চ'লে গেলেন! কুথা গেলেন?

সুমিত্রা। এক ভদ্রলোক গিরিঢী যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়ীতে যায়গা হ'ল। তাই উনি তাঁর সঙ্গে গেলেন।

যশপাল। মানুষটা খুব নামী লোক। পরথম দেখে আমি বুঝে লিয়েছিলাম না। বেঙ্কের বাবু সব নাম জানে, কিতাব উতাব পড়েছে বলল। বাকি— আমি ঘরে নাই রায় বাবু চ'লে গেলেন।

[নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে রাসু বাবু এলেন। সাইকেল চেপে আসার মত সাজ সজ্জা]

রাসবিহারী। যশপাল! যশপাল!!

যশপাল। আরে তোমার চীজ এনেছি রাসু বাবু। ঘাবড়াও মৎ।

রাসবিহারী। আরও কদিনের stock আছে। সে কথা নয়। অসীম বাবু কোথায়?

যশপাল। তিনি গিরিঢী চ'লে গেছেন।

রাসবিহারী। চ'লে গেছেন! বাহোবা! বহুৎ আচ্ছা!!

[আনন্দে হাত তালি দিয়ে ফেললেন]

যশপাল। আরে! একটা ভাল লোক ৮।১০ রোজ ছিল, চ'লে গেল ত' আমরা আপশোষ ক'রতেছি, আর তুমি এত খুসী হ'লে ?

রাসবিহারী। খুসী হ'য়েছি বৈকি ? সাইকেল চেপে আসতে আসতে আকাশ পানে চেয়ে দেখি, চাঁদ ডুবু ডুবু আর তারায় তারায় আকাশ ভ'রে গেছে। ঐ তারা গুলোর দলে নাকি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ সব রয়েছে।

যশপাল। আরে! তাতে কি হোয়েছে।

রাসবিহারী। একটা বাজীকর পাঁচটা বল নিয়ে এক সঙ্গে লোফালুফি ক'ল্লে হাঁ ক'রে চেয়ে দেখ। কিন্তু এত গুলো গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে যে খেলছে, অথচ একটার সঙ্গে আর একটা লাগছে না তার কথা ভাব ?

যশপাল। আরে ভাই উ ত' পরমাত্মাকী খেলা। উ তো দুসোর বাৎ।

রাসবিহারী। ওরে বেনে ঐটেই আসল বাৎ। কি হবে, কি হবে ভেবে চুপি চুপি সাইকেল বের করে ভয়ে ভয়ে আসছি। এসে দেখি মুস্কিল আসান সব ঠিক করে রেখেছে।

সুমিত্রা। কি হ'য়েছে বলুন ত' ?

রাসবিহারী। আমি নিজেই যে সব ভাল ক'রে জানি না দিদি। আজ সারাটা দিন কলিয়ারীতে ঝড় ব'য়ে গেল। দুপক্ষে কত তোড়জোড়। কোত্থেকে দুটো নতুন লোক এনে, সুদর্শন বাবু একটাকে বসালে ষ্টোরে আর একটাকে বসালে বয়লারের পাশে। যে দুষমন চেহারা দেখলেই অন্তরাত্মা কুঁচকে যায়। তার ওপর থানা থেকে এল দুটো বন্দুকধারী সিপাহী। ওদিকে ওরা খাদে ঢুকে' লাশ খুঁজে দেখবে ব'লে কোমর বাঁধছে। রক্তারক্তি খুনোখুনী কি হবে ভেবে আমরা সবাই অস্থির। বয়লার খালাসীর রকম দেখে মালিক ঘাবড়ে গেলেন আর অসীম বাবুও ধীর স্থির হ'য়ে সব দিক সামলে নিলেন। ক্ষতি পূরণের পর্ব্ব ত' শেষ হ'ল। চট্ করে নূতন আমদানী অসুর দুটোকে নিয়ে কর্ত্তার গাড়ীতে চেপে বাবু বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা! তারপর ?

যশপাল। কুথা গেল সুদর্শন ?

রাসবিহারী। কি ক'রে জানব বল ? মালিক অস্থির হ'য়ে পায়চারী ক'রছে। আমরা অফিসে ব'সেই আছি। ম্যানেজারের সঙ্গে সকালের ঝগড়ার খবর নিশ্চয় মালিকের কানে গেছে ভেবে আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'চ্ছে। সন্ধ্যের মুখে গাড়ী ফিরল। ওঁরা কথা কইতে কইতে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে তারই গোটা কতক কথা কানে এল। মালিক ব'লছে 'আজই হবে' ? সুদর্শন বাবু বললেন 'হাজার টাকা দিয়ে ত' সেই ব্যবস্থা ক'রে এলাম'। মালিক বললেন 'নাম বলেছ'। উনি বললেন 'ব'লেছি ! কাজ হ'য়ে গেলে আরও হাজার চাইল। আমি রাজী হ'য়ে গেলাম। আমাদের কি এক ঢিলে দুই পাখী।'

যশপাল। এ সব কথার মতলব কি ?

রাসবিহারী। দেখ যশপাল বুড়ো বয়সে একটু সন্দেহ বাতিক হয়। ভাড়াটে গুণ্ডা কলিয়ারীতে আমদানী হ'য়েছিল, তার উপর ঐ সব কথা কানে এল। এখানেও গুণ্ডা পাঠাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে নাকি, কে জানে!

সুমিত্রা। রায়বাবুর নাম কত্তে শুনেছেন।

রাসবিহারী। তা শুনি নি দিদি! তবে কি জান টাকাওয়ালাদের শম দম ভেদ দণ্ড কত রকম কায়দা আছে। রাগটা অসীম বাবুর ওপর প'ড়েছে কি না ?

সুমিত্রা। কেন ? উনি ত' ঝগড়া থামিয়ে মিটমাট ক'রে দিলেন।

রাসবিহারী। ওরা যে মারদাঙ্গা চাইছিল। Accident এর সাক্ষী ত' ঐ বয়লার খালাসী। তার ওপর ওদের ভরসা কম। মারদাঙ্গার ভেতর তাকে সাবড়ে দিতে পাল্লেই ত' ওদের জয় জয়কার হোতো। যাক্ অসীম বাবু যখন চ'লে গেছেন তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরি। আজ গোলমালে মালিক আমায় কিছু বলবার ফুরসুৎ পান নি। কাল হয়ত' আমার পালা।

সুমিত্রা। না কুঞ্জ বাবুর মায়া দয়া আছে। বুধনীকে নিজে থেকে আরও কিছু টাকা দিতে কিছুক্ষণ আগেই এসেছিলেন।

রাসবিহারী। টাকা দিতে এসেছিলেন? তবে বোধ হয় আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। নিশ্চয় সাফাই তৈরী হ'চ্ছে। টাকাওয়ালারা বিনা মতলবে টাকা ঢালে না ত'।

যশপাল। আরে ভাই এসব তোমার একদম বাজে ফজুল বাৎ।

রাসবিহারী। [হেসে] এই ত্থাখ দিদি টাকাওয়ালার গায়ে কি রকম লেগেছে কথাটা। যাক্ আমার মালটুকু দাও উঠে পড়ি। কাল যদি কাজে জবাব হয় তবে মেয়েটার কাছে গিয়ে বাকী কটা দিন হরিনাম ক'রে কাটাব।

যশপাল। এতদিন কেন যে এখানে পড়েছিলে বুঝি না।

[আফিমের মোড়ক দিল]

রাসবিহারী। মেয়ে ত' রাজরাণী নয়রে ভাই। গেলেই ত' বোঝা। যে কদিন সেটা ঘাড়ে না চাপিয়ে পারি এই ভেবেই যাইনি। যাক্ ঠাকুর হয় ত' শেষ কটা দিন কিছু আরাম এই বুড়োকে দেবেন ঠিক ক'রেছেন। একবার vehicle ডিপোতে খবর দিয়ে যাব নাকি।

সুমিত্রা। নিবারণ বাবু ত' যাবেনই।

রাসবিহারী। খবরটা এখুনি দেওয়াই উচিৎ। [রাসু ধর চ'লে গেল]

নিবারণ। আমার ত' এখুনি ব্যারাকে যাওয়া হয় না।

সুমিত্রা। কেন?

নিবারণ। ধর ওরা যদি গুণ্ডা বা ঐরকম কিছু একটা ব্যবস্থা সত্যি ক'রে থাকে।

সুমিত্রা। আপনি থেকে কি কর্বেন।

নিবারণ। আমার জ্ঞান থাকতে তোমাদের কোনও ক্ষতি হ'তে দেব না আমি।

সুমিত্রা। জ্ঞান দিতে হবে না আপনার। আপনি ডিপোতে যান। নানা তুমি হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে খাবে চল। নিবারণ বাবু গেলেই আমি দরজা বন্ধ ক'রে ভিতরে আসছি।

[যশপাল ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, বাহিরে একটা গাড়ী থামার শব্দ হ'ল। একটা মিলিটারী বেশ পরা লোক ঘরে এল]

লোক। ইয়ে যশপালজীকে দুকান হ্যয় ?

[যশপাল ভীত এবং বিস্মিতভাবে মাথা নাথা নাড়ল]

—ম্যয়নে শুনা হিঁহা বড়ি আচ্ছি চায় বনতি হ্যয়।

যশপাল। দুকান বন্ধ হো গয়া— আভী চায় নাহি মিলেগী।

লোক। কোই হরজা নাহি। চা বানাইয়ে আধা ঘণ্টা দের হোগা আউর ক্যা। [বাহিরের দিকে চেয়ে] গোবিন্দ কুছ দের হোগা বনেট উঠাও।

[অপর একটী লোক একটী চটের থ'লে হাতে ঘরে ঢুকে বল্‌ল]

২য় লোক। পানি মিলেগা থোড়া ?

যশপাল। জী হাঁ। বাকী চায় কা এন্তেজাম নহি হো স্যকতা।

১ম লোক। আজী হো যায়গা।

[পকেট থেকে একটী পিস্তল বের ক'রে ধরল। অপর লোকটী ঝুলী থেকে একটী sten gun বের ক'রে বাগিয়ে ধরল]

-সব কোই চুপ চাপ ব্যয়ঠো। ভেকু অন্দর দেখো।

[সঙ্গের লোকটী ভিতরে গেল]

--সিংড়া সিং নাম শুনা হ্যয়।

[যশপাল চুরী ক'রে লটকান হুলিয়াটীর দিকে চেয়ে করুণ ভাবে নিবারণের মুখের দিকে চেয়ে ইসারা কল্ল]

---এই খাকীওয়ালা ক্যা নাম হ্যয় তুমহারা ?

নিবারণ। নাম সে ক্যা কাম্ ?

লোক। পিছে মালুম হো যায়গা। আচ্ছা—সিংড়া সিং নাম শুনা হ্যয়।

নিবারণ। হাঁ।

লোক। ক্যয়সা মেজাজ হ্যয় কুছ শুনা হ্যয়।

নিবারণ। খুনী ডাকু হ্যয়—মেজাজ ওয়সাই হোগা।

লোক। [হেসে] কওন মুলুককে আদমী কুছ শুনা হ্যয় ?

নিবারণ। নেহি। পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী এয়সাই কুছ হোগা।

লোক। হোলো না। খাঁটী বাঙ্গালী। সিংড়া সিং হচ্ছে পোষাকী নাম। আমার নাম ত' বল্‌লাম আপনার নামটী ব'লে ফেলুন ত' ?

নিবারণ। নিবারণ মুখুজ্যে।

সিংড়া সিং। কেন মিছে ব'লছেন। আপনার নাম যে আমি জানি রায় মশাই।

[সুমিত্রা, যশপাল, নিবারণ সন্ত্রস্থ হ'য়ে উঠল। বুধনীকে বন্দুক তুলে' ভয় দেখাতে দেখাতে ভেকু ভেতর থেকে এল]

বুধনী। হেঁই ভাল্—হেঁই ভাল্—আমি কি কসুর কইল্যাম্ বল। আমাকে বন্দুক দেখাইছে ক্যানে ?

ভেকু। [ধমকাইয়া] এই চুপ রহো। চিল্লাও মৎ। ভিতরে আর কেউ নেই। একটা ছোট খিড়কী দরজা আছে। বেশ মজবুৎ। সেটা বন্ধ ক'রে এলাম।

সিংড়া সিং। [দরজার কাছে গিয়ে] গোবিন্দ গাড়ী ব্যাক ক'রে এই ঘর আর ভাঙ্গা মেটে দেওয়ালটার মাঝে রাখ। ঐখান থেকে পূব দিকে নজর রাখবে। কোনও গাড়ী হঠাৎ রাস্তা দিয়ে পার হ'য়ে গেলেও এ গাড়ী সহজে নজরে প'ড়বে না। [ফিরে এসে] তোমার নাম কি ? [বুধনীর দিকে চাইল]

বুধনী। বুধনী বটে।

সিংড়া সিং। অনেক টাকা আজ পেয়েছ না ?

বুধনী। হঁ পাঁইয়েছি।

সিংড়া সিং। টাকা কটা দিয়ে দিতে হবে যে।

বুধনী। লিয়ে যাও ক্যানে ? টাকা উঁহার কাছে র'ইয়েছে। টাকা দিয়ে দাও গো দিদি। টাকা লিয়ে চইলে যাক্। ই বাবা ! খালি বন্দুক তুইলে ভয় দেখাইঁছে।

সিংড়া সিং। বারে মেয়ে! এক কথায় টাকা দিতে রাজী!

বুধনী। লিয়ে যাও। ও খুনীর টাকা ডাকাইতে খাইক্। দিয়ে দাও গো আর দেরী কইরো না।

সিংড়া সিং। ঠিক হয়। এইবার যশপালজী।

যশপাল। হুজুর।

সিংড়া সিং। তোমার টাকা।

যশপাল। হামার টাকা! মালিক! গরীব আদমী টাকা হামার কুথাসে আসবে।

সিড়া সিং। হুঁ। দ্যাখ মারপিট্ জুলুম আমরা ইচ্ছে ক'রে করি না। তোমাদের মত বেকুব লোকের পাল্লায় প'ড়ে সে সব কত্তে বাধ্য হই। কাগজ পড?

যশপাল। কি কাগজ!

সিংড়া সিং। খবরের কাগজ। পড়? সাঁইথিয়ার খুনের খবরটা কাগজে উঠেছে। লোকটা এমন বেকুব, যে মার খেয়ে ম'রে গেল তবুও টাকার কথা স্বীকার করল না। কি হল? টাকা কি তার সঙ্গে গেল? তার চাকরটা মারের চোটে ব'লে দিল।

যশপাল। টাকাভি গেল!

সিংড়া সিং। প্রাণও গেল টাকাও গেল। অথচ প্রাণটা সে বাঁচাতে পারত। বেকুব—আহম্মক। ওরকম বিশ বাইশটা আমার হাতে পার হ'য়ে গেছে।

যশপাল। বিশ বাইশটা!!

সিংড়া সিং। মারপিট, ঝামেলা আমি ভালবাসিনা তাই। অন্য লোক হ'লে আমার অবস্থায় প'ড়ে পঞ্চাশ ষাটটা খুন ক'রে ফেলত। যত বোকা আহম্মক আমার বরাতে জোটে। যাক্ তোমার টাকা কোথায় আছে ব'লে ফেল ত'?

যশপাল। টাকা হামার নাই। কালী কসম্।

সিংড়া সিং। সিন্দুক কোথায় ?

যশপাল। সব ঘর দেখে লিন্ হুজুর। টাকা নাই—সিন্দুক নাই।

সিংড়া সিং। মাটিতে পোঁতা আছে—না ? কি চমকাচ্ছ যে ? আর কদিন বাঁচবে ? টাকা কি ম'লেও সঙ্গে যাবে। মারের চোটে টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলিয়ে তবে ছাড়ব। আমার কি ? এক খুনেও ফাঁসী বিশ খুনেও ফাঁসী। ফাঁসী ত' আর বিশবার হয় না।

[বাইরে শীশের শব্দ হ'ল। সচকিত সিংড়া সিং জানালার কাছে গিয়ে দেখে' যশপালকে টেনে নিয়ে তার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে চাপা গলায় বল্‌ল]

সিংড়া সিং। কে একটা লোক পশ্চিম দিক থেকে আসছে। ভিতরে আসতে চাইলে দরজা খুলে ওকে ডেকে আন।

[সকলে উৎকণ্ঠিত : নিবারণ একটু বেশী উত্তেজিত হ'য়ে এগিয়ে সুমিত্রার দিকে যেতেই ভেকু ধমক দিয়ে উঠল]

ভেকু। এই হটো জানালাকে বগলসে।

নিবারণ। কি !

সিংড়া সিং। আপনার ওপর গুলি চালাতে হ'লে মেয়েটী যখম হ'তে পারে। স'রে দাঁড়ান রায় মশাই।

[দরজায় শব্দ হ'ল। ভেকু দরজার একটা পাল্লা খুলে তার আড়াল থেকে নিবারণের দিকে নিশানা করে বন্দুক ধরল। জানালার কা'ছে আসতে আসতে অসীম বল্ল]

অসীম। নিবারণ বাবু আছেন ? এই যে সিংজীও এসে গেছেন। একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে গাড়ী চেপে খানিকটা যেতেই একটা টুরার উল্টো দিক থেকে এসে সামনে চেপে আমাদের গাড়ীটা রুখে দিলে। তারপর কটা লোক সেই গাড়ী থেকে নেমে পিস্তল বন্দুক দেখিয়ে ধমকে আমাদের সবাইকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সেই গাড়ীতে চেপে বসল। "তোমরা ঐ গাড়ীতে যাও" বলে' তারা ত' চলে গেল, অথচ ভুলে চাবিটী দিয়ে

যায় নি। আপনি ত' Vehicle Depoর লোক, অনেক গাড়ী নাড়াচাড়া করেন। দয়া ক'রে একবারটী এসে দেখুন না যদি কোনও উপায় হয়।

নিবারণ। [রাগের ভাণ ক'রে] কোনও উপায় হবে না মশাই! আপনি চ'লে যান মশাই।

অসীম। আপনি এখনও রেগে আছেন নাকি?

নিবারণ। রাগ টাগ কিছু নয়। আপনি স'রে পড়ুন ত'।

অসীম। ভদ্রলোকটী বড় বিপদে—

মিবারণ। ব'কবেন না বলছি সতীশ বাবু।

অসীম। সে কি! আপনি আমায়—

নিবারণ। কেন ব'কছেন। চ'লে যান—চ'লে যান।

[সিংড়ার ইসারায় যশপাল বিকৃত কণ্ঠে বল্‌ল]

যশপাল। ভিতরে আসুন।

সুমিত্রা। না না—আপনি চ'লে যান।

অসীম। [অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে] ব্যাপার কি! কি হ'য়েছে?

যশপাল। [সিংড়ার গুঁতো খেয়ে] আপনি ভিতরে আসুন।

[অসীম জানালা থেকে স'রে যেতেই সুমিত্রা ভয় পেয়ে ছুটে জানালার কাছে গিয়ে বল্‌ল]

সুমিত্রা। না—না—আপনার এখানে আসবার কোনও দরকার নাই।

[বিস্মিত অসীম ভিতরে এসে সিংড়াকে দেখে]

অসীম। ও সেই দল দেখছি।

[ভেকু বন্দুক তুলেছিল। তাকে বন্দুক নামাতে ইসারা করায় অসীমের দৃষ্টি তার উপর গেল। হাত ধ'রে চেয়ারের কাছে টেনে এনে সিংড়া বল্‌ল]

সিংড়া সিং। চুপটী ক'রে ব'স।

অসীম আপ্ সিংড়া সিং হয়।

সিংড়া সিং। নাম জানলে কি ক'রে?

অসীম। এইটের সঙ্গে মিলছে তাই [হুলিয়া দেখিয়ে দিল]

সিংড়া সিং। আমি আসার আগেই এই ঝামেলা এখানে পৌঁছেছে দেখছি।

[লাফিয়ে গিয়ে হুলিয়া ছিঁড়ে ফেল্‌ল]

অসীম। [লক্ষ্য ক'রে তাকে দেখছিল] তুমি আনন্দ না।

সিংড়া সিং। [হেসে] এইরে চিন্তে পেরেছ ফেলুদা'। আমি তোমায় ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি।

অসীম। আমার ফেলু নাম এখানে চলতি নেই। এখানে আমি অসীম রায়।

সিংড়া সিং। [চ'মকে] কি!

অসীম। অসীম রায়।

সিংড়া সিং। [আত্মসম্বরণ ক'রে] তুমি অসীম রায় হ'লে কেন?

অসীম। ব্যবসার খাতিরে যে কারণে তুমি সিংড়া সিং আমিও সেই কারণে অসীম রায়। ফ্যালারাম রায়ের নামে বই লিখলে সে বই কেউ কিন্‌তো না। যাক্ আমি যাই।

আনন্দ। অত ব্যস্ত কেন?

অসীম। অন্ধকার মাঠের ভেতর, সঙ্গে একটী মেয়েছেলে ভদ্রলোকটী কত বিব্রত হ'য়েছেন বল ত'? [উঠল]

আনন্দ। হোক্। কতকাল পরে দেখা। বোস, বোস। আমিও ১৫।২০ মিনিট এখানে থাকব। যাবার সময় ও গাড়ীর চাবী দিয়ে যাব।

অসীম। চাবী তা হ'লে তুমি ইচ্ছা ক'রেই এনেছ।

আনন্দ। নিশ্চয়। মাইল পাঁচেক দূরেই তোপচাঁচী থানা—আমার একটু দেরী হবে—ইতিমধ্যে সেখানে খবর গেলে কত ঝঞ্ঝাট হবে বল ত'? স্থির হ'য়ে বোস একটু আলাপ করা যাক্।

অসীম। কি আলাপ কর্ব্ব?

আনন্দ। সারাদিন দোকানে খেটে ঘরে ঘুমুতে এলেও ত' রেহাই দিতে না। কত রাজ্যের কত কথা—কত সাহিত্য—কত কবিতা—

অসীম। বন্দুক পিস্তল দিয়ে ঘরের আবহাওয়া যা ক'রেছ।

আনন্দ। তাতে কাব্য আর ফুটছে না, নয়? চুপ ক'রে না থেকে যা হোক কিছু বল। কি একটা হিন্দী গান গাইতে "কুছ কহ যা কুছ শুনলে।" এক সঙ্গে ছিলাম—স্রোতের টানে কে কোথায় ভেসে গেলাম। আবার দৈবাৎ যখন এক সঙ্গে জুটেছি "কুছ কহ যা কুছ শুনলে।" তবু চুপ ক'রে রইলে? তোমাদের সেই মুখ চোবা ভয় কাতুরে আনন্দ আজ সিংড়া সিং হ'য়েছে দেখে—অন্ততঃ একটু আশ্চর্য্যও হও।

অসীম। আজ সারা জগতে যত দ্রুত যত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটছে তা'তে তোমার এই পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হবার কিচ্ছু যে নেই ভাই।

আনন্দ। যা বলেছ। অনেক কিছু দেখলাম আমরা এই ৮।১০ বছরে। অনাহারে পথে প'ড়ে লক্ষ লক্ষ লোক ম'ল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মড়া লাশে পথে গাড়ী চলা বন্ধ হ'ল—টাকার নেশায় প্রেত পিশাচের নাচ, দৈত্য দানার মাতন—

অসীম। থাক্। সব কথা ব'লে কুলোতে পার্ব্বে না। এক কথায় মনুষ্যত্ব আজ দেউলিয়া হ'য়ে গেছে।

আনন্দ। এই ছাখ—কেমন সুন্দর ক'রে গুছিয়ে তুমি বল ফেলুদা—কিন্তু কেন এমন হ'ল বলতে পার?

অসীম। পণ্ডিতেরা বলেন ভণ্ডামীর মুখোস খুলে গেলে তার স্বরূপ দেখে মানুষ নাস্তিক হয়। আজ সংশয় আর অবিশ্বাসের বিষে মানুষ আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। ন্যায় নীতি সব ভুলেছে—কিছুর উপর আর বিশ্বাস নেই।

আনন্দ। ঠিক্—ঠিক বলেছ। ভণ্ডরাই দেশটাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে।

অসীম। [হেসে] তুমিও ত' সেই ভণ্ডের দলে আনন্দ।

আনন্দ। ভণ্ড! কক্ষনো না—ভণ্ডামীর বালাই নাই আমার। লুটের বাজার চ'লেছে। লুটেই যখন খেতে হবে তখন সোজা লুটই কর্ব্ব।

অসীম। তা হ'লে লুটে দোষ নেই! তোমার মতে সাধুতার ভান ক'রে লুট কল্লে ভান টুকুই দোষের। কেমন?

আনন্দ। [যুক্তি জালে জড়িয়ে বিব্রত হ'য়ে] উঁ ?

অসীম। একজন লুকিয়ে মদ খায় ব'লে তাকে গালাগাল দিয়ে নিজে সদম্ভে রাস্তায় মাতলামী ক'চ্ছ।

আনন্দ। বড় প্যাচ কষা স্বভাব তোমার।

অসীম। আনন্দ। মহত্বের ভান ক'রে ভণ্ডামী মহত্বের গৌরব টুকু মেনে নেয়। তাতে মহত্বের মর্য্যাদা বাড়ে। কিন্তু তুমি যা ক'চ্ছ এটা ব্যভিচারের বাহাদুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। বন্দুক পিস্তল নিয়ে এসে এই অসহায় বুড়ো আর তার নাতনীর ওপর জুলুম ক'চ্ছ। কি ব'লে একাজের সাফাই দেবে ?

আনন্দ। জেরায় ঠেকালে। কিন্তু আমি যে বড় জ্বালায় এমন হ'য়েছি ফেলুদা। সোজা পথে খেটে খেতেই ত' বেরিয়েছিলাম। দেখলাম মালিক খাটাবে কিন্তু ভরপেট খেতে দেবে না। বুলীতে ভুলে' ইউনিয়নের দলে ভিড়লাম ! সেখানেও দেখি ভণ্ডরাই হিসেব নিকেশ চাঁদা ঘুষ সব কিছুতেই যে যার মত সুবিধা কর্ব্বার তালে আছে। এল বিয়াল্লিশের আগষ্ট। পাগল হ'য়ে হল্লায় ঝাঁপিয়ে প'ড়লাম। কত জন জেলে গেল কত জন গুলী খেয়ে ম'ল। একটু চোখ চাইতেই দেখি সেখানেও তারাই কর্ত্তা যাদের সুবিধাবাদ ছাড়া আর সত্যি কোনও মতবাদের বালাই নেই। এল আগষ্ট হাঙ্গামা—হিন্দু মুসলমান লড়িয়ে দিয়ে তারাই সুবিধে ক'ত্তে লাগল। হানাহানি খুনোখুনি ক'রে মত্তে ম'ল যত গরীব অভাগার দল। বন্দুক পিস্তল বোমা গ্রিনেড এগিয়ে দিয়ে আমাদের তাতিয়ে দিয়ে লুটের দল লুটে খেতে লাগল। তারপর এল স্বরাজ। ও বাবা তার যা মাতুনী। খাঁটী আসল সব কিছুকে চেপে' দিয়ে মেকীরা বেপরওয়া হ'য়েছে। ন্যায় নীতি বিবেক বিচার কিছুই নেই। আছে কালো হাটের কালো টাকা আর ঝুড়ী ঝুড়ী মিষ্টি মধুর বচন—

অসীম। এসব দুঃখ তোমার একার নয়।

আনন্দ। অন্যের দেহ থেকে রক্ত প'ড়ছে দেখে আমার যখম্ কি সেরে যাবে ? নিজের বিষের জ্বালায় যে আমি জ্বলছি।

[হঠাৎ বাইরে শিসের শব্দ হ'ল। জানালা দিয়ে দেখে আনন্দ শিস দিল]
—বোধ হয় তোমার সেই ভদ্রলোক ও মহিলা আসছে।

[নেপথ্যে ভদ্রলোকটী "অসীম বাবু এসেছেন কি ?"]

অসীম। আজ্ঞে হাঁ।

ভদ্রলোক। [আসতে আসতে] আঁধারে ভয় ক'ত্তে লাগল।

[ঘরে বন্দুক পিস্তলধারীদের দেখে মহিলাটিকে ইঙ্গিতে সাবধান কর্ব্বার আগেই তিনি ব'ললেন]

মহিলা। ওগো এরা সেই দল।

আনন্দ। নমস্কার! আসুন—নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসুন।

[ওঁরা বসতেই অত্যন্ত মোলায়ম ক'রে বল্ল] ভালই ক'রেছেন। অন্ধকারে ঐখানে ব'সে না থেকে এখানে এসে ভালই করেছেন।

মহিলা। [একটু নীচু গলায়] ওগো—এরা ত' বেশ ভদ্র ব্যবহার ক'রছেন —না ? (ভদ্রলোক সতর্ককরার চেষ্টা ক'রলেন)

আনন্দ। আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার ক'রলে আমরা অভদ্র ব্যবহার কেন কর্ব্ব বলুন ?

মহিলা। সেত' নিশ্চয়! [ভদ্রলোককে] ওগো আমাদের গাড়ী যখন এখানেই আছে তখন আমার এ্যাটাচির কথাটা বলনা ?

[ভদ্রলোকটী আবার নিরস্ত করার চেষ্টা ক'রলেন]

আনন্দ। আপনাদের গাড়ীর seatএর cushionএর তলায় যে এ্যাটাচি ব্যাগটী ছিল সেইটের কথা ব'লছেন কি ?

মহিলা। হাঁ। ওতে আমার বিশেষ দরকারী একটা জিনিষ আছে।

আনন্দ। এমন বিশেষ ত' কিছু নেই; আমি দেখলাম শুধু এক জোড়া জড়োয়া কঙ্কন।

মহিলা। হাঁ—[আর কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন]

ভদ্রলোক। আমি একটা প্রস্তাব কর্ব্ব ?

আনন্দ। করুন।

ভদ্রলোক। কিছু মনে কর্ব্বেন না। আমরা business man সোজাসুজি সব কথা ব'লে থাকি। তাতে ফলও ভাল হয়।

আনন্দ। বেশত' সোজাসুজিই বলুন। আমিও যে business man.

ভদ্রলোক। দেখুন। আমার গাড়ীটা সামলাতে আপনার অনেক বেগ পেতে হবে। তার চেয়ে কিছু নিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিন না।

আনন্দ। কত দিতে চান?

ভদ্রলোক। এ্যাটাচির কঙ্কনটার ওপর আরও কিছু যদি ধ'রে দিই।

আনন্দ। cash চাই। গহনা গাঁঠিতে হবে না। তা ছাড়া আমি দেখে নিয়েছি যে কঙ্কনের পাথর ঝুঠো। সোনাও খাঁটী কিনা বলা যায় না।

মহিলা। [উত্তেজিতভাবে] ঝুঠো পাথরের কঙ্কন! মিছে কথা।

আনন্দ। খুব সত্য কথা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

মহিলা। হাঁ গা—

ভদ্রলোক। [বিব্রত হ'য়ে] নগদ না হয় কিছু দিচ্ছি।

আনন্দ। সে কত?

ভদ্রলোক। Loose change টেঁক্স সব জড়িয়ে পাঁচশর বেশী আমার কাছে নাই।

আনন্দ। বেশ তাই দিন।

[ভদ্রলোক চিঠির থাম—সার্টের কাফ্ জুতোর স্কতলা—সিগারেটের কেশ থেকে টাকা বের ক'র্ত্তে লাগল। যশপাল অসীমের কাছে গিয়ে বল্‌ল)

যশপাল। রায় বাবু আপনার দোস্ত হোয়। হামার হ'য়ে ভি কিছু ব'লে দিন।

অসীম। আমার সঙ্গে অনেক দিন আগে পরিচয় ছিল—

আনন্দ। যাক্। তুমিও কি কিছু দিয়ে রফা ক'র্ত্তে চাও নাকি?

যশপাল। হুজুর! গরীব আদমী কোনও রকমে কাম ধান্ধা রুজি রোজগার—

আনন্দ। [হেসে বুধনীকে দেখিয়ে] তুমি কি ঐ বুধনীর চেয়েও গরীব। দেখলে ত' এক কথায় সব টাকা দিয়ে দিতে এমন চট্ ক'রে ও রাজী হ'ল যে আমারই নিতে লজ্জা ক'চ্ছে। যাক্ কত দেবে ঠিক ক'রে বল ত' ?

যশপাল। হুজুর! ঢুঁর ঢাঁরকে ঢাইশও তক্—

আনন্দ। তোমার প্রাণের দাম ঢাই শওর চেয়ে ঢের বেশী। সেটা এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার হ'ল ?

ভদ্রলোক। এই হোল। গোটা কতক টাকা কম হচ্ছে। ওগো তোমার কাছে কিছু হবে বোধ হয় দেখ ত'।

মহিলা। আমার কাছে কিচ্ছু হবে না।

ভদ্রলোক। ছিঃ তুমি সময় অসময় বোঝ না।

মহিলা। যত বোঝ তুমি? জীবন ভোর ব্যবসার কথা শুনিয়ে আসছ। বিয়ের সময় আমার বাপের উপর ব্যবসা স্থরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত কত ব্যবসাই ত' ক'রেছ। আমার কি ক'রেছ? দেবার বেলায় গিল্‌টী গয়না ঝুঠো পাথরের!

ভদ্রলোক। ওকি ছি :—

মহিলা। সারা জীবন নিজের লাভই খতিয়েছ। আমার কথা কখনও ভেবেছ। চিরদিন নিজের স্থবিধের জন্য আমায় মেকী দিয়ে সাজিয়ে হাকিম হুজুর উপরি ওয়ালাদের কাছে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার ক'রেছ।

ভদ্রলোক। তুমি কি কিচ্ছু বোঝনা ?

মহিলা। কি বুঝব বলত? আজ সে দেশে অস্থবিধে তাই এদেশে এসে জাল ফেলেছ। আমায় শুদ্ধ সঙ্গে ক'রে টেনে এনে এই বিপদে ফেলেছ। তোমার কোনও দিন ভাল হবে না। সেখানে যেমন সব এক ধাক্কায় ভেঙ্গে প'ড়েছে, সারা জীবনের বালির ঘর তোমার ধ্বসে যাবে। নাও—নাও—যা আছে সব নাও—

[**Hand bag** ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভদ্রলোক কুড়িয়ে নিয়ে তা থেকে কিছু টাকা বের ক'রে আনন্দকে দিয়ে বল্‌ল]

ভদ্রলোক। এইবার গাড়ী নেবার হুকুমটা দিন।

আনন্দ। [টাকা পকেটে রেখে] কি হ'য়েছে জানেন। আমার গাড়ী এদেশে বড্ড চেনা হ'য়ে গেছে। আপনার গাড়ীর ক'লকাতার নম্বর, তা' ছাড়া blue book, license, token সবই ঠিক আছে—এসব স্ববিধে কি ছাড়তে পারি ?

ভদ্রলোক। তবে চাবিটা দিন। আমরা ঐ গাড়ীতেই বরং—

আনন্দ। পাঁচ মিনিট কষ্ট ক'র্ত্তে হবে। আমরা চ'লে যাবার সময় চাবী দিয়ে যাব।

[ভদ্রলোক বোকা ব'নে ধীরে এসে চেয়ারে বসলেন। মহিলাটি তার বিষণ্ণ মুখ দেখে খুসী হ'য়ে আনন্দকে বল্‌ল]

মহিলা। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ওর সার্ট কোটের নীচের আসল মানুষটা কি তা বুঝেছেন আর তার উপযুক্ত ব্যবহার ক'রেছেন। ও ঘরে-বাইরে সবাইকে ঠকিয়ে বেড়ায়। বিয়ের পর থেকে এ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই ও কত মিথ্যা ব'লেছে—কত ঠকিয়েছে—

আনন্দ। আপনাদের ঘরোয়া ঝগড়ার ভেতর আর আমাকে কেন জড়াচ্ছেন ? এইবার শেঠজী তুমি কত দেবে ঠিক করলে ?

যশপাল। [চমকে উঠে] হামার ঘরে ত কিছু থাকে না। বেঙ্কে—

আনন্দ। ব্যাঙ্কে ? আচ্ছা ঘরের খবর বের করার চেষ্টা কচ্ছি।

[উঠে কাছে এসে ঘাড়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে]

—জলদী করো। কোথায় টাকা বলো। [হাতঘড়ি দেখে]—বল্লে না ত' ? আচ্ছা—শীতল ! শীতল—তোমায় বেঁধে তোমার হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে পেট্রল ঢেলে আগুন জেলে দেব। তখন বলবে নিশ্চয়।

যশপাল। হে রাম—আরে বাপ্—

[শীতল এল। তার বিরাট মূর্ত্তি আর হাতের সরঞ্জাম দেখে যশপাল ডুক্‌রে উঠল]

আনন্দ। শীতল বাঁধো ইস্কো। মশাল বানাও—

[শীতল থলে থেকে দড়াদড়ি—ন্যাকড়া ইত্যাদি বের ক'ত্তে লাগল। সুমিত্রা অস্থির হ'য়ে তার কাছে যেতেই শীতল ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল]

যশপাল। আইহো—দাদা—রায় বাবু বাঁচান—বাঁচান—

অসীম। [উঠে দাড়ল] আনন্দ।

আনন্দ। চুপ ক'রে ব'সে থাক ফেলুদা। [হাত ঘড়ি দেখল] ব'স ব'স অপরের যন্ত্রণা দেখতে খারাপ লাগেনা। ফাঁসী দেখতে কত লোক যেত জান ?

অসীম। যন্ত্রণা দেখে আমি আনন্দ পাইনা।

আনন্দ। সে কি! হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় ক'লকাতায় ছিলেনা ?

অসীম। ছিলাম।

আনন্দ: নিরীহ দুর্ব্বল অসহায় মানুষকে ইঁদুর ছুঁচোর মত ঠেঙ্গিয়ে মেরে মানুষ কি আনন্দ করেছে দেখনি ? খিদিরপুরে বিশ জন খুন হ'য়েছে শুনে টালায় কি উল্লাস হ'য়েছে দেখনি !

অসীম। ও সব সাময়িক উন্মাদনা।

আনন্দ। ওটা সব সময়ের। পরের দুঃখে মানুষ কোনও কষ্ট পায় না। বরং আনন্দ পায় সব সময়।

অসীম। আনন্দ তোমার কথা শুনে মনে হয় মানুষের নিষ্ঠুরতায় অহমিকায় এখনও তুমি ব্যাথা পাও।

আনন্দ। পাই। আজও মাঝে মাঝে মানুষের নীচতা দেখে ব্যাথা পাই। নিজেকেও আমি কম ঘৃণা করি না। খেটে খেয়ে বেঁচে থাকার লড়াই ক'ত্তে গিয়ে হ'টে গিয়ে অমানুষ হ'য়েছি এটাও বুঝি। কিন্তু এ হার ত' শুধু আমার বা আমার মত অসহায়দের অক্ষমতায় হয়নি। যারা অন্যায় ক'রে আমাদের হ'টতে বাধ্য করেছে তাদের স্বভাব চরিত্র প্রবৃত্তি মতলব সব তিল তিল ক'রে লক্ষ্য করেছি। আমায় চুরমার ক'রে ভেঙ্গে যারা রাস্তায় আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে

তাদের একটু বুঝিয়ে দেব যে আর তাদের মর্জ্জি মত দুনিয়া চ'লবে না। আজ কাঁটা হ'য়ে পায়ে বিঁধছি কাল শূল হ'য়ে গায়ে বিঁধব।

অসীম। আনন্দ তোমার একার বিদ্রোহে কোন ফল হবেনা।

আনন্দ। জানি জানি—ওসব অনেক শুনেছি। অনেক দিনের ব্যাধি, সারতে সময় লাগবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'চ্ছে এই সব স্তোক্ দিয়ে সয়তানদের কাজ গুছাবার সময় দিতে চাও—তোমরা দাও। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

অসীম। রক্তে রাঙ্গা ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।

আনন্দ। তোমার কবিতা শোনার সময় নেই এখন—এখন চুপ করে ব'স আমায় কাজ ক'ত্তে দাও। শীতল জলদী করো। [ঘড়ি দেখে] Petrol ঢালো।

যশপাল। আরে বাপ্! রায় বাবু বাঁচান—Petrol ঢালাইলো।

আনন্দ। ইয়ে লেও মাচিস্।

অসীম। [উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল] খবরদার। এ অন্যায় আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

আনন্দ। [হেসে] হাতের যন্ত্রটা দেখছ?

অসীম। দেখেছি। যারা গায়ের জোরে অন্যায় করে তারা চিরদিনই ওসব দেখায়। যারা অন্যায়ের প্রতিরোধ কর্ত্তে দাঁড়ায় তারা চিরদিনই নির্ভয়।

আনন্দ। [শ্লেষ ভরে] নির্ভয়! মিছে প্রাণটা খুইয়ে কিছু সুখ হবে?

অসীম। হবে। সে সুখের ধারণা তোমার নেই। কিম্বা আগষ্টের হাঙ্গামায় যখন ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলে তখন হয়ত ছিল। এখন আর নেই। আনন্দ যারা গুলীর সামনে বুক পাতে, হাঁসি মুখে ফাঁসীকাঠে ওঠে মানুষের সবচেয়ে পরম সম্পদ প্রাণ, হেলায় লুটিয়ে দেবার মত চরম আনন্দ তারা নিশ্চয় কিছু পায়—

আনন্দ। পায়। ঠিক বলেছ পায়। দূরে পথে গুলী চলছে—নির্ভয়ে পাগলেরা সে দিকে ছুটে' গেছে—আমি দেখেছি। কিন্তু কোথা থেকে সে আনন্দ, সে সাহস আসে তাদের ব'লতে পার?

অসীম। সে আনন্দেব উৎস তোমার আমার এদুনিয়ার সবার বুকেই আছে আনন্দ। দুঃখ কষ্ট ভয় অন্যায় আর অপমানের উগ্র যাতনা আজ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে। সে তীব্র বেদনার তপ্ত পাত্রে যে অমৃত ভরে' ওঠে তাই পান ক'রে বীর যারা তারা মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। তারা বীর তাই মরণ পণে অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে। তারা তোমার মত ভীরু নয়।

আনন্দ। আমি ভীরু! আমার ভয়ে এ অঞ্চল কাঁপে—আমি ভীরু!

অসীম। নিশ্চয়। নইলে দুর্ব্বলের উপর অন্যায় জুলুম কত্তে বন্দুক পিস্তল আর গুণ্ডার দল নিয়ে তুমি কখনই আসতে না। লোভের ক্ষোভের আর ক্রোধের জ্বালায় মিছেই ছুটোছুটী কচ্ছ আনন্দ। যা চাও তা এপথে পাবে না।

আনন্দ। তুমি বড় কঠিন লোক ফেলুদা'। মানুষের মনের গোড়া ধরে এমন করে নাড়া দাও—আমি তোমায় খুন কত্তে এসেছিলাম তা জান?

অসীম। আমার অপরাধ?

আনন্দ। অনেক খুন খাবাপ করেছি। টাকা খেয়ে বন্দুক পিস্তল বোমা হাতে পেয়ে বেপরোয়া মানুষ মেরেছি। কার কি অপরাধ খতিয়ে কখনও দেখিনি। আজ তোমায় মারবার টাকাও পেয়েছি। তবে ফেলুদা' অসীম রায়-হ'য়েছে জানলে হয়ত' আসা হ'ত না।

অসীম। তোমায় টাকা দিয়ে এ কাজে কে পাঠালে বলত?

আনন্দ। [ঘড়ি দেখে] বড় ব্যস্তবাগীশ তুমি। চুপ করে বসে একটু রগোড় দ্যাখ। [নেপথ্যে ইলেকট্রিক হর্ণ বাজিয়ে একটা মোটর এসে দাঁড়াল] দেখছ ঠিক টাইম মত লোক আসছে। [বিস্মিত অসীমের দিকে চেয়ে ঠোটের ওপর তর্জ্জনী রেখে চুপ ক'রে থাকতে ইঙ্গিত কল্ল।]

[বাইরে থেকে "সুমিত্রা সুমিত্রা" বলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকে
সুদর্শন ডাকাত দেখে ভয় পাবার ভান ক'রে বল্ল]

সুদর্শন। আরে বাপরে ! এসব কি !!

আনন্দ। এইও ! চুপ ! তুম কওন হায় ?

সুদর্শন। এ' মেয়েটার বাপ্।

আনন্দ। এ বুঢ্‌ঢা তুমহারা কওন হায ?

সুদর্শন। মেরা চাচা।

আনন্দ। চাচা ! বহুৎ আচ্ছা। রুপেয়া কাঁহা হায় দেনে বোলো। আভি কাম ফ্যয়সলা হো যায়গা।

সুদর্শন। [কাতর স্বরে] চাচা ! তোমার টাকা কোথায় আছে ব'লে ফেল।

যশপাল। বাঁচাও—জান বাঁচাও—এ সুদর্শন।

আনন্দ। চোপ্। জলদী করো। কাঁহা রুপেয়া হায় বোলো। নাহি বোলেগা ? আচ্ছা—শীতল ম্যাচিস্ লাগাও।

সুদর্শন। একটু দয়া করুন। আমি আমার মেয়েটাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।

আনন্দ। বহুৎ ডরতি হায়। আচ্ছা—কেৎনা রুপেয়া দিলেগা ? বোলো

সুদর্শন। পাঁচ শও।

আনন্দ। আওর বাঢ়ো—বাঢ়ো

সুদর্শন। জী এক হাজার।

আনন্দ। লাও জলদী করো—

সুমিত্রা। না—না—আমি যাব না।

অসীম। স্থির হও সুমিত্রা—

[ততক্ষণে এক কেতা নোট সুদর্শন আনন্দের হাতে দিয়েছে।
সে সেটা পকেটে রেখে হাসিমুখে বল্‌ল]

আনন্দ। ব্যস্। খেল খতম—পয়সা হজম। শীতল খোল—দড়ীদড়া খোল।

[সুদর্শনকে] হাঁ ক'রে দেখছ কি ? তোমার খেলা এদের সব বলেছি ম্যানেজার সাহেব। অসীম রায়ের বাবদ সন্ধ্যার সময় যে এক হাজার টাকা দিয়েছ তাও বিলকুল হজম। এ বারে এ অঞ্চল ছেড়ে একটু দূরে যেতে হবে। ফেলুদা' চল্লুম ভাই। তুমি বড় কঠিন লোক কিন্তু। আমার বনেদ শুদ্ধ নেড়ে দিয়েছ। দেখছ আজও সিংড়ার ভেতর আনন্দ একটু বেঁচে আছে। দেখি তাকে বাঁচান যায় কিনা।

[অসীম সস্নেহে তার কাঁধে হাত দিল। আনন্দ দু'হাতে তার হাত চেপে ধ'রে ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল]

—ভেকু গাড়ীর চাবীটা এই বাবুকে দিয়ে চল।

[আনন্দ শীতল চ'লে গেল। ভেকু বন্দুক নামিয়ে পকেট থেকে চাবী বের ক'চ্ছে এমন সময় সুদর্শন বন্দুক নেবার চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তে চিৎকার ক'র্ত্তে লাগল]

সুদর্শন। হারামীকে বাচ্চা খুন কর ডালেগা।

[ধস্তাধস্তির সময় ঘরের সবাই ভয় পেয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কচ্ছে। একটা গুলীর আওয়াজ হ'ল। অসীম যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ব'সে পড়ল। আনন্দ বাহিরের জানালায় এসে সুদর্শনকে গুলী ক'রল। সে নিজের গুলী লাগা হাত চেপে ধ'রে লুটিয়ে পড়ল। ভেকু চট্‌ ক'রে বন্দুক তুলে ফিরে দাড়াল। আনন্দ ফিরে এসে সুদর্শনের দিকে তেড়ে গিয়ে এক লাথি দিয়ে বল্ল]

আনন্দ। সয়তান! তোমার জান খেয়ে ফেলব। [ছুটে অসীমের কাছে গিয়ে] কোথায় লাগল—কোথায় লাগল ?

অসীম। এই পাশে। গুরুতর কিছু হয় নি বোধ হয়।

আনন্দ। Sten Gun এর গুলী বড় সাঙ্ঘাতিক। গোবিন্দ Start করো। চল চল ফেলুদা তোমায় তোপচাঁচীর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

অসীমকে ধরতেই—বাহিরে হঠাৎ মোটরের শব্দ—গোলমাল—
শীষের শব্দ—গুলীর আওয়াজ—চেঁচামেচি শুরু হ'ল। নেপথ্য
থেকে কারা বল্ল "নিবারণ, শেঠজী ভয় নেই"]

আনন্দ। সয়তান সব তোমার plan. খবর দিয়েছ ?

সুদর্শন। আমি কিছু জানি না! কোনও খবর দিই নি।

আনন্দ। পাঁচহাজার টাকা খাবে যে—খাও।

[পর পর দুটো গুলী সুদর্শনের উপর চালাল]

গোবিন্দ Start করো। ভেকু জানালায় দাড়িয়ে গুলী চালাও। গাড়ী থেকে কেউ যেন নামতে না পারে। শীতল উঠাও—বাবুকে তোল। অন্দরের দরজা দিয়ে গাড়ীতে ব'সব।

শীতল। গাড়ীর টাঙ্কি পিছনে। গাড়ী বেরুলেই গুলী ক'রে ঝাঁঝরা ক'রে দেবে।

[আনন্দ একটু ভেবে নিবারণের কাছে গিয়ে বলল]

আনন্দ। এই বাবু চেঁচিয়ে বল যে আমরা গুলী বন্ধ ক'রছি। বন্দুক পিস্তল সব তোমার হাতে দিয়ে ধরা দিচ্ছি বল।

নিবারণ। চাটাজ্জী এরা বন্দুক ফেলে দিয়ে Surrender কচ্ছে—এঁ্যা—আরে ধরা দিচ্ছে।

[নেপথ্যে "বন্দুক সব তোমার কাছে দিয়েছে ?" আনন্দ বন্দুক
পিস্তল সব দিল]

নিবারণ। সব আমার হাতে দিয়েছে। তোমরা এস।

আনন্দ। [বাহিরের দিকে চেয়ে] গোবিন্দ গোলী বন্ধ করো।

[চাটাজ্জী অবিনাশ ইত্যাদি বন্দুক হাতে টাঙ্গী কুড়াল ইত্যাদি হাতে ধ্বজা
বিরিঞ্চির দল ও রাসু বাবু প্রবেশ কল্ল। ঘরে এসে ওরা নিবারণের
হাত থেকে বন্দুক পিস্তল নিল আর মজুরদল সিংড়া ও
তার দলকে ধরল। ইতিমধ্যে রাসু বাবু অসীমকে দেখে
তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বল্ল—]

রাসবিহারী। আপনি কখন ফিরলেন? ভাগ্যি ডাকাত চিন্তে পেে ডিপোতে খবরটা—এ কি! গুলী লেগেছে! হায়—হায়—কি ক'রে লাগল?

নিবারণ। [সুদর্শনকে দেখিয়ে] ঐ সয়তান গুলী করেছে!

অবিনাশ। [সুদর্শনের কাছে গিয়ে] এত' মরে গেছে।

নিবারণ। সিংড়া সিং ওকে গুলী করেছে।

[সিংড়া তাদের হয়ে এই সয়তানের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে জেনে মজুররা সিংড়াকে ছেড়ে দিতেই চাটার্জ্জীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সিংড়া বল্ল]

আনন্দ। কথা বলবার সময় নেই। এক্ষুনি গাড়ী ক'রে একে তোপচাচী হাসপাতালে নিয়ে যান।

চাটার্জ্জী। অ্যাঁ। তা—সেখানে ত' অনেক জবাব দিহির ফেরে পড়তে হবে। অবিনাশ চল—ডিপোর ডাক্তার নিয়ে আসি—চল চল।

[ওরা ক'জন চ'লে গেল]

আনন্দ। শীতল। একে টেবিলের ওপর শুইয়ে দাও। শেঠজী ঠাণ্ডা জল আর পরিস্কার ন্যাকড়া নিয়ে এস ত'। যাও জলদী করো।

["রাম রাম" কত্তে কত্তে যশপাল অন্দরে গেল]

[অসীম মাথা তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল]

অসীম। সুমিত্রা।

[সুমিত্রা ধীরে উঠে কাছে এল। বুক পকেট থেকে নোটগুলো বের করে অসীম বল্ল]

— পাথেয় ব'লে টাকা ক'টা দিয়েছিলে সুমিত্রা। ফিরিয়ে নাও, যাওয়া ত' আর হ'ল না।

সুমিত্রা। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] না—না—যাওয়া আপনার হবে না। আমারই ভুল—আমারই ভুল—আপনার থাকতেই হবে।

অসীম। [হাসিমুখে আশ্বাস দিয়ে] আমি থাকব সুমিত্রা—আমি থাকব।

[নিঃস্তেজ হয়ে লুটীয়ে পড়ল। অসীমের মুখের দিকে চেয়ে সুমিত্রা মাথাটা টেবিলের উপর লুটিয়ে দিল। সবাই নিস্তব্ধ নিঝুম। শীতল এসে আনন্দকে ইসারা ক'রতেই সে বল্ল]

আনন্দ। না—না শীতল ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত আমার যাওয়া পারে না।

[যশপাল জল ও ন্যাকড়া নিয়ে এল। আনন্দ সাধ্যমত first aid দিতে লাগল। অসীমের মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধ্বজা বল্ল]

ধ্বজা। ই শালা নিজেও মইল অমন ভাল লোকটাকেও মাইল্লে হে।

গোবর্দ্ধন। আমাদের বরাত মন্দ তাতেই এমনটা হইল।

[ব'লে তারা মাথায় হাত দিয়ে ব'সল]

বিরিঞ্চি। [নিবারণকে] বাঁচার আশা নাই বাবু ?

নিবারণ। ডাক্তার এলে জানা যাবে।

গোবর্দ্ধন। হঁ। আমাদের দুঃখের কপাল তাতেই ডর্ হইছে। আমাদের ভাল যে কইরবেক্ সে রইবেক্ নাই। সেই ডর্—

ধ্বজা। এঃ ডর্ কিসের রে। অমন কতজন যাইতে হবে। বাবুর কথাটা খালি মনে রাখিস্। নিজের কাজ নিজের হইয়ে কইত্তে হবে। মন্দর সঙ্গে লইড়তে ক্ষয় ক্ষতির হিসাব কইল্লে চইলবেক্ নাই। সবাই মিলে কাঁধ লাগাইতে হবেক্—হাঁইজোর—হাঁইজোর

[অসীম হাতে ভর দিয়ে উৎসাহে উঠে বসল, সুমিত্রার মাথায় হাত রেখে উর্দ্ধে চেয়ে বল্ল]

অসীম। সুমিত্রা আমি থাকব—আমি থাকব !

যবনিকা

বহুরূপী ক্লাব কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত

যশপাল —	শ্রীতুলসী লাহিড়ী (নাট্যকার)
রাসবিহারী —	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অসীম —	শ্রীশম্ভু মিত্র
সুদর্শন —	শ্রীকালী সরকার
নিকুঞ্জ গড়াই —	শ্রীগঙ্গাপদ বসু
চাটার্জ্জী —	শ্রীঅরিন্দজিৎ চক্রবর্ত্তী
অবিনাশ —	মঃ জ্যাকেরিয়া
শর্ম্মা —	শ্রীঅমর গাঙ্গুলী
নিবারণ —	শ্রীশোভেন মজুমদার
ধ্বজা ...	মঃ ইসরাইল
বিরিঞ্চি —	কলীম সরাফি
গোবরা —	শ্রীঅমর গাঙ্গুলী
হলধর —	শ্রীজহর রায়
আনন্দ —	শ্রীসবিতাব্রত দত্ত
ভেকু —	শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়
শীতল —	শ্রীপ্রবোধ মিত্র
ভদ্রলোক —	শ্রীঅশোক মজুমদার
সুমিত্রা —	শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র
বুধনী —	শ্রীমতী স্মৃতি মিত্র
ভদ্র মহিলা —	শ্রীমতী দীপ্তি বাগচী

পরিচালনা—শ্রীশম্ভু মিত্র

আলোক সম্পাতে — শ্রীতাপস সেন ও শ্রীআশুতোষ বড়ুয়া

সংবাদ পত্রের মতামত

দৈনিক বসুমতী (২৩-১২-৫০)

* * * * পথিকের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটি সেট-এ তিনটি অঙ্কের সমাবেশ। দৃশ্য পরিকল্পনার বাহুল্য বর্জিত আঙ্গিকের সহায়তায় নাটকটির আকর্ষণকে অভিনয় সুন্দর করেছে * * *

পরিচয় (পৌষ—১৩৫৭)

* * * বর্ত্তমানে চলতি বাংলা নাটকগুলোর মধ্যে আর কোনটিতে আছে কয়লাখনি আর মজদুর-আন্দোলন নিয়ে এমন দুঃসাহসিক বিষয়ের অবতারণা? সুদর্শনের মারফৎ আজকের মালিকদের "জাতীয়" মজুর-নীতির স্বরূপের এমন নির্ম্মম উদ্ঘাটন? সিংড়া সিংকে মালিক পক্ষ যে টাকা খাইয়ে নিযুক্ত করেছিল অসীম রায়কে হত্যা করার জন্যে, এ সত্যটা এমন একটা তীব্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে যে দর্শকের ঘৃণাটা শুধুমাত্র সুদর্শনের ওপরেই আর সীমাবদ্ধ থাকেনা। এটা নাটকের স্বপক্ষে একটা মস্তবড় কথা।

সচিত্র ভারত (৯ই ডিসেম্বর—১৯৫০)

* * * পথিক রচনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী। রচনার বলিষ্ঠতা ছাড়া আছে সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন চরিত্রের ওপর গভীর অবলোকন। একটি চা'র দোকান কাহিনীর কেন্দ্র হলেও তার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন জাতীয় চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে সমস্ত চরিত্রগুলোই ঘটনার স্বাভাবিক গতিতে এসে নাটকে উপস্থিত * * *

যুগান্তর (২২-১২-৫০)

* * * "পথিক" নাটকখানি তিন অঙ্কের। একটি ছোট্ট চা ও মনিহারীর পাচমিশালী দোকানে এই তিন অঙ্ক নাটকখানি অভিনীত হয়: দৃশ্য-ক্ষেত্র মাত্র একটি—পট পরিবর্ত্তনের কোন বালাই নেই। কিন্তু তথাপি নাটকখানি অভিনয় কালে প্রতিটি দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে। বর্ণনা কৌশলে ইহা এমনি জম-জমাট এবং প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ইহা এতই রসোত্তীর্ণ। নাটকখানির চরিত্রাঙ্কণ হয়েছে অনবদ্য * * *

লোকসেবক) ৮-১২-৫০)

* * * মোটের উপর নাটকখানি সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। বহুরূপীর এই প্রচেষ্টায় আমরা অভিনন্দন জানাই। ধারাবাহিকভাবে এই ধরণের শিক্ষামূলক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে, বাংলার নাট্যমঞ্চের একঘেয়েমির হাত থেকে দর্শক সাধারণ রেহাই পাবে।

সত্যযুগ (৮-১২-৫০

'বহুরূপী'র নাট্যোৎসবের প্রথম নাটক তুলসী লাহিড়ী রচিত 'পথিকে'র অভিনয় দেখলাম। নাট্যকার শুধু দক্ষ নন, দরদীও। অন্যান্য বাংলা নাটকের (যা সচরাচর পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হ'য়ে থাকে) সঙ্গে এর পার্থক্য প্রথম থেকেই ধরা পড়ে। কি বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে, কি রচনা কৌশলে নাট্যকার পুরো-পুরি বাস্তব-ধর্মী।

খেটে খাওয়া মানুষগুলোর অসহায়ত্ব সীমাহীন। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের কোন চেতনা নেই। তারা মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেই যায়। কিন্তু তাদের এই অসহায় জীবনযাত্রার মধ্যে একদিন হঠাৎ আবির্ভাব হয় এক পথিকের। তাদের নিশ্চল প্রাণে তরঙ্গ তোলে। এরা একজোট হয়ে উঠতে চায়। এদের শক্তির উৎস একতায়। একতাবদ্ধ ক্ষীণ মানুষ জোর পায়, দাবী জানায়, জয়ী হয়। এই মূল বক্তব্যটিকে তুলসী বাবু তিনটি অঙ্কে 'পথিকে'র মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, সার্থকভাবে।

Hindusthan Standard

* * * Playwright Tulsi Lahiri has in this new Drama endeavoured to portray the dismal results of the post-war demoralisation which has affected our entire social structure, so to say. The venue of the Drama is a small tea-cum-grocery shop, situated at an important street crossing on the Bengal Bihar border, where walk in various types of people—an interesting cross-section of humanity, who seem quite familiar to us. With their personal lives, their ambitions and frustrations the author has woven an intriguing drama that holds audience interest in a remarkable manner. Brilliant dialogues, punched with satire and humour, pleasantly offset a not-too-happy story. * * *

The entire action of the play, devided into three acts, took place in one set, which is also a bold departure from our existing stage practice. * * *

Nation (5. 12. 50)

* * * the drama has a novel feature in that it moves at a fast pace with a single setting of the tea shop where characters come and go in quick succession, each leaving his or her impress. * * *